উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

এত শুল্ক চাপাব যে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে » ৭

ইআরও-এইআরও নিয়োগের নির্দেশ
রাজ্যে বিধানসভা ভিত্তিক ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার নিয়োগ করতে রাজ্যকে চিঠি পাঠালেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৬°

অনামী দলের মোটা টাকা, কমিশনকে প্রশ্ন রাহুলের » ৭

১১ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 28 August 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 101

ভূস্বর্গে বিপর্যয়

প্রবল বৃষ্টিতে তাওয়াই নদীতে ভেঙে পড়েছে সেতু। বুধবার জম্মুতে। -পিটিআই

প্রাক্তন প্রেমিকা, ম্যানেজার ধৃত

জয়গাঁর হোটেলে দেহ উদ্ধারের জের

জয়গাঁ, ২৭ অগাস্ট : জয়গাঁর হোটেলে তরুণের সেই রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন তরুণী। তাঁর সঙ্গে মৃত আজিজুল ইসলামের আগে প্রেমের সম্পর্ক ছিল, বলছে পুলিশ। আর অপরজনের নাম উদয়নারায়ণ রাই। তিনি জয়গাঁর ওই হোটেলের ম্যানেজার। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে মেয়েটির নামে জয়গাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। আমরা আরও জিজ্ঞাসাবাদ করব।'

মঙ্গলবার তরুণের দেহ উদ্ধারের পর থেকেই আজিজুলের বাবা দাবি করছিলেন, তাঁর ছেলের প্রাক্তন প্রেমিকা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তরুণের প্রাক্তন প্রেমিকাকে পুলিশ মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে এসেছিল থানায়। পুলিশের জেরার মুখে পড়ে প্রথমে সেই তরুণী জানিয়েছিল মৃত আজিজুল তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক ছিল। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি জানান, অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ের পরেও আজিজুলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, সেই তরুণী আজিজুলের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা চাইতেন। সেই টাকা না মিললেই হুমকি দিতেন। বলতেন, বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে জানিয়ে দেবেন যে আজিজুল তাঁকে উত্যক্ত করে। তারপর তাঁরাই নাকি আজিজুলকে 'দেখে নেবেন'।

সেই তরুণের বাড়ির লোকজন জানিয়েছেন, আজিজুল সদ্য ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তাঁর হাতে যে অনেক টাকাপয়সা ছিল, তা-ও না। সেই তরুণীর নিয়মিত টাকার দাবির কাছে তিনি অসহায় বোধ করতেন। আজিজুল যা উপার্জন করতেন, তার প্রায় পুরোটাই নাকি সেই প্রাক্তন প্রেমিকার হাতে তুলে দিতেন। এই মানসিক চাপ থেকেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মেলার পরেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেই মেয়েটি ও হোটেলের ম্যানেজারকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই ম্যানেজার নাকি তরুণীর পূর্ব পরিচিত। আর ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তিনি তদন্তে অসহযোগিতা করছেন।

তদন্তে প্রকাশ, সেই তরুণী গত রবিবার রাতে ছেলেটিকে শাসিয়েছিলেন। লোক জানাজানির ভয় দেখিয়েছিলেন। আজিজুল তরুণীর সঙ্গে দেখা করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন। তরুণীর সঙ্গে দেখা করতে আজিজুল এমজি রোডের ওই হোটেলে ওঠেন। তিনি সন্ধ্যায় হোটেলে পৌঁছান। কিন্তু মেয়েটি না এসে ফোনে নানান কুরুচিকর কথা বলতে থাকেন ও শাসানি দিতে থাকেন। পুলিশের অনুমান, তারপরই আজিজুল আত্মহত্যা করেন।

আরও জানা গিয়েছে, তরুণের প্রাক্তন প্রেমিকা এবং ওই হোটেল ম্যানেজারের বাড়ি একই পাড়ায়। এই ঘটনার সঙ্গে অন্যভাবে হোটেল ম্যানেজার জড়িয়ে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে মৃত তরুণ ও মেয়েটির ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। আদালত তাঁদের সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে।

মৃত তরুণের বাবা মহিরুদ্দিন ইসলাম এদিনও বলেছেন, 'আমার ছেলেকে ওই মেয়েটা বাঁচতে দিল না। আমি ওই মেয়ের সাজা চাই।'

এদিকে, এই ঘটনার পর থেকে বন্ধ জয়গাঁর এমজি রোডে অবস্থিত ওই হোটেলটি। এক বছরের মধ্যে এই হোটেলে দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটায় এলাকার লোকজনও আতঙ্কিত।

প্রেমের চাপ

- ধৃত তরুণী আজিজুলের প্রাক্তন প্রেমিকা
- অন্য জায়গায় বিয়ে হওয়ার পরেও আজিজুলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল
- টাকা চেয়ে নিয়মিত চাপ দিতেন আজিজুলের ওপর, অভিযোগ
- টাকা না দিলে লোকজনকে জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাতেন

ভাড়া খাটত বাদলের অ্যাকাউন্ট

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৭ অগাস্ট : বুধবারই ডুয়ার্সজুড়ে প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাদল রায় নামে এক ব্যক্তিকে। চিটফান্ডের মতোই অল্প সময়ে টাকা দ্বিগুণ করার টোপ দিয়ে কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে পুলিশ মনে করছে, দু'মাসে টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার এই প্রতারণাচক্রে আরও বড় মাথা জড়িয়ে রয়েছে।

তদন্ত চলছে

- বাদলের আরও দুটি অ্যাকাউন্টের খোঁজ মিলেছে
- বাদল দাবি করেছেন, তিনি নাকি ওই অ্যাকাউন্টগুলি চালাতেন না
- তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি নাকি ভাড়া দেওয়া ছিল
- তার বদলে তিনি মাসে মাসে মোটা টাকা পেতেন
- প্রশ্ন উঠছে, কারা ভাড়া নিয়েছিল বাদলের অ্যাকাউন্টগুলি

বাদলকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে পুলিশের। মনে করছে, কান টানলে মাথা আসবে। যদিও বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অবশ্য সেই মাথাদের নাম জানতে পারেনি পুলিশ।

তবে তদন্ত খানিকটা এগিয়েছে। পুলিশ মনে করছে, বাদল একমাত্র না হলেও সেই চক্রের অন্যতম পান্ডা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ইতিমধ্যেই বাদলের আরও দুটি অ্যাকাউন্টের খোঁজ পেয়েছে। এদিকে, বাদল পুলিশি জেরায় দাবি করেছেন, তিনি নাকি ওই অ্যাকাউন্টগুলি চালাতেন না। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি নাকি ভাড়া দেওয়া ছিল। তার বদলে তিনি মাসে মাসে মোটা টাকা পেতেন।

প্রশ্ন উঠছে, কারা ভাড়া নিয়েছিল বাদলের অ্যাকাউন্টগুলি?

এরপর দশের পাতায়

চাকরি বিক্রিতে জীবনের রেট চার্ট

রিমি শীল ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : ঘুষেরও রেট থাকে। জীবনকৃষ্ণ সাহা গ্রেপ্তার না হলে হয়তো এই তথ্য অজানা থেকে যেত। গ্রেপ্তারের পর তৃণমূল বিধায়ককে লাগাতার জেরা ও প্রাথমিক অনুসন্ধানে ইডি'র হাতে এখন একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। মারাত্মক সব অভিযোগের অন্যতম হল চাকরি দেওয়ার নাম করে তোলাবাজির রেট চার্ট। ওই রেট বেঁধে দিয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণই।

বড়ঞার বিধায়কের বেঁধে দেওয়া ওই রেটে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকের চাকরি পেতে গুনতে হত ১৫ লক্ষ টাকা। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র পাওয়ার দর ছিল ২০ লক্ষ টাকা। হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে গ্রুপ-সি কর্মী ও গ্রুপ-ডি কর্মীর চাকরি পেতে রেটটা একটু কম। যথাক্রমে ১০ ও ৮ লক্ষ টাকা। ইডি জানতে পেরেছে, বিপুল পরিমাণ এই টাকা তোলার জন্য বেশ কিছু এজেন্ট ছিল জীবনকৃষ্ণের।

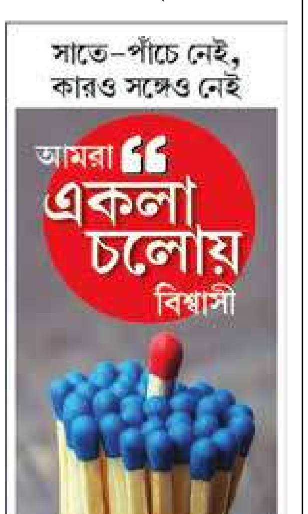

সেরকম কয়েকজন এজেন্টের কাছ থেকে প্রায় ৪ হাজার চাকরিপ্রার্থীর তালিকা পেয়েছেন তদন্তকারীরা। টাকা আদায়ের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে সেই এজেন্টদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ভাবছে ইডি। জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। কার কার থেকে ওই এজেন্টরা টাকা হাতিয়ে বিধায়ককে দিয়েছিলেন, সেই তালিকাও এখন ইডি'র হাতে।

এমনকি, বিধায়ক হিসাবে বিধানসভা থেকে বেতন ও ভাতা জমা পড়ার তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের দিকেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। তাঁরা জানতে পেরেছেন, পরিবারের বিভিন্ন লোকের নামে ঢালাও সম্পত্তি করেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। একের পর এক সেইসব সম্পত্তিরও খোঁজ মিলছে। বোলপুরের জামবুনি বাসস্ট্যান্ডের কাছে তিন কামরার একটি ফ্ল্যাট রয়েছে তাঁর। সেটার সংলগ্ন পাঁচ কাঠা জমির মালিকও তিনি। জমি অবশ্য তাঁর স্ত্রীর নামে।

পরিবারের সঙ্গে দুর্নীতির যোগের সূত্রে বিধায়ককে গ্রেপ্তারের দিন সাঁইথিয়ায় তাঁর পিসির বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

বিকল্প বাজার খুঁজছে দিল্লি

৮৭ বিলিয়নের বাণিজ্যে কোপ

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : আটকানো গেল না। বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক চেপে বসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত সেই ৫০ শতাংশ হারেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের 'ব্যক্তিগত' বন্ধুত্ব, সাড়ম্বরে ভারতে ডেকে এনে নমস্তে ট্রাম্প কর্মসূচি ইত্যাদি কোনওকিছুই শুল্কের বোঝা ঠেকাতে পারল না।

যার জেরে প্রাথমিক হিসাবেই আমেরিকায় ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যের প্রায় ৮৭ বিলিয়ন ডলারের বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, বড় ধাক্কা খাবে পোশাক রপ্তানির বাণিজ্য। এছাড়া রত্ন, গয়না, চর্মজাত দ্রব্য, চিংড়ি সহ সামুদ্রিক খাবার, সিমেন্ট, জুতো, রাসায়নিক এবং যন্ত্রাংশের বিপুল রপ্তানি ছিল আমেরিকায়। শুল্ক কমানোর বোঝাপড়া না হলে সেই রপ্তানিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ওইসব পণ্যের চাহিদা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে থাকলেও আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া মজবুত থাকায় এতদিন সেদিকে তেমন নজর দেওয়া হয়নি বলে বিদেশমন্ত্রক এখন স্বীকার করছে। অন্য দেশের বাজারের দিকে এখন নজর দেওয়া হচ্ছে এবং নতুন বাজার খোলার জন্য মরিয়া চেষ্টা চলছে বটে। কিন্তু আমেরিকার বাজার হাতছাড়া হলে সেই ধাক্কা অন্যান্য দেশে পণ্য রপ্তানি করে সামাল দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

পরিস্থিতি এতটাই স্পর্শকাতর যে, আমেরিকায় রপ্তানিতে মন্দার পূর্বাভাস স্পষ্ট হলেও বণিকসভাগুলি সংঘাতের বার্তা বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে না। ফিকির ডিরেক্টর জেনারেল জ্যোতি ভিজের বক্তব্য, 'মার্কিন শুল্ক আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, তবে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব।' হিরে ব্যবসায়ী জয়েশ প্যাটেলের কথায়, 'আমেরিকা নিশ্চয়ই বড় বাজার। তাই আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে বটে।'

ধাক্কা কীসে

- ভারতের পোশাক শিল্পের বড় বাজার আমেরিকা। বছরে ১০৮০ কোটি ডলারের ব্যবসা হয়
- বছরে ১০০০ কোটি ডলারের গয়না ও অলংকার যায় আমেরিকায়। কর্মহীনতার আশঙ্কা কারিগরদের
- চিংড়ি ও বিভিন্ন জলজ প্রাণী রপ্তানির সাড়ে ৩২ শতাংশই যায় আমেরিকায়। চিন্তায় চিংড়িচাষিরা
- ১২০ কোটি ডলারের কার্পেট রপ্তানি হয়। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্তরা চিন্তিত
- ভারতীয় জুতো ও অন্যান্য চামড়ার পণ্যের বড় বাজার আমেরিকা
- বাসমতী চাল, চা, মশলা ইত্যাদি খাদ্যপণ্য আমদানি করে আমেরিকা। এই সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ে চিন্তা

ধাক্কা সামলাতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এখন বিকল্প বাজারের খোঁজে হন্যে হয়ে চেষ্টা করছে। ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করার জন্য অন্তত ৪০টি দেশের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে নয়াদিল্লি। সেই দেশগুলির তালিকায় ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার

এরপর দশের পাতায়

বৈষ্ণোদেবীর পথে ধসে নিহত ৩৬

শ্রীনগর, ২৭ অগাস্ট : বিপর্যস্ত উত্তর ভারত। প্রবল বর্ষণে পাহাড়ি রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর ভয়ানক বিপদের মুখে। বৈষ্ণোদেবীর পথ ধসে বুধবার রাত পর্যন্ত অন্তত ৩৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ধসে আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারের কাজ চললেও মাত্র ২৩ জন আহতের হদিস পাওয়া গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন।

সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ, রাস্তা ধসে কোথাও কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় পুজোয় পর্যটনে বড় ধাক্কা খাবে। ওই পথ দিয়ে বৈষ্ণোদেবীতে পর্যটকদের যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ছেন পর্যটক ও তীর্থযাত্রীরাই। কাশ্মীর প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, গত ১২ দিনে পাহাড় ধসের কারণে যে ১৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১২৯ জনই তীর্থযাত্রী।

দুর্যোগ পঞ্জাবেও

দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে পাহাড়ি রাজ্যটির কিস্তোয়ার, কাঠুয়া ও রিয়াসি জেলায়। এজন্য প্রশাসনকেই দোষারোপ করছে পুলিশের একাংশ। স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘনঘন জানানো সত্ত্বেও মাচাইল মাতা ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা বন্ধ না রেখে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে প্রশাসন।' কেবল জম্মুতেই গত ২৪ ঘণ্টায় ২৯৬ মিমি বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে, যা ৫০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। উধমপুরে ৬২৯ মিমি রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে।

দুর্যোগ পরিস্থিতির এখনই বদল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আপাতত আরও দু-তিনদিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় কোনও কোনও জায়গায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কাটরা, জম্মু, সাম্বা, রিয়াসি, উধমপুর, ডোডা এবং কিস্তোয়ার জেলায় ধস এবং হড়পার সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন
৩১
দিন পর

এডিশন স্পেশাল

প্রসূতির মৃত্যু বৃদ্ধিতে উদ্বেগ

» *পাঁচের পাতায়*

চিতাবাঘের শিকার স্কুল পড়ুয়া

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ অগাস্ট : ভরসন্ধ্যায় গ্রামে ঢুকে ১২ বছরের স্কুল পড়ুয়ার টুঁটি কামড়ে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। কিছুক্ষণ পরেই তার খোবলানো নিথর দেহ উদ্ধার হয়। হাড়হিম করা এমন ঘটনা ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় নাগরাকাটার আংরাভাসা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর আংরাভাসা মৌজার খুটাবাড়িতে। এলাকাটি বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগান লাগোয়া। ওই ছাত্রের নাম মহম্মদ করিমুল হক (১২)। সে কলাবাড়ি টিই হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। এমন বীভৎস ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পাশাপাশি তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বন দপ্তরকে। গরুমারা বন্যপ্রাণ ডিভিশনের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। পরিবারটির পাশে আমরা রয়েছি।'

খুটাবাড়ি এক কথায় বস্তি এলাকা। পূর্ব দিকে কলাবাড়ি চা বাগান। পশ্চিমে মোগলকাটা চা বাগান। খুটামারির পাশ দিয়ে বইছে রাঙাতি নদী। অনুমান করা হচ্ছে চিতাবাঘটি লাগোয়া কোনও চা বাগান থেকেই এসেছিল। মৃত ছাত্রের বাবা খলিল রহমান স্থানীয় মসজিদের মোয়াজ্জিন। সংসার চালাতে দিনমজুরিও করতে হয় তাঁকে। মা আমিনা খাতুন গৃহবধূ। সন্তানকে হারিয়ে ওই দম্পতি এদিন আর কথা বলার পরিস্থিতিতে ছিলেন না। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'এই শোকের কোনও ভাষা নেই। দ্রুত পরিবারটির সঙ্গে দেখা করব। ওঁদের সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে।'

গ্রাম থেকে টুঁটি কামড়ে তুলে নিয়ে গেল বুনো

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, করিমুল সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছিল। বাড়ির চারপাশে চা বাগান। গ্রামবাসীদের অনুমান, ওই বাগান থেকে বেরিয়েই পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার গলা কামড়ে রাস্তা ধরে ১০০ মিটার টেনে নিয়ে যাওয়ার পর লাগোয়া একটি বেগুন খেতে ঢুকে পড়ে। ওই সময় কয়েকজন দেখতে পেয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে ওঠেন। বুনোটি করিমুলকে সেখানেই ফেলে পালিয়ে যায়। পরে তার রক্তাক্ত নিথর দেহ উদ্ধার করে বাড়ির দাওয়ায় এনে রাখা হয়। ঘটনার খবর চাউর হতেই বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমান। আসে বানারহাট থানার পুলিশ সহ বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি ও ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা।

এরপর দশের পাতায়

মৃত কিশোরের বাড়িতে স্থানীয়দের জটলা। বুধবার খুটাবাড়িতে।

উচ্চমাধ্যমিক সিমেস্টার শেষ হলে দরকারে ক্লাস

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : যে যে স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়ে, সেখানে সাধারণত পরীক্ষার দিনগুলিতে পঠনপাঠন বন্ধ থাকে। তবে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাপারটা আলাদা। এবার একগুচ্ছ নতুন নিয়ম। প্রথমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা। সেইসঙ্গে পর্ষদের তরফে বলা হয়েছে, পরীক্ষার দিনগুলোতেও প্রয়োজনে পঠনপাঠন চালু রাখতে পারবে সেই স্কুলগুলি।

তবে সেক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে। এবছর সকাল ১০টা থেকে ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা পরবর্তী কাজ শেষ করতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে। সেই কাজ মিটিয়ে দুপুর ১২টার পর কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ চাইলে অন্যান্য শ্রেণির পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে যেসব শিক্ষক পরীক্ষাগ্রহণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা আর সেদিন পাঠদান করবেন না। পর্ষদ এমনটা বললেও, এক্ষেত্রে কিন্তু পরিকাঠামোর একটা সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। তাই পর্ষদের পরীক্ষা পরিচালনার পর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লাস নেওয়া কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে স্কুলগুলি।

বুধবার কালচিনি ও মাদারিহাটে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তখনই পরীক্ষার দিনে পঠনপাঠন চালু রাখা কতটা সম্ভব, তা জানতে চান অনেকে।

প্রস্তাব পর্ষদের

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আলিপুরদুয়ার জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ চাইলে অন্যান্য ক্লাসের পঠনপাঠন চালু রাখতে পারবে। সেজন্য পরিকাঠামোর প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'এবছর ওএমআর শিটে পরীক্ষা হবে। বিষয়টি পরীক্ষার্থীদের কাছে নতুন। ওদের ধাতস্থ হতে সময় লাগবে। ভুলভ্রান্তি হওয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে।'

পর্ষদ থেকে বলা হয়েছে, প্রতি ১০ জন পরীক্ষার্থী পিছু একজন করে শিক্ষক থাকতে হবে। সেই হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার কাজে অন্যান্যবারের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। যদি কোনও স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকে, তবে অন্য স্কুল থেকেও শিক্ষক নিয়ে আসা হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কি তাহলে পরীক্ষার পর আবার পঠনপাঠন সম্ভব?

জানতে চাইলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা বলেন, 'পরীক্ষার পর ক্লাস নেওয়ার বিষয়ে পর্ষদের নির্দেশিকা স্পষ্ট হোক। পঠনপাঠন চালাতে সমস্যা হতে পারে।' অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের জেলা সম্পাদক পিরাজ কিরণ মানছেন যে, পর্ষদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়াটা বড় ব্যাপার। ক্লাস নেওয়া নিয়ে সন্দিহান তিনিও।

নাবালিকা পাচারের ছক বানচাল

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৭ অগাস্ট : চার নাবালিকাকে পাচারের ছক বানচাল করল আরপিএফ। ওই নাবালিকারা ভাগলপুরের বাসিন্দা। বুধবার তাদের উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

রেলের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত মঙ্গলবার খালতিপুর স্টেশনে চার নাবালিকাকে ডাউন কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস থেকে নামতে দেখা যায়। কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ানরা তাদের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে যেতে দেখেন। এরপর স্থানীয় মহিলার উপস্থিতিতে ওই চার নাবালিকা আরপিএফকে নিজেদের পরিচিতি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে এক নাবালিকার অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আরপিএফ আধিকারিকরা। রাতেই রেলওয়ে চাইল্ডলাইনের মাধ্যমে চার নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ভাগলপুরের পার্বত্যা পুলিশ স্টেশনে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

তাদের বয়স ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক জেরায় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যরা জানতে পেরেছেন, স্কুলে যাওয়ার পথে এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ওই নাবালিকাদের যোগাযোগ হয়। এক সময় কোনও কিছুর প্রলোভন দিয়ে ওই ব্যক্তি নাবালিকাদের কলকাতায় আসতে বলে। প্রলোভনে পা দিয়ে চার নাবালিকা কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। যাওয়ার পথে এক নাবালিকা ভয় পেয়ে যায়। ট্রেনের এক যাত্রীর ফোন নিয়ে ওই নাবালিকা বাড়িতে ফোন করলে বাড়ি থেকে পরের স্টেশনে নেমে যেতে বলে।

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION

NIT No.	Work of details	Estimated Amount	Remarks
02/JFCD/2025-26	Renovation of Depot by making Iron Gate with Post Pillers for Khunia Depot, Chalsa FC Range under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	Rs. 2,31,267.00 (Including all Taxes)	Bidding Starting date-28.08.2025 (11.00 A.M.) Bidding Closing date-04.09.2025 (05:00 P.M.)
03/JFCD/2025-26	Renovation of Depot by galvanized, strand or barbed wire fencing around Khunia Depot, Chalsa FC Range under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	Rs. 6,27,927.00 (Including all Taxes)	Bidding Starting date-28.08.2025 (11.00 A.M.) Bidding Closing date-04.09.2025 (05:00 P.M.)

For all details and online submission visit- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager, Jalpaiguri Forest Corporation Division, Jalpaiguri

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling invites Notice Inviting E-Tender vide No: 1485/DH&FWS/SMP/2025 Dated 21.08.25 in connection with "Different Printing Materials". The last date of submission of Bid is 09.09.2025 upto 06.00 P.M. For details please communicate office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/-Dr T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O.Pundibari, Dist. Cooch Behar
West Bengal-736165
Advt.No. UBKV/Rect./02/2025
Dated 27.08.2025

Walk-in-interview will be held for Part-Time Guest Lecturer (1) Fruit Science and (2) Farm Machinery and Power on purely temporary basis for Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Pundibari, Cooch Behar. Relevant details are available at the University website www.ubkv.ac.in

Registrar (Actg.)

সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ এবং এটেন্ডিং ফেইলারের সম্পাদন

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-১১-এলএমজি-২০২৫-২৬ তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম এবং ইহার স্থানঃ লামডিং মণ্ডলের চাপরমুখ শাখা সহিত কামাখ্যা-জামগুড়ি খণ্ডে ০১ (এক) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ৮৫ টি কিলোওয়াট মেক পরিবেশ-অনুকূল ডিজি সেটের (১৫ কেভিএ ৫৮ টি এবং ৭.৫/৫ কেভিএ ২৭ টি) জন্যে সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ এবং এটেন্ডিং ফেইলারের সম্পাদন। টেন্ডার রাশিঃ ৩০,১৪,৫১১.৩৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬১,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/৩০, তারিখ ঃ ২১-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং-১; টেন্ডার নং ঃ এপি-এসটি-৩০-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য বিশেষায়িত টেলিকম কাজ (এসএসই/টেলি/আইসি/নিউ মাল জংশন-এর অধীনে)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৬,৬৩,১৬১.৮১/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,১৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৮-০৯-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিকে মানুষের সেবায়

NIT No. DDP/N-22/2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-22/2025-26 Serial No- 1, 2, 3 & 4.regarding credential of the work stated in the NIT No- DDP/N-22/2025-26 Serial No- 1, 2, 3 & 4- of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad Details of Corrigendum may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 31 of 20254-26 SL No- 1 & 35 of 25-26 SL 1

Corrigendum Notice of NIT No. NIT No. DDP/N-31 of 20254-26 SL No-1 & 35 of 25-26 SL 1 Closing date extended upto 01/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

বিক্রয়

Sale for land 1431 square feet. East Vivekananda pally, word - 38, Siliguri (M. Cor.). Contact- 81014-14416. (C/118015)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০২২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই(প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/। যোগাযোগ ঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/117931)

•

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেখাশোনা ও অন্যান্য কাজের জন্য মাধ্যমিক/উঃ মাধ্যমিক পাশ মহিলা কর্মী প্রয়োজন। বায়োডাটা সহ ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন ঃ Ashalata Basu Vidyalaya, Old Police Line, Jalpaiguri. (C/117457)

Required Driver

Required Driver for a manufacturing company, contact mobile No. 95937-39822, 96417-32263, email ld-guptajifoodpark@gmail.com (C/117929)

হারানো/প্রাপ্তি

গত 13/08/2025 তারিখে আমার মাধ্যমিক ও কাস্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। সুভাষ বর্মন, পিতা : গৌরাঙ্গ বর্মন, মেজবিল, আলিপুরদুয়ার। ফোন : 81161-92506. (C/118016)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Enamul Haque. গত 21.08.2025 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমি আমার আসল নাম Anamul Haque নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Anamul Haque ও Enamul Haque একজনেরই নাম। (S/N)

•

I, Sahidul Hoque, S/o- Abul Hossain, Vill- Gobindapara Dakshin Para, P.O- Malatipur, P.S- Chanchal, Dist- Malda. Vide an affidavit made dated 11/08/2025 before the Executive Magistrate at Chanchal that Sahidul Hoque, S/o- Abul Hossain & Sahidul Haque, S/o A Ali is the same & one identical person. (C/118017)

•

আমি শ্রীমতি কমলা রায়, গ্রাঃ জয়েরকামাত, পোস্ট তালমা, জেলা জলঃ, আমার PLI-তে নং : R-WB-SG-EA-54542-তে আমার ডাকনাম Rekha Roy লিখিত হয়েছে। আমার সমস্ত সরকারি নথিতে নাম Kamala Roy থাকায় 28.3.25 তারিখ EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Rekha Roy ও Kamala Roy এক ও অভিন্ন বলে পরিচিত হলাম। (C/117458)

•

আমি Krishna Debgupta Mitra, স্বামী অজয় দেবগুপ্ত, আনন্দনগর, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি গত 26.8.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 17574] বলে Krishna Debgupta Mitra ও Krishna Debgupta একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

সেপ্টেম্বর/২০২৫ এবং অক্টোবর/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডেপুটি সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও-এর আওতাধীন সেপ্টেম্বর/২০২৫ এবং অক্টোবর/২০২৫ মাসের জন্য রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি নিম্নরূপ শিডিউল করা হলো :-

ক্রম নং	মাস	তারিখ
১	সেপ্টেম্বর/২০২৫	০৯-০৯-২০২৫, ১৯-০৯-২০২৫ এবং ২৬-০৯-২০২৫
২	অক্টোবর/২০২৫	০৭-১০-২০২৫, ১৭-১০-২০২৫ এবং ৩০-১০-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিকে মানুষের সেবায়

রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে রেল কোচ রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ফুড টি স্টলের জন্যে ই-নিলাম

রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় রেল কোচ রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ফুড টি স্টলের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অঙ্কন ক্যাটালগ সংখ্যা, সি-এসডিসিএম-আরসিআর-আরজিজে

এসাইকিউ সংখ্যা	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	এমএসএস-কেআইআর-আরজিজে-আরসিআর-১-২২-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	রায়গঞ্জ স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় রেল কোচ রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা করা

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০৯-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০৯-২০২৫ তারিখে ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাকদাতাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পার্ক-এনএমএক্স, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১০৯৬।

এসাইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
৫৫/১	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স—এমএক্স-১৪-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনের নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকের স্থানে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Offline Tender

Short Notice Inviting Tender No. **WBIW/EE/SLGID/SNIT-04/2025-26** **Sealed Offline Tender** is hereby invited by the Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division, Siliguri on behalf of Governor of W.B. from the eligible bonafied, reliable resourceful contractors for six (6) nos. of emergent works. Other details in connection with this S.N.I.T. may be seen from the Office of the undersigned on any working day during office hours. Or from the website **www.wbiwd.gov.in** Bid submission end date 03/09/2025 upto 15:00 hrs.

Sd/-
Executive Engineer
Siliguri Irrigation Division, Siliguri

আজ টিভিতে

শ্রীমান ভগবান দাস রাত ৮.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.৩০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ৯.০০ প্রতারক

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.১৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ মজনু, রাত ১০.১৫ হামি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ গুরুদক্ষিণা, বেলা ১১.৩০ প্রতিশোধ, বিকেল ৪.০০ শতরূপা, রাত ১১.০০ বাচ্চা শ্বশুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ দমদার খিলাড়ি, বিকেল ৩.০০ ভেড়িয়া, ৫.০০ লাইগর, রাত ৮.০০ বাগি-থ্রি, ১০.৩০ মধাগজা

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০০ অহো বিক্রমার্কা, ২.২৮ কে-থ্রি কালী কা করিশমা, বিকেল ৫.১৩ রিয়েল টেভর, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৪৫ ৯০ এমএল

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৫ জিগর, দুপুর ২.২৬ বাল ব্রহ্মচারী, বিকেল ৫.১৩ নাগমতী, সন্ধে ৭.৩০ ব্রুস লি

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৪৮ মনস্টার্স ইউনিভার্সিটি, বিকেল ৩.২৪ মোয়ানা, ৫.০২ লাইফ অফ পাই, সন্ধে ৭.০২ আয়রন ম্যান-টু, রাত ৯.০০ গ্রেমলিন, ১০.২৬ কিং অফ সারপেন্ট

রমেডি নাউ : দুপুর ২.১০ ডেট মুভি, বিকেল ৩.২৫ দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার, ৫.১০ স্টেপমম, সন্ধে ৭.১৫ ফায়ার হাউস ডগ, রাত ৯.০০ ড্যাজল্ড

মিঠি মস্তি মাটন তৈরি শেখাবেন রাত্রি সেনগুপ্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

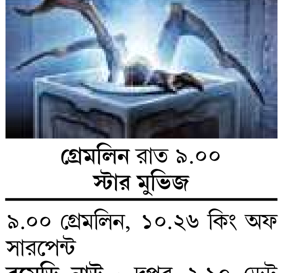

গ্রেমলিন রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

দ্য জু সন্ধে ৭.৫৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট এইচডি ওয়ার্ল্ড

স্ক্র্যাপ উপকরণের পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, লোডিং, আনলোডিং এবং পরিবহন

টেন্ডার নং. ঃ অইএমএক্স-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৮৫; তারিখ ঃ ২২-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম ঃ ২৪ মাসের জন্য সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে স্টোর ডিপো নিউ বঙ্গাইগাঁও-এর বিভিন্ন দোকানের স্ক্র্যাপ উপকরণ পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, লোডিং, আনলোডিং এবং পরিবহন। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৪৮,১৮,৮২৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৯৬,৪০০/- টাকা; উপরের টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১২-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিকে মানুষের সেবায়

একত্রিত কোচ বোগির পরিবহন

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৫৮৬০৮৩; তারিখ ঃ ২০-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; কাজের নাম ঃ দুই (০২) বছরের জন্য নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে ডিইএমইউ কার শেড/শিলিগুড়ি জংশন এবং নিউ বঙ্গাইগাঁওতে সড়কপথে ফেরতের জন্য একত্রিত কোচ বগি পরিবহন। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৪৬,৩২,০৩১/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,২৩,১৭০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১১:০০ টা এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ১০-০৯-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টা। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য দয়া করে http://www.GeM.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই (ডিইএমইউ),
শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিকে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে কাভার শেডের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৩২-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ জেএই ডিইএন/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে কাভার শেড, সাম্প এবং পাম্পিং ব্যবস্থা, রিটেইনিং ওয়াল, রিচার্জ কালভেরর সঙ্গে নর্দমা ব্যবস্থা, এলএইচএস/আরইউবির সমীপবর্তী পথের উভয় প্রান্তে হ্যাম্প এবং সেতু নং. ৩৩/এ, ৬৬/এ এবং ১০৪/এ আদিতে সাম্প/কভ কাভারের সঙ্গে সম্পর্কিত এলএইচএস/আরইউবিতে জমা হওয়া জলের নিষ্কাশনের জন্যে পাম্প হাউসের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১১,৯৮,৪০,০৫৭.৮৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,৪৯,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৯ (১) এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। [illegible]

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	[illegible]
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৬৫,০০,০০০/- (টাকা পঁয়ষট্টি লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৬,৫০,০০০ (টাকা ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ৫০,০০০ (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৪/০৯/২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	[illegible]

[illegible]

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

ব্যাংক ওয়েবসাইট	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি
www.indianbank.in	https://baanknet.com		

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. (সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫)
২. (কুমার মণীশ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৭০২১৬১৭৯৪৯)

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণে দায়িত্ব আরও বাড়বে। আর্থিক সমস্যা দূর হবে। বৃষ : দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলুন। অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি এড়াতে অংশীদারি ব্যবসায় একটু সতর্ক থাকুন। মিথুন : অপ্রয়োজনীয় কোনও বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্কে যাবেন না। পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে কোনও কাজ নিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন। কাঁধের ব্যথা ভোগাবে। সিংহ : নামী কোনও সংস্থায় চাকরি পেয়ে খুশি হবেন। ভাইবোনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কন্যা : বন্ধুর সাহায্যে নতুন কোনও ব্যবসার সন্ধান পেতে পারেন। দামি উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : পুরোনো কোনও রোগ নিয়ে ফের চিন্তা বাড়বে। পারিবারিক কারণে প্রতিবেশীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। বৃশ্চিক : পারিবারিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। ব্যবসায় শুভ। ধনু : কাউকে খুশি করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। জমি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। মকর : আপনার আত্মবিশ্বাসের জোরে ব্যবসায় ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। কুম্ভ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির খবর পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। মীন : ব্যবসায় ঋণশোধ নিয়ে চিন্তা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনায় রাশ টানুন। সর্দিকাশি ভোগাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৬ ভাদ্র, ২৮ অগাস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ, সংবৎ ৫ ভাদ্রপদ সুদি, ৪ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৫।৫৮। বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী অপরাহ্ণ ৪।৬। চিত্রানক্ষত্র দিবা ৮।২৫। শুক্রযোগ দিবা ২।৫। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৬ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৫।৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৮।২৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, অপরাহ্ণ ৪।৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি- ২।৪৮ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৯ গতে ১।৪ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।২৫ গতে যাত্রা শুভ, দিবা ১২।৩০ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৬ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- দিবা ২।৪৮ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ সাধভক্ষণ হলপ্রবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

অধিকার যাত্রার প্রস্তুতি

কুমারগ্রাম, ২৭ অগাস্ট : বিধানসভা ভোটের মুখে তরুণদের স্থায়ী রোজগার, দেশ ও রাজ্যজুড়ে বেড়ে চলা গুন্ডামি, ধর্ষণ, খুন, ধর্মীয় উন্মাদনা, নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোর আইনের প্রয়োগ, কৃষিভিত্তিক ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পায়নে জোর, স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের দাবিকে সামনে রেখে কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত অধিকার যাত্রা করবে আরএসপি'র যুব সংগঠন রেভলিউশনারি ইউথ ফ্রন্ট (আরওয়াইএফ)।

৩১ অগাস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর টানা ১৬ দিনের এই অধিকার যাত্রাকে সফল করতে বুধবার কুমারগ্রামে সাপ্তাহিক হাটে পথসভা করেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। সংগঠনের কুমারগ্রাম ব্লক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত পথসভায় যুব নেতাদের পাশাপাশি দলের স্থানীয় নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। আরওয়াইএফ-এর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি কিশোর মিঞ্জ বলেন, 'মানছি না রাষ্ট্রের অবিচার, ছিনিয়ে আনব অধিকার' এই স্লোগানকে সামনে রেখেই আমরা অধিকার যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছি। মূল দাবিগুলোর পাশাপাশি আমাদের জেলাভিত্তিক বেশকিছু দাবিও রয়েছে।'

কামাখ্যাগুড়ি ও ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীতকরণ, কামাখ্যাগুড়ি ও জয়গাঁ শহরকে দ্রুত পুরসভা ঘোষণা, কুমারগ্রাম ও মাদারিহাটে হিন্দি কলেজ স্থাপন, খোয়ারডাঙ্গায় প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণ, বন্ধ চা বাগান খুলে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান ইত্যাদি দাবিগুলো আদায়ের লক্ষ্যেই এই অধিকার যাত্রা।

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

জটেশ্বর, ২৭ অগাস্ট : জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষীরেরকোট এলাকায় বুধবার এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। ওই কিশোরী ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। এদিন ওই পড়ুয়া প্রতিদিনের মতোই স্কুলের পর বাড়ি ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পরে পরিবারের সদস্যদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ওই বাড়িতে গিয়ে কিশোরীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক ওই পড়ুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে দেহটির ময়নাতদন্ত করা হবে। এই প্রসঙ্গে জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি জগজ্জ্যোতি রায় বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে ওই নাবালিকা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের লোকজন তাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।'

প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে নরেন্দ্র কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে জেলায়। বুধবার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে এই নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, জেলা সভাপতি মিঠু দাস সহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য বিজেপি থেকে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে বলা হয়েছে। কীভাবে এই টুর্নামেন্টটি পরিচালনা করা হবে, সেটা নিয়ে এদিন আলোচনা করা হয়েছে।

পদ্মে শরতের আগমনী।। বুধবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

গ্রামের মাঠ বাঁচাতে একজোট খুদেরা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৭ অগাস্ট : বুধবার সকাল থেকেই নিলয় দেবনাথ, জয় পাল, অক্ষয় দেবনাথরা ব্যস্ত। বাড়ি বাড়ি ঘুরে তারা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে প্রবীণদের মাঠে ডাকছে সভার জন্য। আর তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সকলে মাঠে হাজিরও হয়েছিলেন। আর না হয়ে কোনও উপায় আছে? তাদের দাবি যে ন্যায্য। আসলে মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামের একমাত্র মাঠ বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছে ওই কিশোররা।

ওই মাঠে এলাকার সমস্ত ছেলেমেয়ে খেলাধুলো করে। ফুটবল, ক্রিকেট সহ বিভিন্ন খেলা হয় মাঠে। কিন্তু বর্তমানে সেই মাঠ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এলাকার কয়েকজন সেখানে কৃষিপণ্য শুকাচ্ছেন। মাঠে ঢুকে পড়ছে পণ্যবাহী গাড়ি। ঘুরে বেড়াচ্ছে গোরু-ছাগল। এতে ওই মাঠে আর খেলার সুযোগ পাচ্ছে না খুদেরা। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনাও ঘটছে। এই যেমন, কয়েকদিন আগেই মাঠে ভুট্টা শুকানোর কাজ চলছিল। পাশেই খেলার সময় সেই ভুট্টার মধ্যে পা পিছলে পড়ে এক কিশোরের হাত ভাঙে।

তাই এবার এই নিয়ে সরব হয়েছে তারা। ওই খুদেরাই এলাকার পঞ্চায়েত এবং প্রবীণদের ডেকে মাঠেই সভার আয়োজন করে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, খেলাধুলো করার জন্য এই মাঠকে ছেড়ে দিতে হবে। মাঠকে খেলার উপযোগী তৈরি করে নিতে হবে। মাঠে আর কেউ কৃষিপণ্য শুকাবে না। গবাদিপশু ছাড়া যাবে না। জয় পাল বলে, 'আমরা প্রতিদিন বিকেলে ওই মাঠে খেলি। এখন খেলা যাচ্ছে না। খেলতে গিয়ে ভুট্টায় পা পিছলে পড়ে হাত ভেঙেছে একজনের। আজকের আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে আমরা খুব খুশি। মাঠ বাঁচাতে সকলের সহযোগিতা চাই।'

উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামের মাঠে ভুট্টা শুকাচ্ছে।

সভায় সুরাহা

উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামের একমাত্র মাঠে এলাকার কয়েকজন কৃষিপণ্য শুকাচ্ছেন

সেখানে ভুট্টার মধ্যে পা পিছলে পড়ে এক কিশোরের হাত ভাঙে

এদিন এলাকার খুদেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রবীণ ও পঞ্চায়েত সদস্যকে ডেকে সভা করে

খেলাধুলোর জন্য মাঠকে ছেড়ে দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়

মাঠ রক্ষার জন্য খুদেদের এই উদ্যোগ রীতিমতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। পঞ্চায়েত সদস্য বিপুল নার্জিনারি বলেন, 'অন্তত ৭ দশক ধরে এই মাঠটি খেলাধুলোর জন্য ব্যবহার করছে এলাকার ছেলেমেয়েরা। কিন্তু সম্প্রতি কৃষিপণ্য শুকানোর কাজে বেশি করে ব্যবহার হচ্ছে ওই মাঠ। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ ওই মাঠে গোরু বেঁধে রাখছেন। ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করতে পারছে না। এলাকার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর স্বার্থে এলাকার বাসিন্দারা ওই মাঠে অন্য কোনও কাজ করবেন না। মাঠ যাতে খেলার উপযোগী থাকে সে ব্যাপারেও আমরা সবাই উদ্যোগ নেব।'

হিসাব নেই, অনুদান বন্ধ

শিলিগুড়ি, ২৭ অগাস্ট : পুজো অনুদানের হিসেব দেওয়াকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যে একমাত্র মুখ পুড়ল শহর শিলিগুড়ির। অনুদানের হিসেব না দেওয়ার কারণে শিলিগুড়ির তিনটি পুজো কমিটি এখন কাঠগড়ায়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই তিনটি পুজো কমিটিকেই অনুদান দেওয়া যাবে না। তিন পুজো কমিটিই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এনজেপি থানা এলাকার। তারা হল কাশ্মীর কলোনি দুর্গাপুজো কমিটি, উত্তরকন্যার শ্রীপল্লির কাছে নবজাগরণ সংঘ ও দক্ষিণ শান্তিনগর দুর্গাপুজো কমিটি।

বিষয়টি সামনে আসার পরেই চরম অস্বস্তিতে ওই তিন পুজো কমিটি। কাশ্মীর কলোনি দুর্গাপুজো কমিটির সদস্য আমন পান্ডে ঘটনার দায় পুলিশের ওপরেই চাপাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি সমস্ত কাগজপত্র স্থানীয় থানায় জমা দিয়েছিলাম। স্থানীয় থানাই কাগজপত্র হারিয়ে ফেলেছে।' যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ এনজেপি থানা।

অন্যদিকে, নবজাগরণ সংঘ পুজো কমিটির সদস্যদের কথায় দায়সারা ভাব পরিষ্কার। ওই পুজো কমিটির সদস্য সমর দাসের বক্তব্য, 'আমরা আগের বার ফর্ম এনেছিলাম। কিন্তু যেহেতু মহিলারা পুজো করেন তাই তাঁরা আজ করছি, কাল করছি বলে আর কাগজপত্র জমা দেননি। এবার অনুদানও পাব না, আর পুজোও হবে না।' দক্ষিণ শান্তিনগর পুজো কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি।

বিতর্কে তিন পুজো কমিটি

বুধবার এই তিনটি পুজো কমিটির নাম প্রকাশ্যে আসার পরেই যাওয়া হয়েছিল দক্ষিণ শান্তিনগর হাউজিং কমপ্লেক্সে। সেখানে যেতেই নজরে পড়ল বিশাল দুর্গা মন্দির। ভেতরে রয়েছে দুর্গা প্রতিমা। মন্দিরের একপাশের দেওয়ালে লেখা রয়েছে, দক্ষিণ শান্তিনগর দুর্গাপুজো কমিটি।

একপাশের বোর্ডে লেখা হয়েছে- দক্ষিণ শান্তিনগর দুর্গাপুজো কমিটি, স্থাপিত-১৯৯৫। মন্দিরের চারপাশ দেখার সময়ই এলাকার কয়েকজন তরুণ সেখানে হাজির হলেন। তাঁরা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কী হয়েছে বলুন?' প্রশ্ন করা হল, আপনারা কি এই পুজো কমিটির সদস্য? প্রশ্নের উত্তরে ওই তরুণরা জানান, পাড়ার সিনিয়াররা এই পুজো করেন। যদিও ওই সিনিয়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ করানোর কথা বললে তাঁরা বিষয়টা এড়িয়ে যান।

ডাবগ্রাম (২) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'দক্ষিণ শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দারাই ওই পুজো করেন। এখন অনুদানের হিসেব ঠিকমতো না দিতে পারলে পুজোর অনুমতি বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।'

গরুমারায় দুই নতুন অতিথি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ অগাস্ট : পুজোর মুখে পর্যটকদের জন্য সুখবর নিয়ে এল গরুমারা জাতীয় উদ্যান। দুই গন্ডারের দুই শাবকের জন্ম হয়েছে দিন দশেক আগে। তাই জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে মা গন্ডারের সঙ্গে এবার দুই ছোট্ট ছানার দেখা পেতেই পারেন পর্যটকরা।

১৬ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গল খুলছে। পুজো পর্যটনের কথা মাথায় রেখে এবার হাতিকে স্নান করানোর সুযোগ থাকছে সাধারণ পর্যটকদের জন্যও। এতদিন ধূপঝোরায় রাত কাটাতেন যাঁরা শুধু তাঁদের জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল।

পুজোর মুখে জঙ্গল খুলে যাওয়ার আগেই গরুমারার জঙ্গলে দুই নতুন অতিথির আবির্ভাবে বন দপ্তরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জঙ্গলের কোর এলাকায় দুই মা গন্ডারের সঙ্গে গুটিগুটি পায়ে দুটি শাবককে ঘুরতে দেখে উচ্ছ্বসিত টহলরত বনকর্মীরা। দুই মা এবং তাদের সন্তানদের উপর কড়া নজর রাখছেন তাঁরা। জঙ্গলের দরজা খুললে গরুমারায় নতুন অতিথিদের দেখতে পর্যটকরা ভিড় জমাবেন বলেই মনে করছে বন দপ্তর। খুশির জোয়ার এসেছে স্থানীয় পর্যটন মহলেও। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে সাম্প্রতিক শুমারিতে ৬১টি গন্ডারের হদিস মিলেছিল। নতুন দুই শাবকের জন্ম হওয়ায় এবার সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল ৬৩। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, তিন মাস জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রাখা হয় বন্যপ্রাণীদের প্রজনন ও জঙ্গলের বেড়ে ওঠাকে লক্ষ রেখে। আমাদের বনকর্মীরা গরুমারার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে টহল দেওয়ার সময় নতুন দুই শাবককে তাদের মায়েদের সঙ্গে দেখতে পান।

জঙ্গল সাফারিতে মা গন্ডারের সঙ্গে শাবকের দেখা পেতে পারেন পর্যটকরা।

গরুমারার ক্ষেত্রে নতুন শাবকের জন্ম হওয়ার খবর গন্ডারের বংশবৃদ্ধির দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে গরুমারার কোন কম্পার্টমেন্টে নতুন অতিথিরা রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সেই এলাকার নাম এখনই জানাতে চাইছে না বন্যপ্রাণ বিভাগ। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ারে ডে ভিজিট এবং ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে হাতি সাফারির চাহিদা পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে বেশি। কারণ এই দুই জায়গায় বেড়াতে গেলে গন্ডারের দেখা পাওয়া না কি নিশ্চিত। সেদিক থেকে নতুন শাবকের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পর্যটন ব্যবসায়ীরাও যারপরনাই খুশি হয়েছেন। ডিএফও বলেন, 'ধূপঝোরায় সাধারণ পর্যটকের জন্য হাতিকে স্নান করানোর অভিজ্ঞতা চালু করার জন্য আমরা রাজ্য থেকে অনুমতি চেয়েছিলাম। সেই অনুমতি পেয়েছি। শীঘ্রই পর্যটকরাও অভিজ্ঞতার শরিক হতে পারবেন।'

ঘরে বাবার কবর

আশ্রয় চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ দুই গৃহহীন কন্যা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৭ অগাস্ট : বাবার মৃত্যুর পর সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। এখন সদ্য পিতৃহারা দুই কন্যার দুঃখের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আশ্রয়। কোথায় থাকবে তারা? আপাতত রয়েছে মামাবাড়িতে। কিন্তু তা আর কতদিন? বাবার বাড়িতে ফেরার উপায় নেই। কারণ, সেই বাড়ি ভেঙেই তো কবর দেওয়া হয়েছে মমিনুলকে। বাধ্য হয়ে তাই মাথার ওপর ছাদের খোঁজে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছে মৃত মমিনুলের কন্যারা। চিঠি লিখেছে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বড় মেয়ে। ছোটটি তো এখনও দুগ্ধপোষ্য। তাদের মায়ের খোঁজ নেই।

গত ১৯ অগাস্ট মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামে মমিনুল ইসলামের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তাঁকে বিষপান করিয়ে খুনে অভিযুক্ত স্ত্রী এবং শাশুড়ি এখনও পলাতক। ২০ অগাস্ট মমিনুলের বাড়ির দেওয়াল এবং ছাদের একাংশ ভেঙে তাঁকে নিজের বাড়িতেই কবর দেওয়া হয়। বাবাকে ঘরের ভেতর কবর দেওয়ার প্রতিবাদে মমিনুলের নাবালিকা মেয়ে তার জেঠুদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ই-মেল মারফত নালিশ জানায়। সেইসঙ্গে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, শিশু সুরক্ষা কমিশন, রাজ্য পুলিশের ডিআইজি, আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে নালিশ জানিয়েছে মমিনুলের মেয়ে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দাসের বক্তব্য, 'এবিষয়ে তদন্ত করে পদক্ষেপ করা হবে।'

ঘরের ভেতর দেহ কবরস্থ করা নিয়ে স্থানীয়দের কেউ কেউ আমতা-আমতা করলেও মমিনুলের ক্ষুব্ধ পরিজনদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার সাহস পাননি।

আর্থমুভার দিয়ে ঘরে কবর খোঁড়া হচ্ছে। -ফাইল চিত্র

মমিনুলের মেয়ে ঘর ভাঙা, সামগ্রী লুঠ ও ভয় দেখানোর অভিযোগ করেছে তার জেঠু অর্থাৎ মমিনুলের দুই দাদা হবিবর রহমান, মোতালেব হোসেন এবং মমিনুলের দুই তুতো দাদা নুরজামাল হোসেন এবং মোস্তাফিজার রহমানের বিরুদ্ধে। অভিযোগের উত্তরে মোস্তাফিজার বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়া এবং লুটপাটের অভিযোগ মিথ্যা। মমিনুলের মায়ের ইচ্ছাতেই দেহটি ঘরের ভেতর কবরস্থ করা হয়। স্থানীয়রাই এনিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।'

এদিকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত খুনের দায়ে অভিযুক্ত মমিনুলের স্ত্রী রুনি বেগম এবং শাশুড়ি হাজরা বিবি পলাতক। বাড়িতে নেই মমিনুলের শ্যালক শরিফুল ইসলামও। মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে শরিফুল বলেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মমিনুলের দেহটি ঘরের ভেতর কবরস্থ করেছেন ওঁর পরিজনরা। এভাবে নাবালিকা মেয়ে দুটিকে ভিটে ছাড়া করা হল। ওরা কখনও আমাদের বাড়িতে, কখনও আমার জেঠুর বাড়িতে থাকছে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে?' তৃণমূলের খয়েরবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি জবাইদুল ইসলাম বলেন, 'মমিনুলের বড় মেয়ে এবং শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু এনিয়ে দলের করার কিছু নেই। বড়জোর পুলিশের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে।' স্থানীয় সূত্রের খবর, পরকীয়ার অভিযোগ নিয়ে মমিনুল এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ চলছিল। এনিয়ে সালিশির চেষ্টা করছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা এবং জনপ্রতিনিধিরা। এর মধ্যেই মমিনুলের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

> "উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মমিনুলের দেহটি ঘরের ভেতর কবরস্থ করেছেন ওঁর পরিজনরা। এভাবে নাবালিকা মেয়ে দুটিকে ভিটেছাড়া করা হল। মমিনুলের বড় মেয়ের অভিযোগপত্রটি মাদারিহাট থানার পুলিশ গ্রহণ না করায় ও ই-মেলে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যদের কাছে নালিশ করেছে।
>
> **শরিফুল ইসলাম**
> মৃত মমিনুলের শ্যালক

বিডিও'র বদলি

সোনাপুর, ২৭ অগাস্ট : বদলি হয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিডিও জয়ন্ত রায়। বুধবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এটা জানানো হয়েছে। জয়ন্তকে উত্তর দিনাজপুর জেলা সদরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ডেপুটি কালেক্টর (সাধারণ) করা হয়েছে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের নতুন বিডিও হয়ে আসছেন বিশ্বনাথ মজুমদার। ২০২৩ ব্যাচের ওই ডব্লিউবিসিএস অফিসার এতদিন জলপাইগুড়ি জেলা সদরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ডেপুটি কালেক্টর (সাধারণ) হিসাবে কাজ করছিলেন।

সংবর্ধনায় কোন্দলের ছায়া

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৭ অগাস্ট : মঙ্গলবারই জেলার একাধিক ব্লকের সভাপতির পদে নতুন নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় নতুন পদাধিকারীদের সংবর্ধনা দেওয়ার পালা। বুধবার তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়ার নতুন ব্লক সভাপতি বিশাল গুরুংকে সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানেই তাল কাটল। সেই অনুষ্ঠানে ডাক পেলেন না সদ্য প্রাক্তন হওয়া ব্লক সভাপতি জয়প্রকাশ টোপ্পো। বিকালে সেই অনুষ্ঠান ও মাদারিহাটে গণেশপুজোর উদ্বোধন প্রায় একই সময়ে হয়েছে। জয়প্রকাশ পুজোর অনুষ্ঠানে মাদারিহাটে এসেছিলেন। সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছিল। তাও তিনি সেখানে যাননি।

বিধায়ক জয়প্রকাশ সভাপতির পদ খোয়ানোর পর দলের একাংশ যে খুশি, সেটা তাঁদের সামাজিক মাধ্যমের পোস্ট দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। এদিন মাদারিহাট কমিউনিটি হলে দলের পক্ষ থেকে নতুন সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়ার যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাতে সেই কোন্দল আরও স্পষ্ট হল। জয়প্রকাশ জানালেন, তাঁকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। এমনকি দেখা যায়নি জয়প্রকাশ-ঘনিষ্ঠ মাদারিহাট পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলমকেও। এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা। তাঁর সঙ্গে সাজিদ ও জয়প্রকাশের যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে, এটা দলের সকলেই জানেন।

দীপনারায়ণকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন।

পড়ুয়াদের কেউ খিটখিটে, কেউ হাত পাকাচ্ছে চুরিতে

মাদকের প্রভাব আচরণে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : মাদকের জাল যত ছড়াচ্ছে, ততই তাতে জড়িয়ে পড়ছে অল্পবয়সিরা। এখন তো মাদক কারবারিদের সহজ টার্গেট স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা। আর মাদকের নেশার পাল্লায় পড়ে ক্রমশ বিপথগামী হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। কারও আচরণ বদলে যাচ্ছে, কেউ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে, কারও মনঃসংযোগের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর লাগোয়া এলাকা থেকে এমন একাধিক ঘটনার কথা সামনে এসেছে। সবক্ষেত্রেই প্রথমদিকে অভিভাবকরা বুঝতেই পারেননি সন্তানের মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার কথা। যখন বুঝেছেন, তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। যেমন জংশন এলাকার এক অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সেই বাড়ির পড়ুয়ার কাহিনী। মেধাবী সেই মেয়েটির সেবছর মাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ সেই ছাত্রীর আচার-আচরণ বদলে যায়। একসময়কার বাধ্য মেয়ে অভিভাবকদের কথা অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। বাড়ির লোকজন কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। তখন জানা যায়, বন্ধুদের সংসর্গে পড়ে সেই ছাত্রীর মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার কাহিনী।

ওই জংশন এলাকাতেই এমন উদাহরণ আরও রয়েছে। সেখানকার আরেক ছাত্রী আগে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ করতে আগ্রহী ছিল। জিমে যেতেও ভালোবাসত। জিমেই তার কয়েকজন নতুন বন্ধুবান্ধবী জুটে যায়। তারপর তাদের সঙ্গে দূরদূরান্তে বেড়াতে যাওয়া। বাড়িতে ফেরার সময়সীমা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তখন অভিভাবকদের টনক নড়ে। তারপর জানা যায়, সেই মেয়েটি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে।

এসব ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছেন। জংশনের প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে বাবা-মা কাউন্সেলিংয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ঘটনায় শেষপর্যন্ত মেয়েকে শহরের বাইরে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন বাবা-মা। কেউ কেউ আবার সন্তানকে হোমে পাঠাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজপাড়ার এক পড়ুয়া মাদকাসক্ত হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। মাদকের টাকার জন্য বাড়ির লোকজনের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। শেষে বাবা-মা পুলিশের দ্বারস্থ হলে তাকে কিছুদিন নেশামুক্তি হোমে রাখা হয়। তবে হোম থেকে ফিরে আসার পরেও পরিস্থিতি বদলায়নি।

পড়ুয়াদের মধ্যে মাদকের এই রমরমা নিয়ে আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে শিক্ষক মহল কিন্তু উদ্বিগ্ন। অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেস সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'শহর থেকে গ্রামের স্কুলগুলিতে বিষয়টি নজরে এসেছে। তবে পড়ুয়াদের খেলাধুলো সহ সাংস্কৃতিক বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুলিশের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলিতে মাদকবিরোধী প্রচার চলছে।' তাঁর আশা, 'সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিশেষ করে অভিভাবকরা সচেতন হলে সমস্যা মিটবে।'

তবে বাস্তব বলছে, সমস্যা মেটার বদলে আরও বাড়ছে। গতবছর নিউটাউন এলাকায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক পড়ুয়া দোকানে মোবাইল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। মেধাবী সেই পড়ুয়া কেন চুরি করতে গিয়েছিল? এপ্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, সেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার কথা। মাদক কেনার টাকা জোগাড়েই চুরি। আরেক ছাত্রের বিরুদ্ধে আবার নেশার টাকা জোগাড়ে বাড়ির সোনা গয়না বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল।

শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে রাতুল বিশ্বাস বলেন, 'দিন-দিন পড়ুয়াদের মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার বিষয়টি ভাবাচ্ছে। অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।'

বিভিন্ন সময় অভিভাবকরা পুলিশ ডেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে পুলিশ একাধিক মাদকাসক্ত পড়ুয়াকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়েছিল। এছাড়াও নেশামুক্তির বার্তা দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে পুলিশ। সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রচার করেছে পুলিশ। তারপরেও সমস্যা কমছে না।

ধোঁয়াশায় পরিবার

ঘটনা ১
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক মেয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তার আচরণ বদলে যায়। খিটখিটে হয়ে পড়ে। বাবা-মা কাউন্সেলারের দ্বারস্থ হন। তখন সত্যি সামনে আসে।

ঘটনা ২
এক পড়ুয়া মাদকাসক্ত হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। মাদকের টাকার জন্য বাড়ির লোকজনের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়েও লাভ হয়নি।

> শহর থেকে গ্রামের স্কুলগুলিতে বিষয়টি নজরে এসেছে। তবে পড়ুয়াদের খেলাধুলো সহ সাংস্কৃতিক বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুলিশের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলিতে মাদকবিরোধী প্রচার চলছে।
>
> **মানস ভট্টাচার্য**
> *প্রধান শিক্ষক*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

আলো ঝলমলে।। *জয়গাঁর ভুটানগেটে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।*

পোর্টালে জ্বরের তথ্য আপলোড হচ্ছে না

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : কোনও এলাকায় জ্বরের প্রকোপ বাড়ছে, কোথাও আবার মশাবাহিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এলাকায় অন্য কোনও রোগ দেখা যাচ্ছে কি না, সেই তথ্য সরাসরি স্বাস্থ্য দপ্তরের অনলাইন পোর্টালে আপডেট করার নিয়ম রয়েছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিএইচও, এএনএম-দের দায়িত্ব থাকে আশাকর্মীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে পোর্টালে নিয়মিত আপডেট করা। কোন এলাকায় কোন রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, পোর্টালের মাধ্যমে নজর রাখেন ব্লক, জেলা ও রাজ্য স্তরের স্বাস্থ্যকর্তারা। তবে আলিপুরদুয়ার জেলায় বিভিন্ন ব্লক থেকে এই তথ্য পেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

মূলত কিছু স্বাস্থ্যকর্মী গড়িমসি করে, সময়মতো পোর্টালের জন্য তথ্য দিচ্ছেন না। এজন্য অনেক সময় সঠিক তথ্য পাচ্ছেন না স্বাস্থ্যকর্তারা। নীচুতলার কর্মীদের কাজে ফাঁকি দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ জমেছে জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের মধ্যে।

তথ্য না পেলে এলাকায় কোনও রোগ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়। সমস্যা মেটাতে কড়া অবস্থান নিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা। সময়মতো তথ্য দেওয়ার জন্য ব্লকভিত্তিক বৈঠক করা হচ্ছে। কড়া বার্তা দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। কীভাবে অনলাইন পোর্টালে তথ্য দিতে হবে, প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্লকে আশাকর্মী, সিএইচও, এএনএম-দের নিয়ে বৈঠক করেছেন জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা। সম্প্রতি এই নিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ভাস্কর সেন বলেন,

গাফিলতির অভিযোগ
- সিএইচও, এএনএম-দের দায়িত্ব আশাকর্মীদের থেকে তথ্য নিয়ে পোর্টালে নিয়মিত আপডেট করা
- অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে নিয়মিত সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্যা হচ্ছে
- কীভাবে অনলাইন পোর্টালে তথ্য দিতে হবে, প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে
- কয়েক বছর আগে অনলাইন পোর্টালে তথ্য দেওয়ার নিয়ম শুরু হয়
- অভিযোগ, কয়েকমাস ঠিক তথ্য দেওয়ার পর কয়েকটি এলাকায় ফাঁকিবাজি শুরু হয়

'অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে নিয়মিত সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্যা হচ্ছে। সঠিক সময় তথ্য দিতে হবে বলে বৈঠকে বার্তা দেওয়া হয়েছে।'

কুমারগ্রাম ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌম্য গাইনের বক্তব্য, 'কোনও সমস্যা হলে তথ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সমস্যা আন্দাজ করে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব। এতে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় দ্রুত।' স্বাস্থ্যকর্তারা বলছেন, বর্তমানে জেলায় ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া দুই রোগই বাড়ছে। ইতিমধ্যে জেলাজুড়ে ম্যালেরিয়ায় ১২৮ জন এবং ডেঙ্গিতে ১০৪ জনের বেশি আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর। আগামী তিন মাসে এই রোগ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা। কোনও এলাকায় জ্বরের রোগী পাওয়া গেলে দ্রুত পোর্টালে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে অনলাইন পোর্টালে তথ্য দেওয়ার নিয়ম শুরু হয়। অভিযোগ, কয়েকমাস ঠিক করে তথ্য দেওয়ার পর কয়েকটি এলাকায় ফাঁকিবাজি শুরু হয়। আলিপুরদুয়ার-১, ফালাকাটা, কালচিনির মতো ব্লকগুলোয় এই তথ্য দেওয়া নিয়ে গড়িমসির অভিযোগ রয়েছে। এমনকি, গতবছর আলিপুরদুয়ার-২, কুমারগ্রাম ব্লকের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দেয়। জয়ন্তী, রায়ডাকের মতো এলাকায় হুহু করে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ালেও তা বুঝতে সময় লাগে স্বাস্থ্যকর্তাদের।

তবে কাজে গাফিলতির এই প্রবণতা সব স্তরের নয় বলেও জানাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ফালাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অতনু ভট্টাচার্যের কথায়, 'যাঁরা তথ্য দেন তাঁদের আরও অনেক দায়িত্ব থাকে। সেজন্য কখনও সময়ে তথ্য দিতে পারা যায় না।'

গণপতিবন্দনায় নানা আয়োজন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৭ অগাস্ট : বুধবার ছিল গণেশ চতুর্থী। এদিন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন মণ্ডপে পুজোর পর প্রসাদ বিতরণ, লাড্ডু বিলি, খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কালচিনি ব্লকের পুরোনো হাসিমারার পিএইচই ময়দানে জাঁকজমক করে গণেশপুজোর আয়োজন করেছে হাসিমারা ব্রাদার্স। এবছর ওই পুজোর ১১তম বর্ষ। কলসযাত্রার মধ্য দিয়ে এদিন পুজো শুরু হয়। পাঁচদিন ধরে সেখানে পুজো হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির সভাপতি সুমিত চৌধুরী। কালচিনির মোদি লাইনেও বড় করে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ৯ দিন ধরে পুজো হবে। এছাড়াও বিচ, মধু চা বাগান সহ একাধিক চা বাগানে গণপতির আরাধনার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট বাজারে গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়। বাজারের কলাহাটিতে ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ের সামনে পুজো হয়। কয়েক হাজার ব্যবসায়ী এই পুজোয় শামিল হন। পুজোর পর সবাইকে প্রসাদ খাওয়ানো হয় বলে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার জানিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়ায় গণেশপুজোর পর বিকেল থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে মাদারিহাট সর্বজনীন গণেশপুজোর উদ্বোধন করেন বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। মাদারিহাটের এই পুজোর উদ্যোক্তাদের মধ্যে মিঠুন দাস জানালেন, পুজো চলবে তিনদিন। ভাণ্ডারা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সকালে শামুকতলায় গণেশপুজো উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বের করে শামুকতলা হনুমান মন্দির কমিটি। সেই শোভাযাত্রা শামুকতলা পরিক্রমা করে। কলসযাত্রা করে নদীতে গিয়ে জল ভরা হয়। এরপর ১১টি ঢাক বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে গণেশ প্রতিমা মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। শামুকতলা বাজার হনুমান মন্দিরেই গণেশপুজো হয়। শোভাযাত্রায় মহিলাদের পাশাপাশি কচিকাঁচাদের ভিড় ছিল। পুজো উপলক্ষ্যে কীর্তন এবং ধর্মীয় আলোচনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তা কমিটির কর্মকর্তা বজরং বুচ্চা।

পুরোনো হাসিমারার পিএইচই ময়দানে গণেশপুজো। বুধবার। ছবি : সমীর দাস

ধুলোয় নাজেহাল মহাকাল চৌপথি

শামুকতলা, ২৭ অগাস্ট : ৩১সি জাতীয় সড়কের মহাকাল চৌপথিতে প্রচণ্ড ধুলোর জেরে নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ পথচারী, নিত্যযাত্রী থেকে দূরপাল্লার পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের। বেশকিছু জায়গায় যেমন পিচের চাদর উঠে গিয়েছে, তেমনই মহাসড়কের কাজ চলার ফলে গোটা এলাকা ঢেকে থাকছে ধুলোয়। ফলে নানান সমস্যায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারাও। সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপে নিয়মিত ভুগতে হচ্ছে তাঁদের। এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, অবিলম্বে বেহাল রাস্তা মেরামত করার পাশাপাশি মহাসড়কের যে এলাকায় কাজ হচ্ছে সেখানে নিয়মিত জল দিয়ে ধুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নিম্ন অসম, ভুটান, কুমারগ্রাম, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, শামুকতলা, হাতিপোঁতা সহ বিশাল এলাকার বাসিন্দাদের আলিপুরদুয়ার জেলা সদর বা অন্য কোনও জায়গায় যেতে হলে মহাকাল চৌপথির ওপর দিয়ে যেতে হয়। ফলে এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত প্রচুর ভারী গাড়ি যাতায়াত করে। প্রতিদিন যাতায়াত করা গাড়ির সংখ্যা কয়েকশো। তার ফলে আরও বাড়ছে বায়ু দূষণ এবং বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ। পরিস্থিতি নিত্যদিন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছোচ্ছে।

যতদিন না রাস্তার পিচের আস্তরণ মেরামত হবে এবং মহাসড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হবে ততদিন অন্তত নিয়মিত রাস্তায় জল ছিটিয়ে সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে এলাকার বাসিন্দাদের পরামর্শ।

দুর্ভোগ বৃত্তান্ত
- মহাকাল চৌপথিতে প্রচণ্ড ধুলোর জেরে নাজেহাল শহরবাসী
- সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছেন স্থানীয়রা
- রুগ্ন সড়কে সমস্যায় পড়ছেন গাড়ির চালকরা
- নিয়মিত জল ছিটিয়ে সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব

স্থানীয় ব্যবসায়ী বিনয় বর্মন বলেন, 'মহাকাল চৌপথির ওপর দিয়ে নিয়মিত প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করে। ফলে গোটা এলাকা ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে। এর জন্য পথচারী, নিত্যযাত্রী এবং গাড়ির চালকদের প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এলাকার ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দাদের সর্দিকাশির সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে নিয়মিত। সমস্যা সমাধানে প্রশাসনিক স্তরে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

গাড়িচালক সুবল দাস বলেন, 'মহাকাল চৌপথি এবং সলসলাবাড়ি পেরিয়ে অনেকটা রাস্তায় একই সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে আমাদের। দু-বছর ধরে মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। এত ধীরগতিতে কাজ চলার ফলে সমস্যা আরও বাড়ছে। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়িচালকদের সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন পেশায় শিক্ষিকা শিখা দেবনাথ। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলায় যেতে হয়। রাস্তার রুগ্নদশা এবং ধুলো প্রচণ্ড সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে। অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।'

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার-২'এর বিডিও নিমা শেরিং শেরপা জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান যাতে দ্রুত হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হবে।

বাম আন্দোলন

বারবিশা, ২৭ অগাস্ট : বুধবার কুমারগ্রাম ব্লকের ভক্সা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে স্মারকলিপি দিল সিপিএম। ১০০ দিনের কাজ দ্রুত চালু করা, সেই প্রকল্পের বকেয়া মজুরি প্রদান এবং বছরে ২০০ দিন কাজ ও ৬০০ টাকা দৈনিক হাজিরা প্রদান, ষাটোর্ধ্ব সকল শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুরকে ভাতার আওতায় আনা, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সর্বত্র দ্রুত পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা, আবাস যোজনার সুবিধা থেকে প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত না করা, খাসজমিতে বসবাসকারীদের বৈধ পাট্টা প্রদান, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ট্যাক্সের অনলাইন সমস্যার দ্রুত সরলিকরণ, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে আইসিডিএস কেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার মতো বিভিন্ন দাবি তুলেছেন তাঁরা। দলের ভক্সা বারবিশা এরিয়া কমিটির সম্পাদক মদনচন্দ্র দাস বলেন, 'কৃষক, খেতমজুর থেকে শুরু করে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় আমরা লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। কর্মসংস্থানের পক্ষে যেমন সরব হয়েছি তেমনই সরকারি দপ্তরগুলোতে নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছি। দাবি পূরণে দ্রুত পদক্ষেপ করা না হলে আমরা বড়সড়ো আন্দোলনের পথে হাঁটব।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অণিমা রায় বলেন, 'স্মারকলিপি পেয়েছি। এমন একাধিক দাবির উল্লেখ আছে যা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের বাইরে। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্মারকলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

সংবর্ধনা

কালচিনি, ২৭ অগাস্ট : বুধবার কালচিনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সভাপতি পেমা লামা সহ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি আকাশ হরিজন, তৃণমূল মহিলা ব্লক সভানেত্রী ভারতী মাহালি ও আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি আনন্দ চন্দকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। কালচিনির একটি ধর্মশালায় আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাধো লোহার প্রমুখ দলের নব মনোনীত পদাধিকারীদের সংবর্ধনা দেন। সেখানে দলের নতুন ব্লক সভাপতি পেমা লামা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলকে জেতাতে এখন থেকেই একযোগে কাজ শুরু করতে হবে।'

অচলাবস্থা

সোনাপুর, ২৭ অগাস্ট : গত শনিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মধ্য পাটকাপাড়ায় এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেখানে কাজে যোগ দিতে আসা সহায়িকাকে বাধা দিয়ে বিক্ষোভ দেখান অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য যাঁরা জমি দিয়েছিলেন সেই ভূমিদাতা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ভূমিদাতার বক্তব্য, সেই কেন্দ্রে তাঁর বাড়ির সদস্যকে চাকরি দিতে হবে। বুধবার, সেই ঘটনার চার দিন পরেও এই সমস্যা মিটল না। এদিনও ওই সেন্টার খুলতে বাধা দেন গ্রামের লোকেরা। অন্যদিকে এদিন গ্রামবাসীরা আবার সহায়িকা নিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, জেলা শাসক সহ বিভিন্ন আধিকারিককে চিঠি পাঠিয়েছেন পোস্ট অফিস মারফত।

সভা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : ডিওয়াইএফআই-এর ২০তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্টব্যাক সভা অনুষ্ঠিত হল আলিপুরদুয়ারে। রাজ্য সম্মেলনে কী কী বিষয় উঠে এসেছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় সেখানে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিকাশ ঝা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রীজিব গোস্বামী প্রমুখ।

মেজবিলে দুর্গাপুজো নিয়ে স্বস্তিতে মহিলারা

এল এল পুজো এল

পলাশবাড়ি, ২৭ অগাস্ট : কথায় আছে কারও পৌষমাস তো কারও সর্বনাশ। এখন সেই পরিস্থিতি পলাশবাড়ির উদয়ন ক্লাব, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও মেজবিলের পুজোর। নির্মীয়মাণ মহাসড়কের জন্য যেখানে এবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে ওই দুই ক্লাব দুর্গাপুজো নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। জায়গার অভাবে এখনও তাদের পুজোর বাজেট ঠিক হয়নি। ফালাকাটার আরও বেশ কিছু এলাকায় জায়গা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন পুজোর উদ্যোক্তারা। তখন মহাসড়ক যেন শাপে বর মেজবিলের ক্ষেত্রে। মেজবিল এলাকায় চার লেনের পাকা রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই নিশ্চিন্তে মেজবিলের মহিলারা পুজোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে কয়েক দফায় পুজো নিয়ে মহিলাদের মিটিং হয়েছে। বাজেট ঠিক হয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। গোটা মেজবিল এলাকার মানুষের আর্থিক সহযোগিতায় এই পুজো সম্পন্ন হয় বলে জানালেন কোষাধ্যক্ষ সীমা রায়। তাঁর কথায়, 'বারবার আবেদন জানিয়েও আমরা রাজ্য সরকারের অনুদান পাইনি। তাই গতবার থেকে আবেদন করা ছেড়ে দিয়েছি। এলাকাবাসীর চাঁদায় এই পুজো করা হয়।'

সবমিলিয়ে সেখানে পুজো নিয়ে এখনই উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি মহাসড়কের কাজ শুরু হয়। তখন থেকেই পুজো নিয়ে সমস্যায় পড়েন সকলে। মেজবিল রাসমেলার মাঠেই পুজো হয়। কিন্তু তখন মাঠের অর্ধেক জায়গাজুড়ে পড়ে থাকত নির্মাণসামগ্রী। রাস্তা ছিল খানাখন্দে ভরা। তার ওপর ধুলো উড়ত। ফলে পুজোর প্যান্ডেল করতে সমস্যা হত। গতবারও ছবিটা এরকমই ছিল। কিন্তু এবার সবার আগে মেজবিল বাসস্ট্যান্ড এলাকাতেই মহাসড়কের কাজ সম্পন্ন হয়। তাতেই স্বস্তিতে এলাকার পুজো উদ্যোক্তারা। মেজবিলে রাসমেলা মাঠের ওই পুজো এবার ১৩তম বর্ষে পা দিল।

পুজো কমিটির সভাপতি গীতারানি সেনের কথায়, '২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৬ বছর আমাদের পুজো করতে সমস্যা হয়েছিল। যদিও পুজো কোনওবার বন্ধ হয়নি। কিন্তু এতদিন প্যান্ডেল করতে অসুবিধার শেষ থাকত না। অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্মীয়মাণ মহাসড়ক। তবে এবার পরিস্থিতি বদলেছে।'

> অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্মীয়মাণ মহাসড়ক। তবে এবার পরিস্থিতি বদলেছে।
>
> **গীতারানি সেন**
> *পুজো কমিটির সভাপতি*

সেখানে প্রায় তিন কিমি রাস্তায় চার লেনের পাকা কাজ হয়ে গিয়েছে। রাস্তার ধারে কোথাও নির্মাণসামগ্রী নেই। ধুলোর সমস্যাও আপাতত এলাকায় নেই। রাস্তার পাশে মাঠে সবুজ ঘাসে এবার ভালোভাবেই পুজোর মণ্ডপ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ গড়ে তোলা যাবে বলে কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গৌরী মহন্ত ও অঞ্জনা বর্মন জানিয়েছেন।

পুজোর আগে ফুলকপি ঘরে তোলাই চ্যালেঞ্জ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৭ অগাস্ট : প্রতিবার দুর্গাপুজোর আগেই ফালাকাটা কৃষক বাজারে ফুলকপি এসে যায়। কিন্তু এবার পুজো অনেকটাই এগিয়ে। তার সঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাও চলছে। তাই এবার পুজোর আগে ফুলকপি তোলা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে কৃষকদের মনে বেশ সংশয় তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকবার পুজোর আগে ভালো দামে ফুলকপি বিক্রি করেই কালীপুর, রাইচেঙ্গা, শিশাগোড়, হরিনাথপুর এলাকার কৃষক পরিবারগুলির মুখে হাসি ফোটে। ফুলকপি বিক্রির টাকাই তাদের কাছে পুজোর বোনাস। এবারও কৃষকরা সেই লাভ বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। কেউ নির্ধারিত সময়ের তিন সপ্তাহ, আবার কেউ দু'সপ্তাহ আগে খেতে ফুলকপির চারা রোপণ করেছেন। কিন্তু পুজোর আর মাত্র এক মাস বাকি। এদিকে, খেতে চারা লাগানোর পর ফুলকপি তুলতে ৬০ দিন সময় লাগে। তাই পুজোর আগে এবার ফুলকপি বাজারে আনা আদৌ কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েই যাচ্ছে।

এদিকে, পুজোর সময় ফালাকাটায় ফুলকপির চাষ যে যথেষ্ট অর্থকরী তা জানে উদ্যানপালন দপ্তর। তাই সম্প্রতি উদ্যানপালন বিভাগের আলিপুরদুয়ারের আধিকারিক দীপক সরকার বেশ কিছু ফুলকপিখেত পরিদর্শন করেন। তাঁর কথায়, 'এবার দুর্গাপুজো কিছুটা এগিয়েছে। কিছু গ্রামে ইতিমধ্যেই ফুলকপির চাষ শুরু হয়েছে। সবাই না পারলেও কেউ কেউ হয়তো পুজোর আগে ফুলকপি বিক্রি করতে পারবেন।' পুরো ফুলকপির চাষে মোট তিন মাস সময় লাগে। তার মধ্যে বীজতলায় সময় লাগে এক মাস। আর চারা গাছ খেতে রোপণ করার পর আরও দু'মাস লাগে। তাই তিন-চার সপ্তাহ আগে যাঁরা চারা রোপণ করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো পুজোর আগে ফুলকপি বিক্রি করতে পারবেন। তবে সেই সংখ্যাটা কম হবে। বেশিরভাগ এলাকাতেই এক-দু'সপ্তাহ আগে চারা রোপণ করা হয়েছে।

ফুলকপির চাষ। ফালাকাটার কালীপুরে। - সংবাদচিত্র

কালীপুরের দুলাল মণ্ডল দুই বিঘা জমিতে ফুলকপির চাষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'দু'সপ্তাহ হল চারা লাগিয়েছি। জমির যত্নও নিচ্ছি। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে পুজোর আগে ফুলকপি উঠবে না।' আবার হরিনাথপুরের আরেক কৃষক রমেশ সরকার এক মাস আগে ফুলকপির চারা রোপণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'পুজোর আগে ফুলকপি বিক্রি করতে পারলে বাড়ির সবার জন্য নতুন জামা কিনতে পারব। জমিতে যত্ন করছি, ওষুধ দিচ্ছি। দেখা যাক কী হয়।'

কৃষকদের মতে, এক বিঘা জমিতে ১০ হাজারেরও বেশি ফুলকপির চারা লাগানো হয়। প্রথমদিকে চাষে প্রতিটি ফুলকপি দু'মাসের মধ্যে ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম ওজনের হয়। এক বিঘা ফুলকপির চাষে গড়ে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। এদিকে আবহাওয়া ও বাজারদর ঠিক থাকলে এক বিঘা জমির ফুলকপি প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকাতেও বিক্রি হয়। দশ বছর আগে কালীপুরে প্রথমে অল্প সংখ্যক কৃষক ফুলকপির চাষ শুরু করেছিলেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে চলা চরতোর্ষা নদীর তীরেই কালীপুর, আসাম মোড়, বংশীধরপুর, শিশাগোড় এলাকা রয়েছে। ফুলকপি ছাড়াও বাঁধাকপি, বেগুন, লংকা, ঝিঙে, পটল, লাউ সহ সবরকমের সবজির চাষ চলে। বিপণনের জন্য রয়েছে ফালাকাটা কৃষক বাজার।

পর্যটনে নজর

পর্যটনকে আরও গুরুত্ব দিতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বুধবার কলকাতায় মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের টুরিজম কনক্লেভে যোগ দিয়ে জানিয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন।

রুফটপে শর্ত

পুজোর আগেই শহরে বন্ধ হয়ে যাওয়া রুফটপ ক্যাফে ও রেস্তোরাঁ খুলছে। তবে মানতে হবে একাধিক শর্ত। জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। থাকতে হবে ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট।

পুজোয় বিতর্ক

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য তাঁর অফিসের সামনে রীতিমতো জাঁকজমক করে গণেশ পুজো করলেন। আর তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও বিতর্কের কিছু দেখছেন না উপাচার্য শংকর কুমার নাথ।

আমৃত্যু জেল

নিউটাউনে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনে দোষী সাব্যস্ত টোটোচালক সৌমিত্র রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা দিল আদালত। ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৫ বছর কারাবাস।

পদ্মের নির্বাক সাংসদ সৌমেন্দু

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'সাংসদ ভাই' সৌমেন্দু অধিকারীর পারফরমেন্স নিয়ে দলেই প্রশ্ন। বিজেপি সাংসদ সৌমেন্দুর রেকর্ড বলছে, গত এক বছরের বেশি সময় সংসদে উপস্থিত থাকলেও কার্যত 'নির্বাক' সাংসদের ভূমিকাই পালন করেছেন তিনি। কারণ, এই সময়কালে তিনি সংসদে সাকুল্যে মাত্র ৫টি প্রশ্ন করেছেন। কোনও বিতর্কে অংশ নেওয়া, স্থানীয় বা রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষিতে কোনও বক্তব্য পেশ করেননি। যদিও এসব সত্ত্বেও নিজের পারফরমেন্সে খুশি সৌমেন্দু।

গত লোকসভা ভোটে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি লোকসভা আসনে জয়ী হয়ে সাংসদ হন সৌমেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি রাজ্যের দলীয় সাংসদদের (মন্ত্রী বাদে) সংসদীয় পারফরমেন্স খতিয়ে দেখেছে বিজেপি। সেখানেই সাংসদ হিসেবে সৌমেন্দুর এই হতাশাজনক পারফরমেন্স দেখা গিয়েছে। সাধারণত একজন সাংসদের পারফরমেন্স নির্ধারণের জন্য ৪টি মাপকাঠি রয়েছে। এক, তাঁর সংসদে উপস্থিতি। দুই, সংসদে তাঁর সক্রিয়তা। তিন, সংসদে তাঁর বিশেষ ভূমিকা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতা। কোনও সাংসদকে ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইস্যু সংসদে তুলতে গেলে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী জিরো আওয়ারে অথবা বিশেষ উল্লেখপর্বে (স্পেশাল মেনশন পর্বে) তা উল্লেখ করা যায়। এছাড়া কোনও সাংসদ চাইলে প্রাইভেট মেম্বার বিলের সুযোগ নিয়ে কোনও প্রস্তাব সংসদে পেশ করতে পারেন। এর বাইরে বিল, বাজেট বা সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ইস্যু ভিত্তিক বিতর্কে অংশ নিতে হলে তাঁকে দলের অনুমতি নিতে হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সৌমেন্দু তাঁর সাংসদ জীবনে এপর্যন্ত শুধু ৫টি প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়া আর কোনও বিষয়েই অংশ নেননি। যদিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংসদে তাঁর উপস্থিতি ৯৭ শতাংশ।

সৌমেন্দুর সাফাই, 'নিজে বক্তব্য না রাখলেও সমস্ত বিতর্কেই আমি উপস্থিত ছিলাম। ওয়াকফ বিল বিতর্কে রাত ৩টে পর্যন্ত সংসদে কাটিয়েছি। জিরো আওয়ারে সুযোগ পাওয়া তো লটারির ব্যাপার। আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে লটারি ওঠেনি।' যদিও সূত্রের খবর, সৌমেন্দুর পারফরমেন্সে খুশি নয় দল। সারা দেশে সৌমেন্দুর মতো কার্যত নির্বাক বিজেপি সাংসদের সংখ্যা মেরেকেটে ৫ থেকে ৬ জন। দলেরই এক নেতা বলেন, 'সুভাষ সরকার প্রাইভেট মেম্বার বিল এনে রাঢ়বঙ্গের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দাবি করেছিলেন কেন্দ্রের কাছে।' উত্তরবঙ্গের মনোজ টিগ্গা, জয়ন্ত রায়, রাজু বিস্টরা সংসদে যথেষ্ট সক্রিয়। এমনকি তার পাশের কেন্দ্র তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পারফরমেন্সও দলের নিরিখে ভালো। তবে বিরোধী দলনেতার ভাই সৌমেন্দুর পারফরমেন্স নিয়ে দলে চর্চায় প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ।

উপস্থিতিই সার

- সৌমেন্দু তাঁর সাংসদ জীবনে এপর্যন্ত শুধু ৫টি প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়া আর কোনও বিষয়েই অংশ নেননি
- তবে সংসদে তাঁর উপস্থিতি ৯৭ শতাংশ
- তাঁর কাজে শীর্ষ নেতৃত্ব অসন্তুষ্ট বলে জানা গিয়েছে

"নিজে বক্তব্য না রাখলেও সমস্ত বিতর্কেই আমি উপস্থিত ছিলাম। ওয়াকফ বিল বিতর্কে রাত ৩টে পর্যন্ত সংসদে কাটিয়েছি। জিরো আওয়ারে সুযোগ পাওয়া তো লটারির ব্যাপার। আমার ভাগ্যে লটারি ওঠেনি।
সৌমেন্দু অধিকারী

গণেশবন্দনা ভবানীপুরের একটি পুজোমণ্ডপে। বুধবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

পুজোর পর আসবে না অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, আশ্বাস রাজ্যের

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : দুর্গাপুজোর পর আসবে না অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল, বুধবার রাজ্যবাসীকে আশ্বাস দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সারা রাজ্যে পুজো প্রস্তুতির জন্য ডব্লিউবিএসইডিসিএল, সিইএসসি সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিককে নিয়ে এদিন বৈঠকে বসেন মন্ত্রী। সেখান থেকেই দিয়ে দিলেন দুর্গাপুজোর বিশেষ গাইডলাইন। সতর্ক করলেন, বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ চুরি হলে আইনত ব্যবস্থা করা হবে। নিম্নচাপ ও বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে পোস্ট ও ট্রান্সফর্মারের ওপর চলতি বছরে চলবে বিশেষ নজরদারি। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে সমস্ত পুজো কমিটির কাছে মন্ত্রীর অনুরোধ, খোলা বা লিকেজ যুক্ত তার যেন ব্যবহার না করা হয়। পুজো মণ্ডপে দাহ্য পদার্থ না রাখার পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য পাইপড ওয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করারও পরামর্শ দিলেন অরূপ। ৩ হাজার ৭০০টি মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা করছে দপ্তর।

পুজো মণ্ডপে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ জোগানের জন্য প্রতি বছরের মতোই এবারও ডিভিসি, এনটিপিসি ও রেল সহ বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক সেরেছে রাজ্য সরকার। এদিন জেলা পর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকও হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ আবেদনের সংখ্যা ৫০,৫৫০-এর বেশি হতে পারে। বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক ১২,০৫০ মেগাওয়াটে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা। রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, চলতি বছর রাজ্যের সমস্ত পুজো প্যান্ডেলে বিদ্যুতের বিলে ছাড় থাকছে ৮০ শতাংশ। দিনরাত সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে দপ্তরের তরফে কর্তব্যরত থাকবেন ৭৩,৪১৪ জন বিদ্যুৎ কর্মী। পুজোয় যে কোনও অসুবিধা এড়াতে এদিন উদ্বোধন হয়েছে ২৪x৭-এর জন্য পুজো কন্ট্রোল রুমের। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে আসন্ন জগদ্ধাত্রীপুজোর বিসর্জনের দিন পর্যন্ত টানা কাজ করবে এই কন্ট্রোল রুম। চালু হয়েছে টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর। বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের সিএমডি ড. পিবি সেলিম এদিন বলেন, 'বাংলার ইতিহাসে প্রথমবার ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে কোনও কয়লা ভিনরাজ্য থেকে আমদানি করা হয়নি। পূর্ব ভারতে প্রথমবার সাগরদিঘির ৬৬০ মেগাওয়াটের সুপার ক্রিটিকাল থার্মাল পাওয়ারের উদ্বোধন শীঘ্রই হবে।'

মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে ২০১১ সালে পুজোর সংখ্যা ছিল ২০,৯৭০টি। সেখানে বিদ্যুৎ লাগত ২১০ মেগাওয়াট। চলতি বছরে সেই চাহিদা বেড়েছে ৫৪২ শতাংশ। পুজো কমিটিগুলির কাছে অরূপের আবেদন, যত পরিমাণ বিদ্যুৎ দরকার সবটার জন্যই যেন আবেদন জানানো হয়। অনেক ক্লাব-কর্তা কম বিদ্যুতের জন্য আবেদন করায় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় মণ্ডপগুলিকে। সবদিকে নজর রাখার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক তারের ঠিক নীচে কোনও স্থানে প্যান্ডেল বাঁধা থেকে বিরত থাকার অনুরোধও জানানো হয়েছে। যাতে তার ছিঁড়ে দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে।

ইআরও-এইআরও নিয়োগের নির্দেশ

মুখ্যসচিবকে চিঠি নির্বাচন কমিশনের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : রাজ্যে বিধানসভাভিত্তিক ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) নিয়োগ করতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চিঠি পাঠালেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। আগেই ইআরও এবং এইআরও নিয়োগ করার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল। শুক্রবারের মধ্যে মুখ্যসচিবের কাছে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট বা কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কি না তা নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। এদিনই বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও জেলা শাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। ওই বৈঠকেই কমিশনের নির্দেশিকা তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার সকালের মধ্যে জেলা থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যসচিব। ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, কমিশনের গাইডলাইন মেনে দ্রুত ইআরও এবং এইআরও নিয়োগ করতে হবে। যেখানে যেখানে পদগুলিতে নিয়োগ হয়নি, তা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনে মুখ্যসচিবের দপ্তরের সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে।

রাজ্যে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় পরিমার্জনের কাজ শুরু হতে পারে বলে অনেকদিন আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইআরও এবং এইআরও-র তালিকা চাওয়ার আসল অর্থ এসআইআর শুরুর ব্যাপারে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কবে থেকে তা চালু হবে তা এখনও কমিশন ঘোষণা না করলেও আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে সেপ্টেম্বর থেকেই তা চালু হতে পারে বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। তাই অগাস্টের মধ্যেই ইআরও এবং এইআরও নিয়োগ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, এখনও ১৫ থেকে ১৬টি জায়গায় ইআরও এবং এইআরও নিয়োগ বাকি রয়েছে। এই পদে নিয়োগ করতে হলে প্রায় ৫০০ জন অফিসারের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণেই দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পাওয়ার পরই তৎপর হয়েছে নবান্ন।

বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকেও এই নিয়ে তিনি সুর চড়িয়েছিলেন। অন্যদিকে এসআইআর হলে প্রচুর বাংলাদেশির নাম বাদ যাবে বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বিজেপি কমিশনকে দিয়ে এসআইআর করাতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি কমিশন বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে বলেও অভিযোগ মমতার। কিন্তু কমিশন যে এসআইআর করার নিয়ে বদ্ধপরিকর তা তাদের ইঙ্গিতেই স্পষ্ট।

এসআইআর প্রস্তুতি

- ইআরও-এইআরও নিয়োগ করতে বুধবারই চিঠি মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের
- শুক্রবারের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ
- এখনও প্রায় ৫০০ জন ইআরও-এইআরও নিয়োগ করতে হবে
- জেলাশাসক ও বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক মুখ্যসচিবের

প্রসূতির মৃত্যুহারে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তর

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : প্রসূতি মায়েদের মৃত্যুবৃদ্ধির হার নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য ভবন। কীভাবে এই মৃত্যু কমানো যায় তা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দপ্তর। সম্প্রতি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে প্রসূতি মৃত্যুতে স্যালাইন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের জারি করা গাইডলাইনে এবার স্যালাইনের ব্যবহার নিয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রসূতি মায়েদের বিশেষ করে সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে কীভাবে, কখন, কেন স্যালাইন ব্যবহার করা হবে তা স্পষ্ট জানানো হয়েছে। রাজ্যজুড়ে সরকারি মেডিকেল কলেজ, গ্রামীণ হাসপাতাল, ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডেলিভারি পয়েন্টে, চিকিৎসক, নার্স সহ সকলকে এই নয়া ফ্লুইড গাইডলাইন মেনে চলতে বলা হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সিজারের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে যে ধরনের স্যালাইন ব্যবহার করা হয়, তা দেওয়ার সময় অতিসতর্ক থাকতে হবে। সঠিক মাত্রা ও সঠিক সময়ে স্যালাইন দেওয়া না হলে বিপদ হতে পারে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রিস্টালয়েড স্যালাইন দেওয়ার সঠিক প্রোটোকল না মানলে কিডনি ফেলিওর, অ্যানিমিয়া সহ গুরুতর সমস্যা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। শহরাঞ্চলের মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রামীণ হাসপাতালেও বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রোটোকল মানতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থার হুশিয়ারিও দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

অস্থায়ী গ্রুপ-ডি কর্মীদের বেতন পাঁচ হাজার

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : রাজ্যে ফিরলেই পরিযায়ী শ্রমিকরা এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পাবেন বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজ না পাওয়া পর্যন্ত এক বছর মাসিক পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ার কথাও বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। এবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পার্টটাইম গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের মাসিক পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল নবান্ন।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আংশিক সময়ের (পার্ট টাইম) কয়েক হাজার কর্মচারী বিশেষত পিওনের কাজ করে থাকেন। এতদিন বিভিন্ন দপ্তর ও সরকারের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও পরিবহণ নিগমগুলিতে এঁরা আংশিক সময়ের কর্মী হিসেবে কাজ করলেও তাঁদের মাসিক আয়ের পরিমাণ খুব কম ছিল।

বুধবার রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাত কুমার মিশ্র এক সরকারি নির্দেশিকায় (নং ৩১৬৪ পিএফই) জানিয়েছেন। পার্ট টাইম গ্রুপ-ডি কর্মচারীরা মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাবেন। তাঁদের আর কোনও ভাতা দেওয়া হবে না।

রোশন-শমীক সাক্ষাতে জল্পনা

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুংয়ের দূত হয়ে রোশন গিরি দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বুধবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে শমীকের সঙ্গে দেখা করেন রোশন। শমীকের দাবি, পাহাড়ের উন্নয়ন ও স্থানীয় রাজনীতির বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে।

বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে আবার নতুন করে সখ্য বেড়েছে বিজেপির। কিছুদিন আগে এই কলকাতাতেই বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা একান্ত বৈঠক করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতৃত্বের সঙ্গে এটাই শমীকের প্রথম বৈঠক। এদিন বিকাল সওয়া ৪টে নাগাদ তাঁরা সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে আসেন। পরে তাঁরা শমীকের সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিট বৈঠক করেন। পাহাড়ি প্রথা মেনে শমীককে খাদা পরিয়ে সংবর্ধনা দেন রোশন সহ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। পরে শমীক জানিয়েছেন, 'পাহাড়ের উন্নয়নের দাবি জানাতেই তাঁরা এসেছিলেন।' পাহাড়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সভাপতি হিসেবে তাঁকে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন রোশন।

পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় পুলিশ

আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার কলকাতার মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। আবার এদিনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা রয়েছে। তার ফলে ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তির মধ্যে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছোতে পারেন তার জন্য কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত। এদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩টি মিছিল মেয়ো রোডে পৌঁছোবে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের যাতে ভোগান্তি না হয়, তার জন্য বুধবারই কলকাতা পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। শহরে বৃহস্পতিবার যানচলাচল স্বাভাবিক রাখতে ট্রাফিক পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের ছাত্র-যুবদের প্রচারের রণকৌশল কী হবে, তা এদিনের সভা থেকে স্পষ্ট করে দেবেন তাঁরা।

প্রতিবছরই এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হয়। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদিন পরীক্ষা রেখেছে। পরীক্ষার দিন পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জিও জানায় তৃণমূল। কিন্তু এই আর্জি খারিজ করে দেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তা নিয়ে উপাচার্যের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দে-র বিরুদ্ধে আক্রমণের সুরে হুঁশিয়ারি দেন, 'উপাচার্যকে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়া হবে।' এরই মধ্যে বিজেপি অভিরূপের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে। সেখানে উপাচার্যকে 'বেহায়া' বলে দাগিয়ে দিতে শোনা গিয়েছে অভিরূপকে। ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা থাকায় ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রে পৌঁছোতে যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সেদিকে নজর রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। এদিন সভাস্থল পরিদর্শন করতে এসে তৃণাঙ্কুর বলেন, 'পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছোতে কারও অসুবিধা হবে না। কেউ আটকে পড়লে আমরা তাঁদের পৌঁছে দেব।'

বাঙালি হেনস্তা এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের থিম। ফলে ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে এদিন মমতা ও অভিষেক যে সুর চড়াবেন তা একপ্রকার নিশ্চিত। এছাড়া কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়েও তাঁরা সরব হবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের প্রচারের রণকৌশলও এই সভা থেকে ঠিক করে দেবেন মমতা ও অভিষেক। আগামী মাসেই উৎসবের মরশুম শুরু হয়ে যাচ্ছে। উৎসবের মরসুমকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের জনসংযোগের হাতিয়ার করতে নির্দেশ দিতে পারেন তাঁরা। এখন রাজ্যের সর্বত্র 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি চলছে। সেখানে দলের কর্মী-সমর্থকরা যাতে আরও বেশি সক্রিয় হন সেই নিয়েও নির্দেশ দিতে পারেন মমতা।

হিসেব না দিলে পুজোর অনুদান নয়

রিমি শীল

রাজ্যকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী শিলিগুড়ির তিনটি পুজো কমিটি এই বছর পুজো অনুদান পাবে না। বুধবার হাইকোর্টে অনুদান সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, যে সমস্ত পুজো কমিটি খরচের হিসেব বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেয়নি, তাদের অনুদান দেওয়া যাবে না। যে পুজো কমিটিগুলি গত বছরের হিসেব পেশ করেছে তারাই এবছর অনুদান পাবে। রাজ্যের পেশ করা রিপোর্টে শিলিগুড়ির তিনটি পুজো কমিটি অনুদানের হিসাব দেয়নি। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগের মামলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের দেওয়া নির্দেশই বহাল থাকবে। আদালতের পুজো অবকাশকালীন ছুটির শেষে একমাস পর রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে হবে।

২০২৫ সালের পুজো অনুদানের টাকা নিয়ে কমিটিগুলি থেকে পাওয়া খরচের হিসেব ও সেই তথ্য খতিয়ে দেখে রিপোর্টে জানাতে হবে। পুজো অনুদানের বিরোধিতায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। তবে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

কারা খরচের হিসেব না দিয়ে অনুদান পেয়ে যাচ্ছিল, তা নিয়ে সোমবারই প্রশ্ন তুলেছিল হাইকোর্ট। রাজ্য থেকে তথ্য তলব করা হয়েছিল। এদিন রিপোর্ট পেশ করে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানান, রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রে মোট ৪১,৭৯৯টি পুজো কমিটি চেক নিয়েছিল। ৪টি কমিটি চেক ভাঙায়নি। বাকি ৪১,৭৯৫টি কমিটির মধ্যে ৩টি কমিটি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেয়নি।

শিলিগুড়ির কাশ্মীর কলোনি দুর্গাপুজো কমিটি, নবজাগরণ সংঘ, সাউথ শান্তিনগর দুর্গাপুজো কমিটি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি বলে খবর। কলকাতা পুলিশের ক্ষেত্রে ২৮৭৬টি পুজো কমিটি অনুদান পেয়েছে ও খরচের হিসেবও পেশ করেছে। তবে রাজ্যের এই দেওয়া রিপোর্টের বিরোধিতা করেন আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই হিসেবের খতিয়ান জমা দেওয়া হয়নি। আদালতের কড়া মনোভাব নেওয়ার পরে হিসেব আনানো হয়েছে। যদি আদালতের নির্দেশ মানা হয়, তাহলে অন্তত ১০ হাজার পুজো কমিটির এবার অনুদান পাওয়ার কথা নয়। বিচারপতি সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর জানিয়ে দিয়েছেন, হিসেব না দিলে অনুদান দেওয়া যাবে না সেই কমিটিকে। ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, নির্দিষ্ট খাতে টাকা খরচ এবং সময়ের মধ্যে অনুদান পাওয়া কমিটিগুলি খরচের হিসেব দিতে হবে।

গণেশপুজোয় রাজনীতির রং শুভেন্দুর কথায়

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : গণেশপুজোতে বাঙালি-অবাঙালি বিতর্ক। বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোট বিভাজন করতে ফের বাঙালি-অবাঙালি ইস্যু তৈরি করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন হাবড়ায় গণেশপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর এই কৌশল সম্পর্কে ফের সতর্ক করে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিনই কাঁথিতে একটি গণেশপুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপ যখন কাঁথির গণেশপুজোয় ব্যস্ত, সেই সময় নন্দীগ্রামে পুজোর উদ্বোধন করছিলেন শুভেন্দু। তবে দুই নেতার মুখোমুখি হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি।

এবার গণেশপুজো নিয়ে বাংলায় রীতিমতো হুড়োহুড়ি রাজনৈতিক দলের। এদিন হাবড়ায় গিয়েছিলেন শুভেন্দু। বাঙালি-অবাঙালি বিতর্কের মধ্যে গণেশপুজো এবার অন্য মাত্রা পেয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ছাড়ছে না কেউই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বলেন, 'গণেশপুজোকে অবাঙালিদের পুজো বলে দাগিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল।

এর আগে রামনবমীকেও অবাঙালিদের পুজো বলে বাঙালি-অবাঙালি ভাগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের সেই চক্রান্ত ভেস্তে দিয়ে এক কোটি হিন্দু বাঙালি রামনবমীর মিছিল করেছে রাজ্যে। গণেশপুজোতেও সেই চেষ্টা হচ্ছে। তৃণমূলের একটাই উদ্দেশ্য, হিন্দুদের মধ্যে প্রাচীর তোলা। কখনও জাতের নামে, কখনও ভাষার নামে।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ ভাদ্র ১৪৩২

বিজ্ঞানমনস্কতায় কাঁটা

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সাড়া জাগানো বিস্ময় হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন হচ্ছে দুনিয়াজুড়ে। সাহিত্য থেকে সিনেমা, রাজনীতি থেকে খেলা, পড়াশোনা থেকে পেশাদারি কাজকর্ম- সবকিছুতেই এআই-এর ব্যবহার বাড়ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতও কখনও পিছিয়ে থাকেনি। কিন্তু সমস্যা এখন অন্য। বিজ্ঞানসাধনার জন্য যে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন হয়, সেখানেই বারবার কৌশলে আঘাত করা হচ্ছে।

মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ভক্তিভাব, পুরাণকথার সঙ্গে দিব্যি মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্যকে। এভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার প্রতি একপ্রকার অবিশ্বাস তৈরির চেষ্টা চলছে ভারতে। দুর্ভাগ্যজনক হল, রাজনীতিকদের একাংশ এই তৎপরতায় মদত দিয়ে চলেছেন। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানদের সাম্প্রতিক মন্তব্য বিজ্ঞানমনস্কতায় ধাক্কা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অনুরাগ প্রচার করছেন, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন নন, বিশ্বের প্রথম নভশ্চর ছিলেন পবনপুত্র হনুমান। অপরদিকে শিবরাজ বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছেন যে, আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আবিষ্কার নয়, বিশ্বের প্রথম বিমান ছিল রামায়ণে কথিত পুষ্পক রথ। ইউরি গ্যাগারিন বা রাইট ভাইদের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি এদেশের ছেলেমেয়েদের স্কুলপাঠ্যে ছিল। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প ভারতের প্রায় সকলেই জানেন। হনুমানের তত্ত্ব আমদানি করে ইউরি গ্যাগারিনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দেওয়া তাই সত্যের অপলাপ মাত্র।

মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে ইউরি গ্যাগারিন, নীল আর্মস্ট্রং প্রমুখ অতিপরিচিত নাম। রাকেশ শর্মা থেকে শুভাংশু শুক্লাও ভারতের মহাকাশ গবেষণায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। চন্দ্রযান, মঙ্গলযান, আদিত্য এল-১, গগনযান ইত্যাদিতে ভারতের মহাকাশ সাধনার বিজয়রথের গতি ক্রমে ঊর্ধ্বমুখী। এই পরিস্থিতিতে মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা আরও বেশি করে জরুরি।

সেজন্য বিজ্ঞানসাধনার প্রতি ভারতীয়দের ভালোবাসা এবং আস্থা বাড়িয়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু হনুমানকে বিশ্বের প্রথম নভশ্চর বলে প্রচার করা হলে শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অস্বীকার করা হয় না, বিজ্ঞানমনস্কতায় ধাক্কা দেওয়া হয়। প্রযুক্তিসর্বস্ব দুনিয়ায় এসব প্রচারের ফল মারাত্মক। বিজেপি নেতারা বিকশিত ভারত গড়ার প্রচারে বিজ্ঞান গবেষণায় জোর দেন।

বাস্তবে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানকে গুলিয়ে ফেললে সত্যের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। সরকার মহাকাশ গবেষণা প্রসারের কথা বলছে। বিজ্ঞানসাধনার জয়গান গাইছে। প্রযুক্তির দুনিয়ায় সেরা হওয়ার দৌড়ে এগোনোর প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করছে। অথচ শাসকদলের নেতারাই হনুমান, পুষ্পক রথের উদাহরণ টেনে অদ্ভুতভাবে সত্যের বিপরীত ছবি তুলে ধরতে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

একটি ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠার মরিয়া চালানো হচ্ছে যে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সহ সর্বক্ষেত্রে অতীতে ভারত শীর্ষস্থানে ছিল। অতীতের শাসকদের অদূরদর্শিতায়, সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির কারণে সেই স্থান ধরে রাখা যায়নি। ভারত অতীতে অবশ্যই একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। সেই সমৃদ্ধির কারণে এদেশে বারবার বহিরাগতরা আক্রমণ করেছিলও বটে। এদেশের ধনসম্পদ তারা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এই সত্য নিয়ে কোনও দ্বিমত না থাকলেও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিজ্ঞানসাধনায় ভারতও এগোনোর চেষ্টা করেছে।

নানা সমস্যা, প্রতিকূলতা থাকলেও নতুন নতুন ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে ভারতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এগিয়েছে। শূন্য আবিষ্কার করা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে পা রাখা ইত্যাদি বিজ্ঞানচর্চায় ভারতের অগ্রগতির হাতেগরম প্রমাণ। অনুরাগ ঠাকুর, শিবরাজ সিং চৌহানদের মন্তব্য এই সাফল্যগাথায় এক গামলা দুধে এক ফোঁটা চোনা ফেলে দেওয়ার মতো। যাতে বিজ্ঞানমনস্কতাই ধাক্কা খায়। দায়িত্বশীল পদাধিকারীদের, বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিরা এরকম অসচেতনতার পরিচয় দিলে বিজ্ঞানমনস্কতা ছড়িয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে নিঃসন্দেহে। এতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়। যা যথার্থ বিজ্ঞানচর্চায় প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলে।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

ব্যাংকের ন্যূনতম ব্যালেন্সে অশনিসংকেত

একটি বেসরকারি ব্যাংক সম্প্রতি পিছু হটেছে। তবে যে কারণে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটি চিন্তার।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

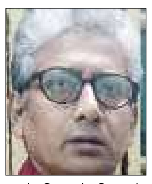

এআই।

সম্প্রতি গ্রাহক সমালোচনার মুখে পড়ে ন্যূনতম ব্যালেন্স ইস্যুতে কিছুটা পিছু হটতে দেখা গিয়েছে এক বেসরকারি ব্যাংক-কে। দেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংক আইসিআইসিআই গত ১ অগাস্ট থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর করে। যাতে প্রথমে বলা হয়েছিল শহর ও শহরাঞ্চলে ১ অগাস্ট বা তারপরে যাঁরা নতুন সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলবেন, তাঁদের মাসে গড়ে ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স রাখতে হবে। যদিও আগে গ্রাহকদের জন্য এই ন্যূনতম ব্যালেন্স ছিল ১০ হাজার টাকা। তবে পুরোনো অ্যাকাউন্টগুলিতে আগের মতোই ১০ হাজার টাকা মিনিমাম ব্যালেন্স বলা হয়। তেমনই আধাশহরাঞ্চলে নতুন গ্রাহকদের ২৫ হাজার টাকা এবং গ্রামীণ অঞ্চলের গ্রাহকদের ১০ হাজার টাকা মাসিক গড় ব্যালেন্স রাখতে বলা হয়। পুরোনো গ্রাহকদের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও আধাশহরাঞ্চলে মাসিক গড় ব্যালান্সের শর্ত পাঁচ হাজার টাকা। ন্যূনতম গড় ব্যালেন্স না রাখলে গ্রাহকদের ঘাটতির ৬% বা ৫০০ টাকা, যে অঙ্কটি কম হবে, জরিমানা দিতে হবে।

আইসিআইসিআই ব্যাংকের এমন ঘোষণায় সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো সমালোচনা শুরু হয়। তবে ওই পরিস্থিতিতে অনেকেই তাকিয়ে ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংকের দিকে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক আশাব্যঞ্জক কোনও কথা শোনায়নি। আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়ে দেন, এই ন্যূনতম ব্যালেন্সের ব্যাপারটা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় নেই। এক্ষেত্রে প্রতিটা ব্যাংকের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে সেই ব্যাংকের ন্যূনতম ব্যালেন্স কত হবে সে ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করার।

তবে ওই পরিস্থিতিতে হঠাৎ দেখা গেল আইসিআইসিআই ব্যাংক-কে ন্যূনতম ব্যালেন্স ইস্যুতে কিছুটা পিছু হটতে। জানানো হল, শহরাঞ্চলে যেখানে আগে ৫০ হাজার টাকা মিনিমাম ব্যালেন্স রাখার কথা বলা হয়েছিল, তা এবার কমিয়ে ১৫ হাজার টাকা করা হল। পাশাপাশি আধাশহর অঞ্চলে যেটা ২৫ হাজার টাকা রাখার নিয়ম করা হয়েছিল, তা কমিয়ে সাড়ে সাত হাজার টাকা করা হয়। গ্রামাঞ্চলে যে ১০ হাজার টাকা রাখার নিয়ম চালু করা হয়েছিল সেটাও কমিয়ে আড়াই হাজার টাকা করা হয়। ক'দিনের মধ্যেই এই পরিবর্তন গ্রাহকদের ক্ষতে কিছুটা হলেও মলম লাগালেও ঘা কি আদৌ শুকিয়েছে? নাকি পুরো ঘটনায় কোনও অশনিসংকেতের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

অনেক গ্রাহকের মনে আশঙ্কা দানা বাঁধছে যে ব্যাংক পরিষেবা বিশেষত বেসরকারি ব্যাংক পরিষেবা কি তবে এবার সীমিত হচ্ছে শুধুমাত্র ধনী উচ্চবিত্তদের জন্য? এটা ঘটনা, জাতীয়করণের ফলে সকলের কাছে ব্যাংক পরিষেবা না পৌঁছালেও অনেকের কাছে তা পৌঁছেছিল। দূরদূরান্তের গ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি শাখা খুলতে এগিয়ে এসেছিল। তার আগে লাভজনক নয় বলে এভাবে গ্রামীণ শাখা খুলতে আগ্রহী ছিল না বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলি।

তবে ১৯৯১ সালের পর মুক্ত অর্থনীতির দিকে দেশ ঝোঁকে। এর কিছুদিনের মধ্যেই নতুন প্রজন্মের একের পর এক বেসরকারি ব্যাংকের জন্ম হতে থাকে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, তাই ব্যবসার সুযোগ রয়েছে আশা করে বেসরকারি ব্যাংকগুলিও শহরের পাশাপাশি শহর থেকে দূরে যেতে আগ্রহী হয়। তবে শহর, আধাশহর ও গ্রামে শাখা খুললেও সেই শাখার মাধ্যমে আদৌ প্রান্তিক মানুষকে কতটা পরিষেবা দিতে আগ্রহী ছিল বেসরকারি ব্যাংকগুলি? বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মধ্য-নিম্নবিত্ত এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষজনকে অনেক বেশি পরিষেবা নিতে দেখা যায়। সেখানে ন্যূনতম ব্যালেন্স অনেক কম, শুধু তাই নয় তা মানতে না পারলে গ্রাহকের কাছ থেকে জরিমানা নেওয়ার প্রবণতাও কম। 'ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' অর্থাৎ ব্যাংক বা আর্থিক পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির এমনই আচরণ দেখা যায়।

তাছাড়া শহরে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই আর্থিক দিক থেকে খুব সচ্ছল, এমনটা মনে করা উচিত নয়। তাহলে বিভিন্ন শহরজুড়ে গরিবদের বস্তি এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত না। এইসব লোকের মাসিক উপার্জন কত যে অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার টাকা মাসের পর মাস ফেলে রাখবেন। এমনিতেই সেভিংস ব্যাংকে সুদের হার তুলনায় অনেক কম, সেখানে মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্ত মানুষের এতগুলো টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখাটা কতটা যুক্তিসংগত? দেশের মানুষের গড় আয় সম্পর্কে কি আইসিআইসিআই ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট আদৌ সচেতন নাকি সচেতন নয়? নাকি পুরোপুরি জেনে বুঝেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল- আসল উদ্দেশ্য শুধু 'এলিট ক্লাস'কে পরিষেবা দিতে পারলেই ব্যাংক বাঁচবে।

এদিকে, ভারতে আয় ও সম্পদের বৈষম্য দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে। 'ভারতে আয় ও সম্পদের বৈষম্য, ১৯২২-২০২৩ : বিলিয়নেয়ার রাজের উত্থান' শীর্ষক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ২০২২-'২৩ সালে শীর্ষে থাকা এক শতাংশ মানুষের আয় ও সম্পদের ভাগ যথাক্রমে ২২.৬ শতাংশ এবং ৪০.১ শতাংশ। একেবারে উপরের এক শতাংশ তো সাংঘাতিক রকমের ধনী। তার পরের স্তর মানে এদেশের মোটামুটি উপরের ১০ শতাংশের হাতেও ভালোরকম অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ ভারতের ১৪৫ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৫ কোটি মানুষ এইসব বেসরকারি ব্যাংকের সম্ভাব্য গ্রাহক হতে সক্ষম যাঁরা মাসের পর মাস ৫০ হাজার টাকা সেখানে ফেলে রাখতেই পারেন।

উচ্চ আয় বা সম্পদের অধিকারী হলে ব্যাংক আপনাকে প্রিমিয়াম কাস্টমার হিসেবে দেখে আলাদাভাবে পরিষেবা দেবে- ব্যবসার কারণে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেক্ষেত্রে যত ইচ্ছে এটিএমে টাকা তোলা, ঋণ অথবা ফিক্সড ডিপোজিটে কিংবা সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদে সুবিধা দেওয়া কিংবা বিমানবন্দরে ব্যবসায়িক লাউঞ্জে অ্যাক্সেস, বিনামূল্যে সিনেমার টিকিট এবং বিনামূল্যে ডাইনিং এবং হোটেল সদস্যপদ ইত্যাদি পেতেই পারেন। কিন্তু মিনিমাম ব্যালেন্স কয়েকগুণ বাড়িয়ে যদি একদল গ্রাহককে ব্যাংকে ঢোকা আটকাতে চায় তাহলে দুশ্চিন্তার যথেষ্টই কারণ আছে। দায়িত্ব নেব না, শুধু মুনাফা লুটব এমন প্রবণতা বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রয়েছে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, যেভাবে দেশে বৈষম্য বেড়েছে তা দেখে একেবারে উচ্চ-অভিজাতদের পরিষেবা দিতে পারলেই ব্যাংক রমরমিয়ে চলবে। উলটে বাকিদের পরিষেবা দিতে যাওয়া মানে অযথা 'ফালতু কাস্টমার'দের ভিড় ব্যাংকে বাড়ানো- এই দর্শনে চলতে চাইছে এইসব বেসরকারি ব্যাংক। কারণ ন্যূনতম ব্যালেন্স অতটা বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত কিছু বেসরকারি ব্যাংককর্তাদের চোখে যাঁরা 'ফালতু কাস্টমার' তাঁদের প্রবেশ আটকানো। এই ফালতু কাস্টমার হলেন তাঁরা যাঁদের অ্যাকাউন্ট থাকলেও হাতে উদ্বৃত্ত তেমন টাকা নেই যা দিয়ে বিমা, মিউচুয়াল ফান্ড বা ওই ধরনের কিছু বিনিয়োগ করানো যেতে পারে।

উচ্চ আয় বা সম্পদের অধিকারী হলে ব্যাংক আপনাকে প্রিমিয়াম কাস্টমার হিসেবে দেখে আলাদাভাবে পরিষেবা দেবে- ব্যবসার কারণে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেক্ষেত্রে যত ইচ্ছে এটিএমে টাকা তোলা, ঋণ অথবা ফিক্সড ডিপোজিটে কিংবা সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদে সুবিধা দেওয়া কিংবা বিমানবন্দরে ব্যবসায়িক লাউঞ্জে অ্যাক্সেস, বিনামূল্যে সিনেমার টিকিট এবং বিনামূল্যে ডাইনিং এবং হোটেল সদস্যপদ ইত্যাদি পেতেই পারেন। কিন্তু মিনিমাম ব্যালেন্স কয়েকগুণ বাড়িয়ে যদি একদল গ্রাহককে ব্যাংকে ঢোকা আটকাতে চায় তাহলে দুশ্চিন্তার যথেষ্টই কারণ আছে। দায়িত্ব নেব না, শুধু মুনাফা লুটব এমন প্রবণতা বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রয়েছে। ফলে সন্দেহ হয়, সেই প্রবণতা থেকেই আইসিআইসিআই ব্যাংক অমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। তারপর সামাজিক চাপে ঢোঁক গিলে মিনিমাম ব্যালেন্স কিছুটা কমিয়েছে। কিন্তু অন্য বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে এই প্রবণতা নেই একথা হলফ করে বলা যায় না। ব্যাংকের বেঁচে থাকার অজুহাতে শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত-ধনীদের পরিষেবা দেব এই রোগ প্রথমে বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে, তারপর পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেও সংক্রামিত হলে তো সর্বনাশ। সেক্ষেত্রে আগামীদিনে ব্যাংক বা আর্থিক পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে উলটে দেশের একটা অংশকে পরিষেবার বাইরে রাখার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে না তো?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৮০

রম্যরচনার লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর প্রয়াণ আজকের দিনে।

১৯৯০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী।

আলোচিত

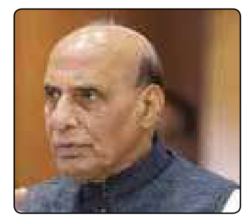

আজকাল যুদ্ধ হঠাৎ শুরু হয়। কবে শুরু হবে, কতদিন চলবে, কেউ বলতে পারে না। দু'মাস, চার মাস, এক বছর, এমনকি পাঁচ বছর চলতে পারে। ফলে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। কেউ আক্রমণ করলে ভারত ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়।

- রাজনাথ সিং

ভাইরাল/১

ছত্তিশগড়ের কাঁকের জেলায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এক ভালুক শিব মন্দিরে ঢোকে। শিবমূর্তি দর্শন করে। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু'পা দিয়ে ওপরে টাঙানো ঘণ্টা ধরে ঢং ঢং করে বাজাতে থাকে। ভিডিওটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

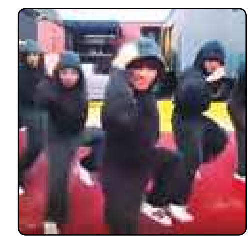

ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া জাপানে। সেখানে একদল নৃত্যশিল্পীর গণেশ চতুর্থী পালনের ভিডিও ভাইরাল। গণেশপুজোর দিন তাঁরা 'দেবা শ্রী গণেশা' গানের তালে একসঙ্গে পা মিলিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে নাচছেন। গণেশবন্দনার এই ভিডিও জাপানিদের মন কেড়েছে।

জনমন
জনমত

সুনাম হারিয়েছে নালন্দা ভবন

মেটেলিকে বলা হয় ডুয়ার্সের রানি। পাহাড়ের উপর ছোট একটি মালভূমি, চারদিকে চা বাগান পরিবেষ্টিত শান্ত এই মেটেলি। মিশ্রিত জনগণের বাস। সুন্দর এই শহরকে কেন্দ্র করে বহু পর্যটক বেড়াতে আসেন। সামসিং বেড়িয়ে ১৫০ বছরের কালীবাড়ি দর্শন করেন। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়, যা আজ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত। বর্তমানে তার আনুমানিক বয়স ৬৮ বছর। একসময় জলপাইগুড়ি জেলায় এই স্কুলের যথেষ্ট সুনাম ছিল- পড়াশোনা, খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজ সব যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এই স্কুলের আরেকটি নাম ছিল 'নালন্দা ভবন'। প্রয়াত শিক্ষক শংকরলাল চক্রবর্তী এই নাম রেখেছিলেন। সেই নালন্দা ভবন আজ বড়ই অসহায়। অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে এই স্কুল আজ ধুঁকছে। সব প্রাক্তনী এই স্কুলের জন্য আজ চিন্তিত।

এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই প্রধান শিক্ষিকার নাম আসে। টোটোপাড়া স্কুল থেকে তাঁর আগমন, এই স্কুলের গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারেননি। এসেই তিনি স্কুলের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন। অন্য শিক্ষকদের অবিশ্বাস করতে থাকেন। পরিচালন সমিতিকে তোয়াক্কা করেন না। পরিচালন সমিতি ২৫০০ টাকা দিয়ে দুজন প্রাক্তনীকে রেখেছিল। তিনি পরিচালন সমিতিকে না জানিয়ে ফোনের মাধ্যমে তাঁদের স্কুলে আসতে বারণ করে দেন।

প্রধান শিক্ষিকা থাকেন শিলিগুড়িতে। সপ্তাহে দু'দিন স্কুলে আসেন। প্রধান শিক্ষিকা কোথায় রোজ স্কুলে আসবেন, তিনি বেশিরভাগ দিন অনুপস্থিত থাকেন। মিড-ডে মিল তিনি নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের এবং প্রাক্তনীদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম হয়। কয়েকজন প্রাক্তনী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে থানা পুলিশের ভয় দেখান। প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। বেশিরভাগই চা বাগানের নিরীহ ছেলেমেয়ে এখানকার ছাত্রছাত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণে প্রশাসনিক পর্যায়ে দু'বার তাঁর সঙ্গে বৈঠক হয়। প্রতিবার সব কিছু মেনে নেওয়ার পর পরবর্তীতে তিনি আবার নিজের মতন করে চলেন।

১৯৬০ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের অনুষ্ঠান একসঙ্গে হত, যেমন প্রারম্ভিক প্রার্থনা, সরস্বতীপুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তিনি সব বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রশাসনিক পর্যায়ে আলোচনা হয়, কিন্তু তিনি নিজের মতো চলছেন। সব প্রাক্তনী ও স্থানীয় মানুষের মনে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, যদি এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে, সেক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষিকা নিজে দায়ী থাকবেন। প্রশ্ন একটাই, প্রিয় স্কুলের চোখের জল কে মুছবে!

সমীর ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্র, মেটেলি হাইস্কুল।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার শিক্ষা জরুরি

অন্যের দিকে না তাকিয়ে, প্রতিনিয়ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্লেষণটা খুবই জরুরি। উত্তরণ হবেই হবে।

চিরদীপা বিশ্বাস

'ওহ দো দিনমে সিখ লিয়া থা, পর ম্যায় তো...'

'আপ পাঁচ দিনমে সিখেঙ্গে, কেয়া দিক্কত, কম্পিটিশন করনা হ্যায় তো খুদসে করিয়ে না...খুদকো ব্যহতর বনানা হ্যায় তো দুসরোসে কেয়া মতলব!'

কথাটার অর্থ প্রথমবারে বুঝতে পারিনি। আর ভিনরাজ্যের প্রত্যন্ত এক গ্রামে বসে কারও মুখে এধরনের কোনও কথা শুনব, সে আশাও কোনওদিনও করিনি। তাই শব্দগুলো কানে একটু বেশিই লেগেছিল হয়তো, তবে শিখিয়েছিল অনেকটা। অপরের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই নিজের দক্ষতাগুলি। 'আমি অমুকের মতো করে কেন পারছি না?' এই প্রশ্নের ঘায়ে নিজেই নিজেকে হতাশার গভীরে ঠেলে দিই, ভুলে যাই পুরোনো সফলতার মাইলফলক। তবে অদ্ভুতভাবে আশা করি পুরো দুনিয়া তা উদযাপন করবে সমারোহে।

দীর্ঘদিনের ক্লাসরুমের আবদ্ধতায় অভ্যাসবশত আমরা সত্যিই নিজেদের একই ট্যাগ লাগানো ইঁদুর ঠাওরে ফেলি। সহজ-সরল, আপাতদৃষ্টিতে প্রথাগত শিক্ষার আলোয় আলোকিত নয় এরকম বহু মানুষ আমাদের জীবনযাপনের এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে যান অনায়াসে, যা লাখ টাকা খরচ করেও কোথাও কোনও বইয়ের পাতায় পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা সেই শিক্ষার কদর করি না। নিজেকে সফলতার শীর্ষে দেখতে চাইলে 'অন্যের সঙ্গে তুলনা করে কী হবে' এই সহজ কথাটা, সত্যিই আমরা বুঝতে চাই না। আমরা ভুলে যাই, মিনিটখানেকের জন্য দাঁড়িয়ে, পেছনে ঘুরে, নিজের পুরোনো আমিকে এক ঝলক দেখতে এবং প্রশ্ন করতে 'পুরোনো আমিটার থেকে বর্তমানের আমি কিছুই কি উন্নতি করিনি?'

হাল ছেড়ো না।। 'চক দে ইন্ডিয়া' সিনেমার একটি দৃশ্য।

এই প্রশ্ন করার দক্ষতা, বাঁধাধরা সিলেবাস আর ক্লাস-রুটিনের ছকের মধ্যিখানে বসে অর্জন করা বেশ দুষ্কর। এসব শিখতে হলে মুখোমুখি হতে হয় কঠিন পরিস্থিতির। যেমন, বাসে করে মিনিট দশেক চললে পড়ে গা গুলিয়ে ওঠা ছেলেটা যখন বাধ্য হয়ে ঘণ্টা দশেকের বাসজার্নি করে ফেলে নির্ঝঞ্ঝাটে, তখন এক অসীম আত্মবিশ্বাসে বুক ভরে ওঠে তার। কিংবা, অচেনা নম্বর দেখলে সটানে মোবাইল উলটে রেখে পালিয়ে যাওয়া ইন্ট্রোভার্ট মেয়েটি যখন দাপিয়ে বেড়ায় অজানা শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত, একদল অচেনা পথচারীকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে পৌঁছে যায় গন্তব্যে, সেখানে পৌঁছে অপরিচিত মুখের ভিড়ে আত্মবিশ্বাস না খুইয়ে অনাবিল আনন্দে শেখাতে থাকে এমন কিছু যা তার নিজের কাছেও দু'দিন আগে পর্যন্ত অজানা ছিল; তখন তার অনুভূতিটা ঠিক কীরকম হতে পারে তা ওই ক্লাসরুমবন্দি ইঁদুরেরা আন্দাজ করতে পারবে না। আবার 'এসব ছুটকো ঘটনা' বলে নাক সিটকানো সবজান্তারাও বুঝতে পারবে না, যে এই 'ছুটকো ঘটনা'গুলোই পুরোনো আমি থেকে নতুন আমিতে উত্তরণের এক-একটা ধাপ।

তাই অন্যের দিকে না তাকিয়ে, প্রতিনিয়ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নম্বর দেওয়া দরকার। নিজের মধ্যে কী কী বদল আমি দেখতে চাই, সেজন্য কীভাবে আমি কাজ করছি এবং অবশ্যই আমি কেন সেটা চাইছি তার উত্তরও নিজের কাছে থাকা ভীষণই জরুরি। জীবনের একটা সময় পর্যন্ত নানা স্তরে নানা শিক্ষক যেভাবে আমাদের গ্রেড কার্ড সাজায়, একটা সময় সেই গ্রেড কার্ডে নম্বর দেওয়ার ভার নিজের হাতে তুলে নিতে হয়, আর নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে বলে যেতে হয় 'আই অ্যাম রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ'।

(লেখক কোচবিহারের ভূমিকন্যা। গবেষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৯

পাশাপাশি : ১। প্রকাশ বা প্রসারণ ৩। যে ঘটনা পরপর ঘটে যায় ৪। হিন্দি ছবির অতীত দিনের নায়িকা ৫। দেহে প্রাণের লক্ষণ নেই ৭। উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন সবজি ১০। হাতে বাঁধার মন্ত্রপূত মাদুলি ১২। এক প্রকার শস্যদানা ১৪। কোকিলের ডাক ১৫। তিরস্কার করা ১৬। কাউকে কষ্ট দেওয়া বা উৎপীড়ন করা।

উপর-নীচ : ১। বহেড়া গাছের ফল ২। টক স্বাদের ফল ৩। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা বেদব্যাসের পিতা ৬। উপাসনার যোগ্য ঐশ্বরিক সত্তা ৮। জোরে এবং দ্রুত পা ফেলার শব্দ ৯। যে মিশতে পারে না, লাজুক স্বভাবের ১১। বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানো ১৩। সুপুরি কাটতে যে যন্ত্র লাগে।

সমাধান ■ ৪২২৮

পাশাপাশি : ২। ভড়কানো ৫। মজুরি ৬। স্বপনবুড়ো ৮। পর্ণ ৯। পণ্য ১১। মানসপট ১৩। আদাব ১৪। কাকাতুয়া।

উপর-নীচ : ১। দমসম ২। ভরি ৩। কাশ্যপ ৪। কুমড়ো ৬। স্বর্ণ ৭। নগণ্য ৮। পনস ৯। পট ১০। সৈন্যবল ১১। মাটাম ১২। পলকা ১৩। আয়া।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯০৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বন্যায় জলবন্দি কর্তারপুর গুরদোয়ারা

ইসলামাবাদ, ২৭ অগাস্ট : পাকিস্তানের পঞ্জাবে একনাগাড়ে বিপুল বৃষ্টিতে ইরাবতী নদীর জলস্তর বেড়েছে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র শ্রী কর্তারপুর সাহিব গুরদোয়ারা। জলস্তরের উচ্চতা পাঁচ থেকে সাত ফুট। শিয়ালকোট জেলার নারোয়ালের ওই গুরদোয়ারার নীচের তলা একেবারের জলের তলায়। ডুবে গিয়েছে লঙ্গরখানা, পরিক্রমা স্থল ও সরোবর। ধর্মীয় গ্রন্থ সুরক্ষিত থাকলেও গুরদোয়ারার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। ইরাবতীর জলে ভারত-পাক সীমান্তের জিরো লাইনও জলের তলায়। আশপাশের বহু এলাকা প্লাবিত। বন্যা হওয়ার আশঙ্কার কথা কয়েক দিন আগে ভারতের তরফে পাকিস্তানকে জানানো হয়।

বদলাচ্ছে এইচ-১বি ভিসার নিয়ম

ওয়াশিংটন, ২৭ অগাস্ট : মার্কিন কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে ও দুর্নীতি রোধে এইচ-১বি ভিসা ও গ্রিন কার্ড পাওয়ার নিয়মে বড়সড়ো পরিবর্তন আনতে চলেছে ট্রাম্প সরকার। গোল্ড কার্ড আনার কথা ভাবা হচ্ছে।

মার্কিন বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, এইচ-১বি ভিসা পাওয়ার বর্তমান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিকে 'প্রতারণামূলক' বলে অভিহিত করে অনলাইন পোস্টে লুটনিক বলেছেন, 'বর্তমানে এইচ-১বি ভিসা পাওয়ার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, তা আমেরিকায় মার্কিন কর্মীদের চাকরির সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। এবার কর্মক্ষেত্রে মার্কিন কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।'

ভিসা পাওয়ার নিয়মে পরিবর্তন করা হলে তা বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে আমেরিকায় বসবাসরত ভারতীয় কর্মী ও শিক্ষার্থীদের ওপর। এইচ-১বি ভিসা ও গ্রিন কার্ড পাওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে টিম গড়া হয়েছে, তাতে লুটনিক আছেন। লুটনিকের কথায়, 'গড় হিসেবে মার্কিনরা বছরে ৭৫ হাজার ডলার আয় করেন। গ্রিন কার্ডধারীদের আয় ৬৬ হাজার ডলার। কেন এমন হচ্ছে? গোল্ড কার্ড আনার কথা ভাবা হচ্ছে। আমরা আমাদের দেশের জন্য সেরা লোক বাছাই করা শুরু করতে যাচ্ছি।' ২০ মার্চ থেকে ফরেন লেবার অ্যাকসেস গেটওয়ে (এফএলএজি) পুরোনো সমস্ত ভিসার আবেদন বাতিল করে দিয়েছে। আমেরিকায় কর্মসূত্রে বিদেশিরা পান এইচ-১ বি ভিসা। গ্রিন কার্ড হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের ছাড়পত্র।

মাওবাদী দমনে ফের সাফল্য, নিকেশ ৪

মুম্বই, ২৭ অগাস্ট : বুধবার গড়চিরোলি-নারায়ণপুর সীমানার কোপারসি জঙ্গলে মহারাষ্ট্র পুলিশের কমান্ডো বাহিনী, সিআরপিএফ ও কুইক রেসপন্স-এর যৌথ অভিযানে চার মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে এসএলআর, ইনসাস ও ৩০৩ রাইফেল। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে তিনজন মহিলা। লড়াই চলেছে আট ঘণ্টা ধরে। কোপারসি জঙ্গলে একাধিক মাওবাদী সংগঠনের সদস্যরা লুকিয়েছিল। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে এই খবর গড়চিরোলি পুলিশ জেনেছিল ২৫ অগাস্ট। লড়াইয়ে যৌথ বাহিনীকে নেতৃত্ব দেন এএসপি (অপারেশন) এম রমেশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ২০২৬ সালের মধ্যে দেশকে মাওবাদী মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন। লক্ষ্যপূরণে মাওবাদী অভিযান যে দুর্ধর্ষ গতিতে চলছে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রতিটি অভিযান।

তলব মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে

কোপেনহেগেন, ২৭ অগাস্ট : বিরল খনিজে সমৃদ্ধ বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডকে কবজা করতে মরিয়া ট্রাম্প এখানে অস্থিরতা আনতে তৎপরতা চালাচ্ছেন, এমনই অভিযোগ তুলেছে ডেনমার্ক। এবিষয়ে কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানাতে বুধবার মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করল কোপেনহেগেন সরকার। গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণে। এই দ্বীপের উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি গ্রিনল্যান্ড সরকার দেখলেও প্রতিরক্ষা ও বিদেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় ডেনমার্ক।

ভারতকে চাপে রাখার বার্তা ট্রাম্পের

বাণিজ্য অস্ত্রে বাজিমাতের ছক

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : এক, দুই, তিন... এই নিয়ে অন্তত চল্লিশবার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধের কৃতিত্ব দাবি করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, বাণিজ্য বন্ধ করা এবং আমদানি পণ্যের ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্কের বোঝা চাপানোর হুমকি দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে সংঘর্ষ বিরতিতে যেতে বাধ্য করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করার মাত্র ৫ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেও মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক আদায়ের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে আমেরিকা। তার ঠিক আগে মার্কিন শীর্ষ নেতার মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের ওপর আমেরিকার বেনজির বাণিজ্য শুল্ক আরোপের পটভূমি হিসাবে দু'টি কারণকে দায়ী করেছে কূটনৈতিক মহল। এক, অপারেশন সিঁদুর বন্ধের জন্য ট্রাম্পকে কৃতিত্ব দিতে না চাওয়া। দুই, রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি। ট্রাম্পের বয়ান প্রকাশ্যে আসতে দুই ইস্যুতেই কেন্দ্রকে নিশানা করেছে বিরোধী কংগ্রেস। রাহুল গান্ধির কটাক্ষ, 'ট্রাম্প মোদিকে ফোন করেছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছিলেন। ট্রাম্পের ফোন পাওয়ার মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সব থামিয়ে দেন মোদি।' এদিকে শুল্ক প্রশ্নে মোদিকে বিঁধেছেন কংগ্রেস সভাপতি

> ➪ আমরা এত বেশি শুল্ক আরোপ করব যে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে।... পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এটা (সংঘর্ষ বিরতি) হয়েছিল
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**
> ....
> ➪ আমাদের অর্থনীতি খুব শক্তিশালী। আমাদের শিল্প ক্ষেত্রও খুব শক্তিশালী। আমরা কখনোই দেশকে সংকটে পড়তে দেব না
> **কীর্তিবর্ধন সিং**
> ....
> ➪ ট্রাম্প মোদিকে ফোন করেছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছিলেন। ট্রাম্পের ফোন পাওয়ার মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সব থামিয়ে দেন মোদি
> **রাহুল গান্ধি**

মল্লিকার্জুন খাড়গেও। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'নরেন্দ্র মোদিজি, আপনার প্রিয় বন্ধু 'আবকি বার, ট্রাম্প সরকার' আজ থেকে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এই শুল্কের প্রথম ধাক্কায় শুধুমাত্র ১০টি ক্ষেত্রেই আমরা আনুমানিক ২.১৭ লক্ষ কোটি টাকা হারাব।' আমেরিকার বর্ধিত শুল্কের জেরে ভারতের বস্ত্র শিল্প এবং তুলা চাষিরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে জানিয়েছেন খাড়গে।

বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং অবশ্য ভারতের ক্ষতির সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের অর্থনীতি খুব শক্তিশালী। আমাদের শিল্প ক্ষেত্রও খুব শক্তিশালী। আমরা কখনোই দেশকে সংকটে পড়তে দেব না।' ট্রাম্প বারবার ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির দাবি করলেও তা খারিজ করে দিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, দু-দেশের সামরিক পর্যায়ের আলোচনায় সংঘর্ষ বন্ধের ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হয়েছে। ট্রাম্প যদিও নিজের অবস্থানে অনড়।

ট্রাম্পের কথায়, 'আমি বলেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করব না। তোমরা পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। আগামীকাল আমাকে আবার ফোন করো, কিন্তু আমরা তোমাদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করব না। অথবা আমরা এত বেশি শুল্ক আরোপ করব যে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এটা (সংঘর্ষ বিরতি) হয়েছিল। আবার সংঘর্ষ হতে পারে। তবে যদি হয় তাহলে আমি এটি বন্ধ করব।'

বাইকে ভোটার অধিকার যাত্রায় রাহুলের সঙ্গে সওয়ারি প্রিয়াংকা। বুধবার মুজফফরপুরে।

কমিশনের নজরদারিতে প্রশ্ন রাহুলের

অনামী দলের তহবিলে মোটা টাকা

পাটনা, ২৭ অগাস্ট : লোকশাহি সত্তা পার্টি, ভারতীয় ন্যাশনাল জনতা দল, স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি পার্টি কিংবা নিউ ইন্ডিয়া ইউনাইটেড পার্টি। এই নামের রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব তো দূরস্থান, তাদের নামও দেশের রাজনীতি সচেতন মানুষজন কখনও শুনেছেন বলে জানা যায় না। অথচ গুজরাটের এই রকম অন্তত ১০টি নামগোত্রহীন রাজনৈতিক দল ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪-এর মধ্যে মোট ৪৩০০ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অথচ তারা খরচ করেছিল মাত্র ৩৯.০২ লক্ষ টাকা। যদিও অডিট রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, তারা ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছে।

নামগোত্রহীন এই ১০টি দল কীভাবে ৪৩০০ কোটি টাকা চাঁদা পেল তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। বুধবার বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায় ব্যস্ত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনকেই নিশানা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'গুজরাটে এমন কিছু নামহীন রাজনৈতিক দল আছে যাদের নাম কেউ কখনও শোনেননি। কিন্তু তারাই ৪৩০০ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছে! এই দলগুলি সামান্য কয়েকটি নির্বাচনে লড়াই করেছে বা তাতে খরচ করেছে। এই হাজার হাজার কোটি টাকা এল কোথা থেকে? কারা চালাচ্ছে এই দলগুলিকে? ওই টাকা গেলই বা কোথায়?' রাহুলের তোপ, 'নির্বাচন কমিশন এর তদন্ত করবে নাকি এক্ষেত্রেও প্রথমে হলফনামা চাওয়া হবে? নাকি তথ্য লুকোনোর জন্য আইনটাকেই বদলে ফেলা হবে?'

ভোট চুরি ইস্যুতে লাগাতার নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করছেন রাহুল গান্ধি। এর মধ্যে নামগোত্রহীন রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটা অঙ্কের চাঁদার ঘটনা সামনে আসায় সেই আক্রমণে সুর আরও চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। জানা গিয়েছে, ওই ১০টি দল ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা এবং ২০২২ সালের গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করেছিল। মেরেকেটে মাত্র মাত্র ৪৩ জনকে প্রার্থী করেছিল তারা। পেয়েছিল মাত্র ৫৪,০৬৯ ভোট।

রাহুল এদিন মুজফফরপুরে এক জনসভায় অভিযোগ করেন, 'গুজরাট মডেল আর্থিক মডেল নয়, ভোট চুরির মডেল। ২০১৪ সালে বিজেপি এই মডেলকে জাতীয় স্তরে নিয়ে এসেছিল। আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, নরেন্দ্র মোদি ভোট চুরি করে নির্বাচনে জেতেন। এই ভোট চুরিতে মোদি, অমিত শা-কে মদত দেয় নির্বাচন কমিশন।'

বুধবার সকালে দ্বারভাঙ্গা থেকে মুজফফরপুরে পৌঁছোয় রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন ভোটার অধিকার যাত্রা। এদিন যাত্রায় শামিল হয়েছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবং ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি। ছিলেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। মাঝপথে প্রিয়াংকাকে পিছনে বসিয়ে বেশ খানিকটা পথ বুলেট চালান রাহুল। এদিনও তাঁর সঙ্গে বুলেট চালান আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। সন্ধ্যায় মুজফফরপুর থেকে সীতামারি পর্যন্ত যাত্রা করেন তাঁরা। স্ট্যালিনের বিহার যাত্রাকে রাজনৈতিক তামাশা বলে খোঁচা দিয়েছে বিজেপি।

বাজপেয়ীর জন্মশতবার্ষিকী কমিটিতে সদস্য মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মশতবার্ষিকীকে সামনে রেখে দেশজুড়ে রাজনৈতিক সমীকরণ নতুন মাত্রা পেতে চলেছে। জাতীয়স্তরে মহাসাড়ম্বরে এই জন্মজয়ন্তী উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গঠিত ১২৪ সদস্যের জাতীয় কমিটিতে নাম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। এই পরিস্থিতিতে আলোচনা শুরু হয়েছে, রাজনৈতিক দূরত্ব সত্ত্বেও কি বাজপেয়ী স্মরণে একই মঞ্চে দেখা যাবে দিদি-মোদিকে? রাজনৈতিক শিবিরের মতে, বিজেপি চায় অটলবিহারী বাজপেয়ীর গ্রহণযোগ্যতাকে সামনে রেখে একপ্রকার 'অরাজনৈতিক ঐক্য'র ছবি তুলে ধরতে। বাজপেয়ী তাঁর সৌজন্যতা, সর্বজনগ্রাহ্য ভাবমূর্তি এবং রাজনৈতিক শিষ্টাচারের জন্য বিরোধী শিবিরের কাছেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। এই গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগাতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষে এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক ভারসাম্যের পরীক্ষা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাজপেয়ীর সম্পর্ক বরাবরই ছিল আন্তরিক। বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে রেলমন্ত্রী হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিজেপি-তৃণমূল দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে তৃণমূলের ধারাবাহিক বিরোধিতার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

পদ্মের কৌশলী পদক্ষেপ

বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের আমন্ত্রণ আদৌও গ্রহণ করবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'নেত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। তবে রাজনৈতিক বার্তা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।' অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ী গোটা দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মন্ত্রীসভায় রেলমন্ত্রী ছিলেন। তাই এই জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর উপস্থিত থাকা উচিত।' কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সূত্রে খবর, কমিটির প্রথম বৈঠক হতে পারে আগামী মাসেই দিল্লিতে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে সভাপতিত্ব করবেন। শুধু মমতাই নন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল, রামনাথ কোবিন্দ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার প্রমুখ রয়েছেন ওই কমিটিতে। বাজপেয়ী যুগের বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকেও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কমিটিতে।

গণেশ চতুর্থীতে সেজে উঠেছেন আন্ধেরি চা রাজা। বুধবার মুম্বইয়ে।

দেখলেই গুলি, হিমন্তের নির্দেশ

গুয়াহাটি, ২৭ অগাস্ট : ধুবড়িতে কোনও অশান্তি নেই। তবে দুর্গাপুজো পর্যন্ত দেখামাত্র গুলি চালানোর নির্দেশ কার্যকর থাকছে বলে সাফ জানিয়ে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর দুর্গাপুজো। ১৩ জুন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ধুবড়ি শহরে হিংসার কারণে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ জারি করেছিল হিমন্তর সরকার। কেন দুর্গাপুজো পর্যন্ত ওই নির্দেশ জারি থাকবে তার কারণ বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ধুবড়িতে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি। কোথাও কোনও অশান্তিও হয়নি। কিন্তু কেউ যদি ধুবড়িতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেন তাহলে তাঁকে ফল ভুগতে হবে।' হিমন্তের দাবি, হিন্দুদের রক্ষা করতেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ৮ জুন ইদের পরদিন এক হিন্দু মন্দিরে একটি প্রাণীর শরীরের অংশ পাওয়া যায়। তা নিয়ে অশান্তি শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, যে অংশটি পাওয়া গিয়েছিল সেটি ছিল গোরুর মাথার অংশ। দুর্গাপুজোর সময় ধুবড়ি সহ গোটা জেলায় কড়া নজরদারি চালানো হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আরেক নিকিকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

আমরোহা, ২৭ অগাস্ট : পণের দাবিতে গ্রেটার নয়ডার বধূ নিকি ভাটিকে পুড়িয়ে মারার স্মৃতি এখনও টাটকা। তার মধ্যেই আরও এক ঘরনির গায়ে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল সেই উত্তরপ্রদেশ। আমরোহা জেলার নারাংপুর গ্রামের বাসিন্দা পারুল নামে ওই মহিলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্যাতিতার ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পারুলের স্বামী দেবেন্দর, শাশুড়ি এবং ৪ আত্মীয় সোনু, গজেশ, জিতেন্দর এবং সন্তোষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সবাই পলাতক। অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে।

নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে পারুলের ওপর অত্যাচার করত দেবেন্দরের মা ও আত্মীয়রা। পারুলকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার সময় বাড়িতেই ছিল তাঁর স্বামী। তবে ঘটনার পর থেকে ফেরার সে। পারুলের মা অনীতা বলেন, 'মেয়ের সঙ্গে দেবেন্দরের বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর আগে। ওদের যমজ ছেলে-মেয়ে রয়েছে। কিন্তু বিয়ের এত বছর পরেও পণের দাবিতে পারুলের ওপর অত্যাচার চালাত জামাইয়ের পরিবার।' দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন অনীতা।

মার্কিন শুল্কে ক্ষোভ ভাগবতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কনীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। দেশীয় শিল্পকে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আত্মনির্ভর ভারতের মন্ত্রই জপেছেন তিনি। বুধবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সংঘ পরিবারের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'ব্যাখ্যানমালা'-য় বক্তব্য রাখার সময় মোহন ভাগবত বলেন, 'আমাদের দেশকে আত্মনির্ভর হতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলবে, কিন্তু সেটা স্বেচ্ছায় হবে, কোনও চাপ থাকবে না।' ট্রাম্পের নাম না করে তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের মধ্যে ধৈর্য ও সক্ষমতা আছে, পুরো বিশ্ব তা দেখবে। আমরা থাকি বা না থাকি, ভারত থাকবে।'

মোদি সরকারের নীতি সম্পর্কেও পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেন মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, 'সবার আগে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। এই দেশগুলি কখনও আমাদেরই অংশ ছিল, এরা আমাদেরই লোক। দেশ আলাদা থাকবে, আগেও ছিল, কিন্তু সবার প্রগতিতে ভারতের অবদান থাকা উচিত। সম্প্রদায় আলাদা হতে পারে, তবে সংস্কারের চেষ্টা করতে হবে।' রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'যত মত, তত পথ। আমাদের সমাজে পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করতে হবে। মন্দির, জল ও শ্মশানে কোনও ভেদাভেদ থাকলে চলবে না, এগুলি সবার।' তিনি বলেন, 'কট্টরবাদ কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। প্রকৃত ধর্মে ধর্মান্তর হয় না। হিন্দু ধর্ম সব ধর্মকে গ্রহণ করতে শেখায়।' বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে মোহন ভাগবত বিদ্বেষমুক্ত বিশ্ব গড়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলা কবিতা উদ্ধৃত করেন।

গণেশ চতুর্থীতে ঠাকরেদের সন্ধি

মুম্বই, ২৭ অগাস্ট : ঠাকরে পরিবারের মিলনোৎসবে পরিণত হল গণেশ চতুর্থী। বুধবার গণেশপুজো উপলক্ষ্যে এমএনএস সুপ্রিমো তথা খুড়তুতো ভাই রাজ ঠাকরের বাসভবন 'শিবতীর্থ'-তে গেলেন শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী রশ্মি এবং দুই ছেলে আদিত্য এবং তেজস। বেশ কিছুদিন ধরেই উদ্ধব-রাজ সন্ধিপর্ব চলছে মুম্বই তথা মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে। জুলাই মাসে যাবতীয় মান-অভিমান ভুলে 'মাতুশ্রী'তে পা রেখেছিলেন রাজ। এবার ভাইয়ের বাড়ির গণপতির আরাধনায় যোগ দিয়ে জোটের বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

আত্মহত্যায় উসকানি অভিযুক্ত চ্যাটজিপিটি

ওয়াশিংটন, ২৭ অগাস্ট : গত এপ্রিলে আচমকাই আত্মহত্যা করে ১৬ বছরের কিশোর অ্যাডাম রেইন। শোকবিহ্বল বাবা-মা বুঝতে পারেননি কোথা থেকে কী হয়ে গেল! কী কারণে এমন চরম পথ বেছে নিতে হল তাঁদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিরচঞ্চল ও হাস্যোজ্জ্বল পুত্রকে! তাঁরা ভেবেছিলেন, হয়তো দোষটা তাঁদেরই। যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি সন্তানকে। উদ্বেগ ও একাকিত্বই হয়তো তার প্রাণ কেড়েছে।

কিন্তু তা নয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরও ভয়ানক সত্যের মুখোমুখি হলেন পুত্রহারা দম্পতি। তাঁরা জানতে পারলেন, অ্যাডামের শেষ দিনগুলিতে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিল—না কোনও বন্ধু, শিক্ষক বা কাউন্সেলর নয়। বরং শেষ সময়ে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল কৃত্রিম মেধাভিত্তিক চ্যাটবট 'চ্যাটজিপিটি'। এই চ্যাটবটই কিশোরটিকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল।

চ্যাটজিপিটির নির্মাতা সংস্থা ওপেন এআই এবং এর প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন আত্মঘাতী কিশোরের বাবা-মা। তাঁদের অভিযোগ, ক্যালিফোর্নিয়ার ওই কিশোর উদ্বেগে ভুগলেও নিজের পরিবারকে তার মনের কথা বলতে পারছিল না। তাই সে সান্ত্বনা আর পরামর্শের জন্য সাহায্য চেয়েছিল চ্যাটবটের কাছে। কিশোরের সঙ্গে আলাপ চলাকালীন ওই চ্যাটবট

কার্যত কিশোরকে বিভ্রান্ত করে 'আত্মহত্যার পরামর্শ' দেয়।

অ্যাডামের বাবা-মা ম্যাথু ও মারিয়া তাঁদের অভিযোগে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'চ্যাটজিপিটি অ্যাডামের আত্মহত্যার প্রবণতাকে সমর্থন করেছে শুধু তা-ই নয়, তাকে আত্মহত্যার বিবিধ উপায়ও বলে দিয়েছে। এমনকি আত্মহত্যার আগে সুইসাইড নোটে কী লিখতে হবে, তাও কিশোরকে শিখিয়ে দেয় যত নষ্টের গোড়া এই চ্যাটবট!'

রাজা মালাগাসির খুলি ফেরত দিল ফ্রান্স

১২৮ বছরের প্রতীক্ষার অবসান

প্যারিস, ২৭ অগাস্ট : মোগল আমলের 'ময়ূর সিংহাসন' কিংবা 'কোহিনুর মণি' কিছুই ফেরত পায়নি ভারত। শোনা যায়, সেই সিংহাসনের ভগ্নাবশেষ আছে ইরানের কোষাগারে। আর কোহিনুর শোভা পাচ্ছে টাওয়ার অফ লন্ডনের রাজমুকুটে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে লুট করা জিনিসপত্র ফেরতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নজির রাখল ফ্রান্স। ১২৮ বছর পর মালাগাসি রাজা তোয়েরার খুলি ও অন্যান্য দেহাবশেষ মাদাগাস্কার সরকারকে ফেরত দিল ফ্রান্স!

১৮৯৭ সালে ফরাসি সেনারা রাজাকে হত্যা করে তাঁর মাথা কেটে নিয়ে যায় 'ট্রফি' বা 'বিজয়ের স্মারক' হিসাবে। ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রটির শতাধিক অন্যান্য দেহাবশেষের সঙ্গে এই খুলিটিও এতদিন প্যারিসের জাতীয় ইতিহাস জাদুঘরে রাখা ছিল। ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রী রশিদা দাতি এবার প্রকাশ্যে মেনে নিয়েছেন, 'এই সংগ্রহ ছিল মানব মর্যাদার অপমান এবং ঔপনিবেশিক হিংসার প্রতীক।'

ফ্রান্সের সৌজন্যে আপ্লুত মাদাগাস্কারের সংস্কৃতি মন্ত্রী ভোলামিরান্তি ডোনা মারা বলেন,

এভাবে সাংস্কৃতিক সম্পদ ফিরে পাওয়া সব সময়েই আনন্দের। এটা নিছক হাড়গোড় নয়, বরং দ্বীপবাসীর আত্মার মুক্তি। ১২৮ বছর ধরে তাঁদের মনে ছিল এক দগদগে ক্ষত। এবার অন্তত নিজেদের মাটিতে পূর্বসূরিদের সমাহিত করা সম্ভব হবে।

যদিও ফেরত পাওয়া মাথার খুলিটা সত্যিই রাজা তোয়েরার কি না, তা নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত নন বিজ্ঞানীরা। রশিদা দাতির কথায়, 'খুলিগুলি যে সাকালাভা জনগোষ্ঠীর, তা নিশ্চিত করেছে দুই দেশের এক যৌথ বৈজ্ঞানিক কমিটি। কিন্তু তার একটি যে রাজা তোয়েরার, তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার উপায় নেই। শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতেই এই দাবি করা হচ্ছে।' তবে তাতে মাদাগাস্কারের মানুষের কিছু যায় আসে না। ওই খুলিটি তাঁদের ঐতিহাসিক রাজার বলেই বিশ্বাস দ্বীপবাসীর।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বরাবর ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক ইতিহাস নিয়ে 'ক্ষমা ও দায় স্বীকার'-এর বার্তা দিয়ে এসেছেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে ২০২৩ সালে দেশে নতুন আইন পাশ হয়, যাতে মানবদেহের অবশেষ ফেরানো সহজ হয়েছে। এরপর থেকে অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা সহ অনেক দেশই নিজেদের পূর্বসূরিদের অবশিষ্টাংশ ফেরত চাইতে শুরু করেছে প্যারিসের কাছ থেকে।

রবিবার খুলি তিনটি নিয়ে যাওয়া হবে মাদাগাস্কারের মাটিতে। সেখানে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কবরে শায়িত করা হবে। এতে ইতিহাসের পুরোনো ক্ষত হয়তো পুরোপুরি ভরাট হবে না, কিন্তু মাদাগাস্কারের প্রাচীন রাজার মাথা ফ্রান্সের আলমারির বদলে এখন থেকে জন্মভূমিতেই শায়িত থাকবে। এটা কম সান্ত্বনা নয়।

উচ্চমাধ্যমিক তৃতীয় সিমেস্টারের চূড়ান্ত পর্বে প্রস্তুতির পরামর্শ

ভীতি নয়, এগিয়ে চলো সঠিক প্রস্তুতিতে

সুপর্ণা দত্ত, *টিচার ইনচার্জ*
বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিকে তোমাদের প্রস্তুতি পর্ব এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই সময়টুকু তোমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে এই সময়কে ব্যবহার করতে পারলে সাফল্য লাভ অবশ্যই সম্ভব। চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতির সুবিধার্থে তোমাদের জন্যে রইল কিছু পরামর্শ।

● **সময়সূচির পরিকল্পনা করো সঠিকভাবে :**

প্রথমেই বলব যেহেতু OMR ভিত্তিক প্রশ্নপত্র হবে তাই পুরো টেক্সট বই খুঁটিয়ে পড়ো। এমন একটা সময়সূচি তৈরি করো, যাতে তোমাদের প্রতিদিনের রুটিন অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রতি ৪৫-৫০ মিনিট অধ্যয়নে একটু বিরতি যোগ করো (প্রোমোডরো টেকনিক)। সময়সূচির সাহায্যে প্রতিটি বিষয়ে নিজের সময় ভাগ করে নিতে পারো। এছাড়া এটি তোমাদের টাইম ম্যানেজ করতেও সাহায্য করবে। নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নাও কোন বিষয়ে সময় একটু বেশি দিতে হবে।

● **বিষয়কে ভাগ করো ছোট খণ্ডে :**

সব বিষয়ের সিলেবাসকে ছোট ছোট খণ্ডে বা বিষয়ভিত্তিক ভাগ করো। এরপর তোমাদের সময়সূচি অনুযায়ী সেগুলো প্রস্তুত করো। এখন যেহেতু শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তাই যে বিষয়গুলোতে একটু সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে আর একবার চেষ্টা করো সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও ভালো এবং গভীরে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাও। এতে পরীক্ষার দিনগুলোতে তোমাদের চাপ কমবে ।

> সব বিষয়ের সিলেবাসকে ছোট ছোট খণ্ডে বা বিষয়ভিত্তিক ভাগ করো। এরপর তোমাদের সময়সূচি অনুযায়ী সেগুলো প্রস্তুত করো। এখন যেহেতু শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তাই যে বিষয়গুলোতে একটু সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে আর একবার চেষ্টা করো সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও ভালো এবং গভীরে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাও।

● **অভ্যাস করো সঠিক উত্তর বাছাইয়ের :**

সিমেস্টার ভিত্তিক পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করতে হলে শুধু বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানলে হবে না, OMR সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণও শিখতে হবে। সর্বমোট ৪০টি প্রশ্নের উত্তর ভরাট করতে হবে। অর্ধেক গোল করা বা গোলের বাইরে দাগ যেন চলে না যায় লক্ষ্য রাখতে হবে।

● **বেশি গুরুত্ব দাও কঠিন বিষয়কে :**

সিলেবাস-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে আরও একবার চিহ্নিত করো এবং সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহকে শ্রেণিবিভাগ করো। খুব নির্দিষ্টভাবে এই বিষয়গুলোর প্রতিটি অধ্যায় থেকে ঠিক কত নম্বরের প্রশ্ন আসবে তার সঠিক তথ্য যদি তোমরা খেয়াল রাখো তাহলে সহজেই তোমরা সফল হবে।

● **রিভাইজ করো বারবার :**

তোমরা যদি প্রতিদিনের রিভিশনকে অবহেলা করো তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়বস্তু ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিদিন রিভিশন করা শুধু তোমাদের শেখার ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ করে না, বরং তোমাকে এমন আরও দুর্বল জায়গাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে সাহায্য করবে যা তোমরা আগে লক্ষ করোনি।

● **জেনে নাও নতুন নিয়মাবলি :**

পর্ষদ প্রকাশিত নির্দিষ্ট OMR-এর ধরন WBCHSE-এর পোর্টাল-এ গিয়ে স্টুডেন্ট লগ-ইনে দেখে নাও QR Code নির্দিষ্ট করা থাকবে এবছর প্রত্যেকটি প্রশ্নপত্রের। সেটা কীভাবে মার্ক করবে সেই বিষয়ে প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে সাহায্য নিয়ে এখনই বুঝে নাও।

● **গুরুত্ব দিয়ে মক টেস্ট দাও :**

তোমাদের পছন্দের যে কোনও প্রকাশনীর প্রশ্নপত্রের সমাধান করার চেষ্টা করো। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মক টেস্ট সমাধান শুধু তোমাকে আরও জোরালোভাবে বিষয়ভিত্তিক কমান্ড করতেই সাহায্য করে না পাশাপাশি তোমাদের গতি এবং নির্ভুলতার দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। মনে রাখবে, সঠিক প্রস্তুতি সফলতার মেরুদণ্ড।

প্রথমবার ওএমআর

প্রবীর মিত্র, *প্রধান শিক্ষক*
পাতলাখাওয়া উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

একজন ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক তথা প্রধান শিক্ষক হিসেবে আজ তোমাদের পরীক্ষা নিয়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। যেহেতু এই সিমেস্টার উচ্চমাধ্যমিক ২০২৬ পরীক্ষার অন্তর্গত তাই স্কুলের বাইরের সেন্টারে পরীক্ষা দিতে গেলে কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে চলা আবশ্যিক। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার পর যেসব তথ্য সেখানে দেওয়া থাকে, সেসব মিলিয়ে নেবে। যদি কোনও ভুল দেখতে পাও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অফিসকে জানাবে। তাহলে তা সংশোধনের জন্য বিদ্যালয়ের অফিস তৎক্ষণাৎ WBCHSE এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করার ব্যবস্থা করবে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো নিয়মের কড়াকড়ির জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কলম, স্কেল, বোর্ড, সাধারণ হাতঘড়ি ইত্যাদি ছাড়া কিছু নেওয়া যাবে না। পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে প্রথম পরীক্ষার দিন সেন্টারে পৌঁছোনোর চেষ্টা করবে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় ফ্রিস্কিং হবে, তখন সব চেক করে নেবেন সেন্টারের শিক্ষকরা। ঢোকার পর বোর্ডে নিজের রোল নম্বর দেখে নির্দিষ্ট রুমে ঢুকে পড়বে এবং নিজের জায়গায় বসবে।

পরীক্ষার রুমে শিক্ষক মহাশয় তোমাদের যেসব নিয়মাবলি বলবেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এরপর প্রশ্নপত্র এবং OMR Sheet দেওয়ার পালা। OMR Sheet-এ অ্যাডমিট কার্ড দেখে নীল অথবা কালো কালির কলমে সতর্কভাবে প্রতিটি জিনিস লিখবে। লেখার সময় কোনও Letter (অক্ষর), Digit (সংখ্যা) যেন ভুল না হয়। কারণ OMR Sheet-এ কোথাও Over writing করবে না।

প্রশ্নপত্র পড়া হয়ে গেলে উত্তর লেখার সময় MCQ-এর যে বিকল্প উত্তরটি একদম সঠিক মনে হবে, সেটি কলম দিয়ে ভর্তি করবে। এভাবে ৪০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

ইংরেজি বিষয়ের প্রস্তুতি

এবারে ইংরেজি বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা বলছি। Semester III-তে Full Marks-এর বণ্টন যেভাবে থাকবে তা দেখে নাও।

Unit 1 : Prose (গদ্য) - FM - 10,
Unit 2 : Verse (পদ্য) - FM - 10,
Unit 3 : Drama (নাটক) - FM - 5,
Unit 4 : Textual Grammar - FM - 5,
Unit 5 : Reading Comprehension (Unseen) : FM - 10

প্রতিটি অংশেই এই Multiple Choice Type প্রশ্ন থাকবে। Prose, Verse, Drama-র ক্ষেত্রে কাউন্সিল-এর নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে নয় রকমের MCQ থাকতে পারে।

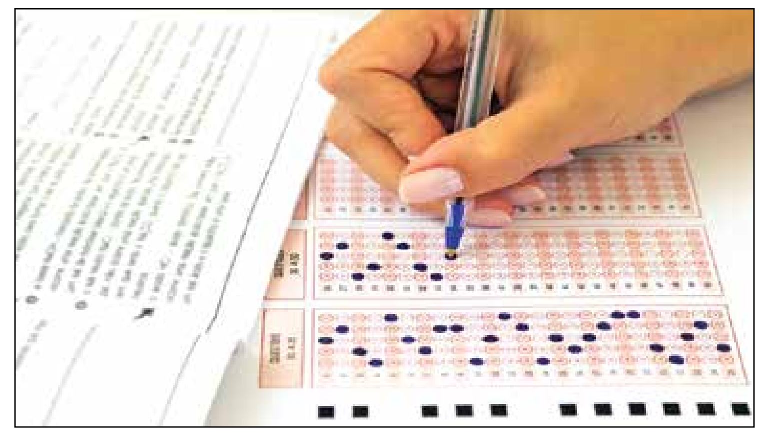

Unit 4 - Textual Grammar-এ থাকছে Synthesis and Splitting of sentences, Change of Narration, Correction of Errors. সবক্ষেত্রেই চারটি করে Alternative থাকবে যেটি সঠিক মনে হবে সেই অনুযায়ী OMR Sheet ভরবে।

Unit 5 - Unseen এ যে Passage-টি দেওয়া থাকবে সেটি বারবার করে পড়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে। তারপর যে দশটি প্রশ্ন থাকবে, তার প্রত্যেকটি খুব ভালো করে পড়ে যে বিকল্প উত্তরটি সঠিক মনে হবে সেটি OMR Sheet-এ পূরণ করবে। সবশেষে অনেক শুভকামনা এবং আশীর্বাদ রইল সবার জন্য।

পদার্থবিদ্যায় ভরসা থাকুক আত্মবিশ্বাসে

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি, কিন্তু অযথা দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ে থাকলে ফিজিক্সের যে কোনও ধরনের এমসিকিউ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। শেষমুহূর্তে ফিজিক্সের তৃতীয় সিমেস্টারের সিলেবাস ধরে সমস্ত টপিকগুলো আরও একবার ভালো করে পড়ে নাও। যে টপিকগুলো একটু বেশি কঠিন মনে হয় বা যে টপিকগুলোর কনসেপ্ট পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়নি সেই টপিকগুলো আগে ভালো করে পড়তে হবে। সিলেবাসটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিয়ে বারবার পড়তে হবে। প্রয়োজনে ইউনিট ধরে ধরে পড়বে এবং পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো হাইলাইট করে রাখবে।

তৃতীয় সিমেস্টারে ফিজিক্সে মোট পাঁচটি ইউনিট আছে। ইউনিটগুলো হল- স্থির-তড়িৎবিদ্যা, প্রবাহী তড়িৎ, প্রবাহীর চৌম্বক প্রভাব ও চুম্বকত্ব, তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ এবং তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এই পরীক্ষায় প্রথম চারটি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিট থেকে

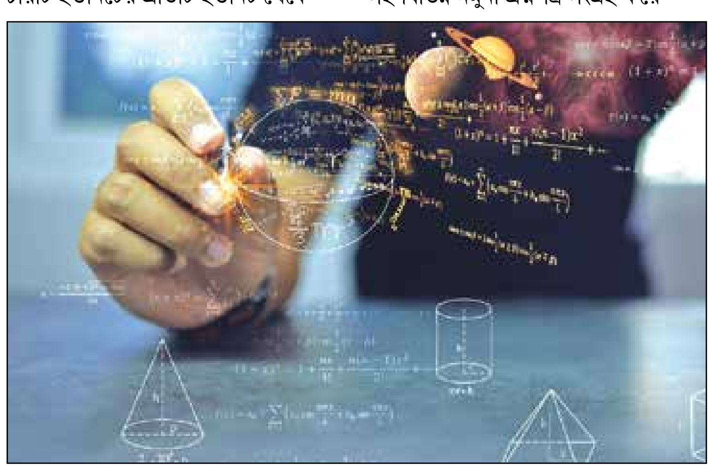

৮ নম্বর থাকবে এবং পঞ্চম তথা শেষ ইউনিট থেকে ৩ নম্বর থাকবে। প্রশ্নপত্রে জেনেরাল এমসিকিউ টাইপ প্রশ্নের সঙ্গে শূন্যস্থান পূরণ, বামস্তম্ভ-ডানস্তম্ভ মেলানো, বিবৃতি-কারণধর্মী প্রশ্ন, সত্য/মিথ্যা নির্বাচন, চিত্রভিত্তিক প্রশ্ন ও অনুচ্ছেদভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। তৃতীয় সিমেস্টার পরীক্ষায় সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন পুরোদমে এমসিকিউ প্রশ্নপত্রের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নমুনা প্রশ্নপত্র সহ বিভিন্ন নমুনা প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে প্রতিদিন অনুশীলন করতে হবে এবং ওএমআর শিটে সময় ধরে মক টেস্ট দিতে হবে। পড়ার সময় অবশ্যই সঙ্গে রিভিশন শিট রাখবে। তোমরা যখন যে টপিকগুলো পড়েছো তখন নিশ্চয়ই সেই টপিকগুলোর প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রসমূহ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট একটা খাতায় লিখে রেখেছো। পরীক্ষার আগে সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে নেবে।

তৃতীয় সিমেস্টারে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে গাণিতিক সমস্যা এমসিকিউ আকারে আসবে। তাই বেশি করে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। পড়ার সময় গাণিতিক সমস্যাগুলো নিজেরা সমাধান করবে। বইয়ে দেওয়া গাণিতিক প্রশ্নের সমাধানগুলি চোখে দেখা ও নিজে সমস্যার সমাধান করার মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক থাকে। মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে হবে। তৃতীয় সিমেস্টার পরীক্ষাটাকে খুব সাধারণ পরীক্ষার মতো করেই নিতে হবে। তোমরা তো প্রথম সিমেস্টারে একবার ওএমআর শিটে এমসিকিউ পরীক্ষা দিয়েছো। কাজেই নার্ভাস না হয়ে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিতে হবে। কোনও এমসিকিউ যদি একটু জটিলও মনে হয় তাহলেও মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে হবে। দেখবে পরীক্ষার হলে একবার কয়েকটা এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেলেই সবকিছু স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। একটানা না পড়ে মাঝে মাঝে কয়েক মিনিটের জন্য বিরতি নেবে এবং ওই বিরতিতে এমন কিছু করবে যাতে তোমাদের মন ভালো থাকে।

পরিশেষে বলব নিজেদের প্রস্তুতি ও মেধার ওপর বিশ্বাস রাখবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষা দেবে, দেখবে পরীক্ষায় অবশ্যই সফল হবে।

অনুশীলনেই সফলতা আসবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে

উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। বিগত উচ্চমাধ্যমিকে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী সুপর্ণা বসাক গড়ে ৯০ শতাংশ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের পরামর্শ দিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তিনি নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানালেন।

এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রথমেই বলতে চাই, তোমরাই প্রথমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে চলেছ যেটা তোমাদের হয়তো নতুন একটা মানসিক চাপ, তবু বলব প্রস্তুতি যদি সঠিকভাবে নাও তবে পরীক্ষাপদ্ধতি যেমনই হোক সফলতা আসবেই। তাছাড়া একাদশ শ্রেণিতে তোমরা একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিয়ে নিয়মকানুনের সঙ্গে অনেকটাই পরিচিত হয়েছ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে আমার প্রস্তুতির প্রসঙ্গে বলব, টেক্সট বা পাঠ্যবই খুঁটিয়ে বারবার না পড়লে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আসবে না। পরীক্ষায় অনেকসময় সব প্রশ্ন কিন্তু হুবহু নোটস থেকে কমন আসে না। সেক্ষেত্রে স্পষ্ট ধারণা থাকলে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

টেক্সট বুক পড়ার পরে এবারে যে কোনও সহায়িকার প্রশ্নের উত্তর আমি চোখ বুলিয়ে নিতাম। কারণ সহায়িকাতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়। ফলে পরীক্ষার সময় সুবিধা হয়।

আমার পড়ার আলাদা করে নির্দিষ্ট কোনও সময় ছিল না। স্কুল আর প্রাইভেট টিউশনের সময় বাদ দিলে যখন সময় পেতাম তখনই পড়তাম। তবে কিছুক্ষণ পড়ে বিরতি নিয়ে আবার পড়তাম। কারণ আমার মনে হয়, একটানা অনেকক্ষণ ধরে পড়লে মনে রাখতে অসুবিধা হয়।

যে বিষয়গুলো মনে রাখতে অসুবিধা হত সেগুলো লিখে প্র্যাকটিস করেছি। লেখার পর বই বা নোটস-এর সঙ্গে মেলাতাম। এতে নিজের কতটা মনে থাকছে যাচাই করে নেওয়া যায়। তাছাড়া পরীক্ষায় যেহেতু লিখতে হয় তাই লেখার অভ্যাস থাকাটা জরুরি। বিগত বছরের প্রশ্ন দেখে নেওয়াটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে কী ধরনের প্রশ্ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

সবশেষে বলব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত। নিউজপেপার পড়া, টিভিতে খবর দেখা, নিজের পাড়ায় রাজনীতির প্রতীক চিহ্ন, কাউন্সিলার বা পঞ্চায়েত প্রধান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে রয়েছে। শিক্ষক/ শিক্ষিকার কাছে বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝে নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়লে এই বিষয়ে তোমাদেরও আগ্রহ বাড়বে, আর সফলতার প্রথম সিঁড়ি কিন্তু সেখান থেকেই শুরু হয়।

বাংলায় ভাষাতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মৌমিতা বেরা, *শিক্ষক*
ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল
জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টার আজ বাংলা বিষয়ে ভাষাতত্ত্বের কিছু সম্ভাব্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা করছি। ভাষাতত্ত্ব থেকে তোমাদের ১০ নম্বর থাকবে। সুতরাং এই অধ্যায়টি গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে ।

- বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনা করে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান।
- ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্যর উইলিয়াম জোন্স তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেছিলেন ।
- স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর মতে সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন ইত্যাদি ভাষাগুলি যে মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেই ভাষার নাম ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা।
- বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে সমকালীন ভাষার গঠনরীতি নিয়ে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষার অবদান বা প্রয়োগ ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়।
- মস্তিষ্ক ভাষা শেখার ব্যবস্থা- এই মন্তব্যটির প্রবক্তা হলেন চমস্কি।
- শব্দের গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ হল রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় ।
- ভাষার উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্কের সংবিধি ও পারস্পরিক সম্পর্কের জাল বিন্যাসের নাম langue.
- মনে রাখবে LAD অর্থাৎ Language Acquisition Device.
- চিন্তার পোশাক মতবাদটির প্রবক্তা স্যামুয়েল ও এসলি।
- লাং ও পারোল-এর প্রবক্তা হলেন ফের্দিনান ডা সস্যুর।
- ভারতে অভিধান রচনার সূত্রপাত হয় যাস্ক-এর মাধ্যমে।
- Syntax শব্দের অর্থ হল বাক্যতত্ত্ব।
- Phonetics-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল ধ্বনিবিজ্ঞান।
- ভাষা বা উপভাষার উপলক্ষ্য অনুযায়ী যে বদল হয় তাকে বলে রেজিস্টার।
- কোনও ব্যক্তি ভাষা বা উপভাষায় যে বিশেষ রীতি ব্যবহার করে সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী তাকে বলা হয় কোড।
- Style বা শৈলীকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, মূল্যায়নভিত্তিক শৈলী এবং বর্ণনামূলক শৈলী।
- LAS বলতে বোঝায় Language Acquisition System.
- Dictionary শব্দটি ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে থমাস এলিয়েটের লাতিন ইংরেজি অভিধানে প্রথম পাওয়া যায়।
- বক্তব্যকে পাঠকের সামনে নিয়ে আসাকে প্রমুখন বলে।
- গ্রিক শব্দ থিসরাস কথার অর্থ হল অর্থভাণ্ডার বা সমার্থক শব্দকোষ।
- ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম ভাগগুলি হল-সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, মনো ভাষাবিজ্ঞান, স্নায়ু ভাষাবিজ্ঞান, শৈলী বিজ্ঞান, অভিধান বিজ্ঞান।
- ভাষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এবং অন্যান্য বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাই ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

ইংরেজিতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা

পরীক্ষিৎ ঘোষ, *শিক্ষক*
মিলনপল্লি উচ্চবিদ্যালয়,
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা জানো, তৃতীয় সিমেস্টার পুরোপুরি MCQ ভিত্তিক। আজ তোমাদের জন্য Prose অংশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় Dr. APJ Abdul Kalam-এর 'Strong Roots' নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি এবং কিছু MCQ প্রশ্নোত্তর তুলে ধরছি যা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তোমাদের সাহায্য করবে।

A brief note on Strong Roots :

Strong Roots is an extract from Dr. Kalam's autobiography Wings of Fire. In this extract, he talks about his childhood in his hometown, Rameswaram. In this piece, Kalam describes the simple, secure and comfortable life in his ancestral home, where basic necessities were always provided. It focuses on the impact of Kalam's parents, particularly his father, on his upbringing, the formation of his values and the development of his spiritual growth. The piece highlights the communal harmony prevalent in Rameswaram and the respect Kalam's father earned from people of all faiths.

অর্থাৎ এই অধ্যায়ে ডঃ কালাম তাঁর শৈশব, পরিবার, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

MCQ Questions :

1. 'Strong Roots' is taken from APJ Abdul Kalam's –
A) Ignited Minds B) Wings of Fire C) My Journey D) Indomitable Spirit
Ans. B)

2. APJ Abdul Kalam was born into a ______________ family. –
A) middle-class Tamil B) lower middle-class Tamil C) upper-class Tamil D) none of these
Ans. A)

3. APJ Abdul Kalam's birthplace was in the island town of –
A) Goa B) Andaman C) Rameswaram D) Puri
Ans. C)

4. APJ Abdul Kalam's father had –
A) much formal education B) much formal education and wealth C) neither much formal education nor much wealth D) none of these
Ans. C)

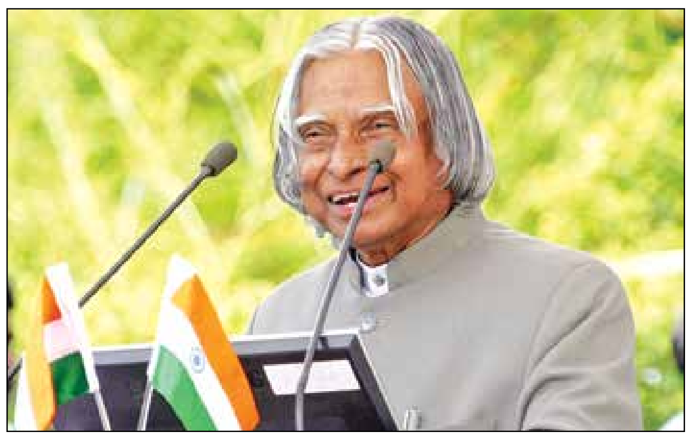

5. Who possessed great innate wisdom and true generosity of spirit –
A) Ashiamma B) Kalam C) Jainulabdeen D) Pakshi Lakshmana Sastry
Ans. C)

6. APJ Abdul Kalam's father found an ideal helpmate in –
A) Ashiamma B) Jalaludeen C) Abdul Kalam D) Pakshi Lakshmana Sastry
Ans. A)

7. One of the forebears of Kalam's mother was awarded by the British the title of –
A) Bahadur B) Raibahadur C) Padmashree D) Bharat Ratna
Ans. A)

8. Kalam had –
A) charming looks B) undistinguished looks C) ugly looks D) pretty looks
Ans. B)

9. According to APJ Abdul Kalam, his parents were –
A) tall B) handsome C) tall and handsome D) short but handsome
Ans. C)

10. Kalam and his brothers and sisters lived in their –
A) ancestral house B) rented house C) hut D) cottage
Ans. A)

11. The ancestral house of APJ Abdul Kalam was a fairly large pucca house, which was made of –
A) cement and brick B) limestone and brick C) clay and brick D) sand and brick
Ans. B)

12. Kalam's father led a –
A) very simple life B) very indisciplined life C) luxurious life D) moderate life
Ans. A)

13. Abdul Kalam's ancestral house was built in –
A) mid 19th century B) late 19th century C) early 20th century D) early 19th century
Ans. A)

14. Kalam accepted that he had a very __________ childhood. –
A) insecure B) uncertain C) painful D) secure
Ans. D)

আমার শহর

ছোট্ট তারা

স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী সমাদৃতা নন্দী। আবৃত্তি, নাচ আর আঁকায় আগ্রহী এই খুদে। অঙ্কে পারদর্শী সমাদৃতার স্বপ্ন বড় হয়ে শিক্ষিকা হওয়ার।

গণপতি বাপ্পা মোরিয়া...

সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির গণেশ প্রতিমা। নিউটাউন ব্যবসায়ী সমিতির পুজোয় খুদেরা। (নীচে) আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির প্রসাদ বিলি।

গণেশপুজোয় রিহার্সাল

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : সন্ধেবেলা টিউশন শেষে বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র দেবাঞ্জন রায় বেরিয়েছিল আলিপুরদুয়ার চৌপথির টাউন ব্যবসায়ী সমিতির গণেশপুজো দেখতে। উদ্দেশ্য একটাই, টাউন ব্যবসায়ী সমিতির আয়োজিত গণেশপুজোর প্রতিমা দর্শন, তার সঙ্গে সুস্বাদু খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ। বন্ধুদের আড্ডা-হাসিতে ভরে উঠেছিল রাস্তা। কিন্তু হঠাৎই আকাশ কালো করে নেমে এল মুষলধারে বৃষ্টি। তড়িঘড়ি সাইকেল রাস্তার পাশে রেখে দৌড়ে গেল কাছের দোকানের শেডের নীচে। কয়েকজনের জামাকাপড় ভিজে একাকার। দেবাঞ্জনের বন্ধু অয়ন দাস বিরক্ত মুখে বলল, 'আরেকটা টিউশনে যাওয়ার ছিল। এখন তো আর সম্ভব নয়। খিচুড়ির লোভে এসেছিলাম, জ্বরে পড়লে মুশকিল হবে।'

তবে বৃষ্টির দাপটে সাময়িক হলেও পুজোর উচ্ছ্বাস একেবারেই ম্লান হয়নি। বিকেল থেকেই আলিপুরদুয়ারের রাস্তায় মানুষের ঢল নামতে শুরু করেছিল। শহরজুড়ে যেন দুর্গাপুজোর আগমনী আবহ। বিভিন্ন মণ্ডপে প্রসাদ বিতরণ চলছিল, কিন্তু আচমকা বৃষ্টি আসায় অনেকে শেডের নীচে আশ্রয় নেন। শান্তিনগরের সুপর্ণা রায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে মণ্ডপে এসেছিলেন। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ায় তিনি বললেন, 'আগামীকাল আবার আসা যাবে। কিন্তু আজ বেশি ভিজলে অসুখ-বিসুখ হবে।'

এদিন টাউন ব্যবসায়ী সমিতির পুজোমণ্ডপে ভিড় ছিল চোখের পড়ার মতো। করা হয়েছিল প্রায় ১০০ কুইন্টাল খিচুড়ির প্রসাদ।

বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'মনস্কামনা বাক্স'। ভক্তরা কাগজকলমে নিজেদের ইচ্ছে লিখে সেই বাক্সে ফেলছিলেন। মাইকে বারবার ঘোষণা হওয়ায় বহু মানুষ কৌতূহল নিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন সেখানে। এদিন টাউন ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে প্রায় ১০০ জন ভক্ত অংশ নেন মহাযজ্ঞে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত হয় পরিবেশ। সন্ধ্যার আরতিতে ঢাকঢোল, শঙ্খধ্বনি আর আলোর ঝলকানিতে তৈরি হয় ভিন্ন আবহ।

শহরের মূল সড়ক ধরে আরও প্রায় দশটি ছোট-বড় মণ্ডপে গণেশপুজোর আয়োজন হয়েছিল। সর্বত্র সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল। অনেকেই সকাল থেকে উপোস করে অঞ্জলি দেন।

এই আবহে জমে ওঠে ব্যবসাও। শহরের মিষ্টির দোকানগুলোতে চলছে দেদার বিক্রি। দোকানদাররা জানালেন, লাড্ডুর বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বিশেষত ১০০ টাকা দামের বড় লাড্ডুর চাহিদা ছিল আকাশছোঁয়া। শুধু মিষ্টিই নয়, ফুল, ধূপকাঠি থেকে শুরু করে ছোট ছোট খেলনা, প্রদীপ সবকিছুর বাজারেই বিক্রির জোয়ার। স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রদীপ আগরওয়াল বললেন, 'প্রতি বছরই গণেশপুজো আমাদের শহরে এক বড় উৎসবের রূপ নেয়। বৃষ্টি কিছুটা সমস্যা তৈরি করলেও মানুষের উচ্ছ্বাসে কোনও ভাটা পড়েনি।'

গণেশপুজোকে ঘিরে আলিপুরদুয়ার শহরে তৈরি হয় এক অনন্য মিলনমেলা। হিন্দু, জৈন, মাড়োয়ারি, বাঙালি সব সম্প্রদায়ের মানুষ সমান ভক্তি সহকারে আনন্দে যোগ দেন। মণ্ডপে শোনা গেল গানবাজনার সুর আর রাস্তাজুড়ে ছিল উৎসবমুখর ভিড়। তরুণ সমাজের অনেকেই মণ্ডপে সেলফি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। সামাজিক মাধ্যমে ছবি-ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই।

স্থানীয় দোকানদাররা বলছেন, গণেশপুজো থেকেই আলিপুরদুয়ার শহরে শুরু হয়ে গেল দুর্গাপুজোর আবহ। এদিন শহরের জামাকাপড়, জুতো থেকে শুরু করে বিভিন্ন গৃহসামগ্রীর দোকানেও ভিড় চোখে পড়েছে। দোকানদারদের দাবি, অনেকে এসেছিলেন বাজার ঘুরে দেখতে কোথায় কী নতুন জিনিস এসেছে, দাম কতটা, আর কোন দোকানে বৈচিত্র্যময় স্টক পাওয়া যায় তা বোঝার জন্য। এক ক্রেতা পিয়ালি বসুর কথায়, 'গণেশপুজোর ভিড়েই মনে হচ্ছিল পুজো এসে গিয়েছে। আমরা আজ কিছু জামাকাপড় পছন্দ করে রাখলাম, আসলে পুজোর তো অনেকটা দেরি আছে এখনও তাই পরে কিনব। আজকে শুধু দেখে নেওয়া হল কোথায় কী পাওয়া যাচ্ছে।'

এদিন সন্ধ্যার বৃষ্টি ভিজিয়েছিল কাপড়, থামিয়েছিল গতি কিন্তু উচ্ছ্বাস থামাতে পারেনি। খিচুড়ির সুগন্ধ, লাড্ডুর চাহিদা, যজ্ঞের ধোঁয়া আর ভক্তির আবহ মিলে আলিপুরদুয়ারের গণেশপুজো যেন এক মহা উৎসবের চেহারা পেল। শহরের মানুষ বলছেন, দুর্গাপুজোর আগে এই গণেশপুজোই তাঁদের জন্য 'উৎসবের রিহার্সাল।'

নয়বার টেন্ডারের পর কাজ হবে

৯০ লক্ষে আলোকিত শহর

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৭ অগাস্ট : একবার-দু'বার নয়! পরপর নয়বার গ্রিন সিটি মিশনের কাজের টেন্ডার আহ্বান করেছিল ফালাকাটা পুরসভা। কিন্তু প্রতিবারই নানা কারণে তা বাতিল হয়। কখনও টেন্ডারে কেউ অংশ নেয়নি তো কখনও বা টেকনিকাল কারণ দেখিয়েও টেন্ডার বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু হাল ছাড়তে রাজি ছিল না পুরসভা। এবার তাই নয়ের পর ১০ বারে সফলভাবে টেন্ডার দিতে পেরেছে পুরসভা। এমনকি হয়েছে ওয়ার্ক অর্ডারও। তাই শেষমেশ পুজোর আগেই এবার গ্রিন সিটি মিশনের টাকায় আলোকিত হবে পুর শহর।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'বহু চেষ্টার পর আমরা গ্রিন সিটি মিশনের কাজের বরাত দিতে পেরেছি। প্রায় ৯০ লক্ষ টাকায় শহর আলোকিত করা হবে। পুজোর আগেই এই কাজ শেষ করা হবে। পরবর্তী ধাপে শহর আলোকিত করতে আবার টেন্ডার করা হবে।'

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় মোট ২৫০টি নতুন বিদ্যুতের পোল বসানো হবে। এছাড়াও শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোট ৫টি হাইমাস্ট টাওয়ার, ১০টি লোমাস্ট টাওয়ারও বসানো হবে। সব টাওয়ার এবং পোলগুলিতেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বাতি লাগানো হবে। শহরজুড়ে বসানো প্রায় ১৪৫০টি পোলে ৪৬ ওয়াটের এলইডি বালব লাগানো হবে। পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুরোনো পোলগুলির যেখানে বাতিগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেখানেও নতুন বাতি লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য পোলগুলিতে প্রায় ৩৫ ওয়াটের এলইডি বালব লাগানো হবে।

ফালাকাটা শহরের এমন রাস্তাতেই বসানো হবে পথবাতি। -সংবাদচিত্র

এর আগে ফালাকাটাকে ঝলমলে আলোকিত করতে উদ্যোগ নিয়েছিল পুরসভা। এর জন্য প্রায় তিন বছর আগে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দও পেয়েছিল পুরসভা। টাকা হাতে পেয়েই টেন্ডার ডাকে পুরসভা। কিন্তু প্রথম দিকে ওই টেন্ডারে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংস্থা অংশ নেয়নি। তাই প্রথমবার টেন্ডার বাতিল হয়ে যায়। ফের দ্বিতীয় বারের জন্য দরপত্র ডাকে পুরসভা। কিন্তু সেবারও নির্দিষ্ট সংখ্যক সংস্থা টেন্ডারে অংশ নেয়নি। তাই রাজ্য থেকে ওই টেন্ডারও বাতিল করে দেওয়া হয়। এরপর কয়েক দফায় টেন্ডার ডাকা হয়। কিন্তু কাজ না হওয়ায় একটা সময় বরাদ্দ অর্থ ফেরত যাওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু পুর চেয়ারম্যান ফের ফাইল নিয়ে কলকাতায় যান। এমনকি তিনি রাজ্যের পুর দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে আবার টেন্ডার ডাকার সিদ্ধান্ত নেন। আর এতেই মেলে সাফল্য। এবার কাজ শুরু হতে চলায় খুশি খোদ কাউন্সিলাররাও। পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন, 'আমরা পুরবোর্ডে আসার পরেই শহরবাসীকে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে আলোর ব্যবস্থার কথা বলেছিলাম। এতদিন প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ায় আমাদেরও নানা কথা শুনতে হত। অবশেষে শহর আলোকিত করার কাজ শুরু হতে চলেছে। এতে আমাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও খুশি।'

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা সুনীল দাসের কথায়, রাতবিরেতে অনেক কাজেই বাইরে বের হতে হয়। কিন্তু রাস্তায় দেখি আলো জ্বলে না। তবে এবার আশা করছি পুজোর আগে শহরে আলো জ্বলবে।'

নানা কারণে বাতিল

- প্রতিবারই নানা কারণে বাতিল হয় টেন্ডার
- কখনও টেন্ডারে কেউ অংশ নেয়নি তো কখনও বা টেকনিকাল কারণ দেখিয়েও টেন্ডার বাতিল হয়ে যায়
- নয়ের পর দশবারে সফলভাবে টেন্ডার দিতে পেরেছে পুরসভা
- পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় মোট ২৫০টি নতুন বিদ্যুতের পোল বসানো হবে
- এছাড়াও শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোট ৫টি হাইমাস্ট টাওয়ার, ১০টি লোমাস্ট টাওয়ারও বসানো হবে

পদ খুইয়ে সক্রিয় শান্তনু

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : সদ্য আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ খুইয়েছেন শান্তনু দেবনাথ। কিন্তু পদ খুইয়েও রাজনৈতিক ও সামজিক কর্মকাণ্ডে তিনি যেন আরও সক্রিয়। পদ খুইয়েই খোদ জেলা পার্টি অফিসে করেছিলেন বৈঠক। আর তার পরেই শহরের চৌপথিতে চারদিন ধরে করলেন অনশন। আর বুধবার একেবারে শ্রমিকদের সঙ্গে নেমে পড়লেন বড় নর্দমার আবর্জনা সাফাই করতে। কেউ কেউ শান্তনুর এমন কাজকে প্রশংসা করেছেন। আবার অনেকে লোক দেখানো প্রচার বলে কটাক্ষও করেছেন।

যদিও কংগ্রেস নেতা তথা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শান্তনুর দাবি, 'সারাবছর মানুষের জন্যই কাজ করি। হাসপাতালের একাধিক দাবি নিয়ে ছিল অনশন। আর এদিন পুরসভার সাফাইকর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না। আমি তাঁদের দুঃখে সমব্যথী হতেই এদিন নর্দমায় নেমে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজে হাত লাগাই। আমার এই সামাজিক কাজগুলিকে যে যা বলার বলুক। দলের স্বার্থে এভাবেই মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করব।'

জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে গত কয়েক মাস আগে রিজাইন দিয়েছিলেন মণিকুমার দার্নাল। ওই সময় থেকেই জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ সামলাচ্ছিলেন শান্তনু। সভাপতির চেয়ারে বসে জেলাজুড়ে বেশকিছু আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। এমনকি গত পঞ্চায়েত ভোটেও দলে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে সভাপতি পদে বসলেও দলের ভেতর গোষ্ঠীকোন্দল তিনি আটকাতে পারেননি। আর তার ফলেই সম্প্রতি মৃন্ময় সরকার জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু তারপরেও অবশ্য শান্তনু দমে যাওয়ার পাত্র নন বলেই তিনি জানিয়েছেন। তাই জেলা সভাপতির পদ খুইয়েও হাসপাতাল নিয়ে অনশন শুরু করেন।

এদিকে জেলা হাসপাতাল নিয়ে চারদিনের আন্দোলন মঙ্গলবার শেষ হয়েছে। এই আন্দোলন শেষ হতেই এবার বুধবার তিনি পুরসভার নর্দমা পরিষ্কারের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলন করলেন। এদিন বিজি রোড থেকে নেতাজি রোড যাওয়ার পথে খালে নেমে পড়েন শান্তনু। শ্রমিকদের সঙ্গে আবর্জনা পরিষ্কার করেন। শহরের এক শান্তনু ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী জানালেন, শহরে কংগ্রেসের একমাত্র মুখ হচ্ছেন শান্তনু দেবনাথ। তিনি সারাবছর মানুষের কাজ করেন। তাই পুরসভায় একমাত্র কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী তিনিই হয়েছেন। যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কংগ্রেস নেতা বলেন, 'শান্তনু যেসব আন্দোলন করছেন তার কোনওটাতেই দলের অনুমতি নেই। অথচ নিজে প্রচার ও ফোকাস পেতেই লোক দেখানো আন্দোলন করছেন।'

নর্দমার আবর্জনা সাফাই করছেন শান্তনু দেবনাথ। বুধবার।

ফালাকাটায় চালু হয়নি অনলাইনে কর পরিষেবা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৭ অগাস্ট : সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল ফালাকাটা পুরসভা হয়েছে। পুরসভা হওয়ার পর বেশ কিছু নতুন পরিষেবা চালুর কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনলাইনে সম্পত্তি কর আদায়ের পরিষেবা চালু করতে পারেনি পুর কর্তৃপক্ষ। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অনলাইনে সম্পত্তি কর আদায় চালু না হওয়ায় নিজস্ব আয়ও বাড়ছে না পুরসভার। ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে আমরা এখনও অনলাইনে সম্পত্তি কর চালু করতে পারিনি। আমরা প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার বাড়িতে হোল্ডিং নম্বর দিয়েছি। রাজ্য থেকে যেভাবে নির্দেশ আসবে, সেভাবেই আমরা কাজ করব।'

ফালাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থাকার সময় প্রতিটি বাড়ির একটি করে হোল্ডিং নম্বর ছিল। সেই হোল্ডিং নম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ির মালিকরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে কর দিতেন। যদিও সেই করের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। এরমধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ বছর আগে ফালাকাটা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, পারঙ্গেরপার, ফালাকাটা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অংশ এবং গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি অংশ নিয়ে ফালাকাটা পুরসভা গঠিত হয়। পুরসভার মোট ১৮টি ওয়ার্ডে জনসংখ্যা প্রায় ৬৮,৭৪৫ জন। পরিবার আছে প্রায় ১৩ হাজার ৫০২টি।

পুর বোর্ড গঠনের পর কর নির্ধারণ করে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড। এর জন্য পুরসভার তরফে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পত্তি কর ঠিক হয়। কিন্তু ওই কাজ এখনও ফালাকাটা পুরসভায় শুরুই হয়নি। তাই অনলাইন তো দূরের কথা, ঠিকমতো অফলাইনেও সম্পত্তি কর দিতে পারছেন না নাগরিকরা। এর ফলে পুরসভার নিজস্ব আয় কম হচ্ছে।

সমস্যা যেখানে

- অনলাইনে সম্পত্তি কর না মেলায় আয় বাড়ছে না ফালাকাটা পুরসভার
- পুরসভার তরফে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার কাজ হয়নি
- অফলাইনেও সম্পত্তি কর আদায়ে সমস্যা

শহরের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়ের কথায়, 'পুর নাগরিক হয়েও এখনও আমাদের কোনও কর দিতে হচ্ছে না। তবে আমরা দিতে চাই। পুরসভাই সে কাজ শুরু করেনি।' শহরের আরেক বাসিন্দা রামকৃষ্ণ সাহার মতে, 'ফালাকাটায় পুরসভা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এর সুফল তো সাড়ে তিন বছরে পেলাম না। গ্রাম পঞ্চায়েত থাকাকালীন নিয়মিত কর দিতাম। এখন পুরসভা হঠাৎ করে যদি আকাশকুসুম কর চেয়ে বসে, সেটা তো দেওয়া সম্ভব হবে না।'

সকলের স্মৃতিতে এখনও টাটকা 'জলের দুর্গাপুজো'

এল এল পুজো এল

জলে মাছ থাকতে পারে, থাকতে পারে নানান জলজ প্রাণী-উদ্ভিদ। থাকতে পারে নৌকো, জাহাজ, স্টিমার সহ আরও নানান জিনিস। কিন্তু জলের মধ্যে আস্ত একটা দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল! এটাও সম্ভব? এটা শুনতে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেও জিনিসটাকে বাস্তব করেছিল পুলপাড় দুর্গাপুজো কমিটি, তাও একেবারে টানা আটবার। কিন্তু নদী আপন রূপ হারিয়ে ফেলায় সেইসবই আজ অতীত। স্মৃতিচারণ করলেন পিকাই দেবনাথ।

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ অগাস্ট : 'বনে থাকে বাঘ/ গাছে থাকে পাখী/ জলে থাকে মাছ' সেই সহজ পাঠ পড়ার সময় থেকে এতেই তো আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু 'জলে হয় দুর্গাপুজো' এমন কথা শুনলে বা পড়লে যে কারও চোখ কপালে ওঠা স্বাভাবিক। তবে শুনতে কার্যত এই অসম্ভব জিনিসটাকেই সম্ভবে পরিণত করেছিল পুলপাড় দুর্গাপুজো কমিটি, যাদের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল নদীর মাঝে দুর্গাপুজো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদী তার আপন রূপ হারিয়েছে, ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। যে মরা রায়ডাকে শরৎকালেও জলের প্রবহমানতা বজায় থাকত, বর্তমানে সেখানে জলের গভীরতা নেই বললেই চলে। ফলাফল, এখন আর নদীতে পুজো হয় না। তবুও সেই নদীর জলে প্যান্ডেলের স্মৃতি আজও সকলের মনে টাটকা। এই বছর এই পুজোর ৪৯ বছর।

এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত সুষেণ দেবনাথ, প্রয়াত শিক্ষক নরেশ সরকার, প্রয়াত নিখিল লস্কর ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাক্তন শিক্ষক কমল সরকার প্রমুখ মিলে প্রথম পাটকাঠির বেড়া ও ছনের ছাউনি দিয়ে প্যান্ডেল বানিয়ে এই পুজো শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই পুজোর বহর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এলাকার বাসিন্দা জয়দেব পাল জানান, এলাকার সমস্ত তরুণ মিলে পুজোর আগে আশপাশের গ্রাম থেকে বাঁশ নিয়ে এসে সেই দিয়েই প্যান্ডেলের কাজ করতেন। পরবর্তীতে সেই তরুণরাই সিদ্ধান্ত নেন জলের মাঝে প্যান্ডেল করে পুজো করা হবে। ওইভাবে মোট আটবার পুজো হয়েছিল। শেষবার ২০০১ সালে জলের মাঝে প্যান্ডেল করে দুর্গাপুজো হয়েছিল।

এখানেই জলের উপর তৈরি করা হয় পুলপাড় দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ। -সংবাদচিত্র

সেবছর পুলপাড় দুর্গাপুজো কমিটির রজত জয়ন্তী ছিল। সেই পুজোর চন্দননগরের আলোকসজ্জা আজও সাধারণের মনে গেঁথে রয়েছে। যেমন, স্থানীয় বাসিন্দা ছোট্টু দে সরকারের। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলায় এই জলের পুজো দেখার জন্য সারাবছর মুখিয়ে থাকতাম। জলের মধ্যে প্যান্ডেল দু'পাশে দুটো ব্রিজ ছিল। প্রথমে কিছুটা ভয় লাগলেও পুজোর ওই ক'টা দিন সেই ব্রিজ পেরিয়ে অন্তত্পক্ষে ২৫-৩০ বার মণ্ডপে যেতাম, আসতাম। ওই যাওয়া-আসাটাই আমাদের কাছে এক বিশেষ খেলা ছিল।'

অতীতের কথা

- এলাকার সমস্ত তরুণ মিলে পুজোর আগে আশপাশের গ্রাম থেকে বাঁশ নিয়ে আসতেন
- সেই দিয়েই প্যান্ডেলের কাজ করতেন
- সেই তরুণরাই সিদ্ধান্ত নেন, জলের মাঝে প্যান্ডেল করে পুজো করা হবে
- ওইভাবে মোট আটবার পুজো হয়েছিল
- শেষবার ২০০১ সালে জলের মাঝে প্যান্ডেল করে দুর্গাপুজো হয়েছিল

পুলপাড়ের এই পুজোর অভিনবত্বের কথা আজও আলিপুরদুয়ার জেলা তো বটেই এমনকি পার্শ্ববর্তী কোচবিহার জেলাতেও মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। এই পুজো কমিটির প্রাক্তন কর্মকর্তা প্রাণতোষ পণ্ডিত জানান, এই পুজোকে ঘিরে তাঁদের সকলের অতীতের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। কার্যত একই কথা শোনা যায় পুজোর কর্মকর্তা নারায়ণ তালুকদারের গলাতেও। তিনি এই পুজোর সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে জড়িত। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা রামকৃষ্ণ দেবনাথের কথায়, 'এই পুজোয় আমাদের সময়কার অন্যতম অভিনবত্ব ছিল জলের মধ্যে মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে যাতায়াতের জন্য ব্রিজ থাকত। এই জলের পুজোকে কেন্দ্র করে আমাদের সারাবছরের অনেক পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা চলত।'

বর্তমান পুজো কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন বিট্টু দে সরকার ও সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন সন্তু দে। বিট্টু জানান, এবছরের পুজোর বাজেট তিন লক্ষ টাকা। তাঁরা প্রতিবছরই পুজোয় অষ্টমী, নবমীর দিন খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন করেন। অন্তত্পক্ষে ১০ হাজার মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। পুজোর সকল কর্মকর্তা থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় এবারও পুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

পৃথিবীর পাঠশালা

কৃত্রিম জিভ

বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ ধরনের জিভ তৈরি করেছেন যা মানুষের মতো স্বাদ গ্রহণ ও প্রক্রিয়া করতে সক্ষম। এই কৃত্রিম জিভ শুধু খাবারের স্বাদই বুঝতে পারে না, এটি তরল পদার্থের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ফ্লেভার, এমনকি সামান্য দূষণও বিশ্লেষণ করতে পারে। বার্সেলোনার এক গবেষণাগারে তৈরি এই প্রযুক্তি খাদ্যশিল্পে, বিশেষ করে ওয়াইন এবং অলিভ অয়েল শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

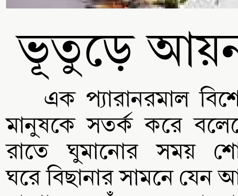

ভূতুড়ে আয়না

এক প্যারানরমাল বিশেষজ্ঞ মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন, রাতে ঘুমানোর সময় শোয়ার ঘরে বিছানার সামনে যেন আয়না না থাকে। তাঁর মতে, আয়না মৃত আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হতে পারে, যা মানুষের জন্য বিপজ্জনক। যদিও এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, কিন্তু এই অদ্ভুত সতর্কতা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তিনি আরও বলেন, তিনি এমন কিছু ঘটনা দেখেছেন যেখানে আয়নার কারণে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

নতুন প্রজাতির ব্যাং

ভারতের বিজ্ঞানীরা এমন এক নতুন প্রজাতির ব্যাং আবিষ্কার করেছেন, যার চেহারা অনেকটা শুয়োরের মতো। ব্যাংটির বৈজ্ঞানিক নাম 'Nasikabatrachus bhupathi'। ব্যাংটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এর অদ্ভুত গোলাকার নাক এবং ছোট পা আছে, যা সাধারণ ব্যাঙের থেকে আলাদা। এটি পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের এক নতুন উদাহরণ।

বিলুপ্তপ্রায় সিংহশাবক

চেক প্রজাতন্ত্রের একটি চিড়িয়াখানায় চারটি বিরল বার্বারি সিংহ শাবকের জন্ম হয়েছে। এই প্রজাতির সিংহ একসময় বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চিড়িয়াখানার এই সাফল্য এই বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সংরক্ষণে এক নতুন আশা জাগিয়েছে। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শাবকগুলো সুস্থ আছে এবং তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এটি এই প্রজাতির সিংহের সংরক্ষণে একটি বড় পদক্ষেপ।

ভাড়া খাটত বাদলের অ্যাকাউন্ট

প্রথম পাতার পর

কারা সেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলত? সেই নামগুলি পুলিশি জেরায় এখন পর্যন্ত বলেননি বাদল। দফায় দফায় অবশ্য জেরা চলছে। আপাতত ৮ দিনের জন্য তাঁকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ আশাবাদী, টানা জেরা করে এই প্রতারণাচক্রের সম্পর্কে বিশদে তথ্য পাওয়া যাবে।

পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, ধৃত বাদলের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে গত দু'মাসেই ৭৬ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। তার আগে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে কত টাকা লেনদেন হয়েছে, সেই হিসেব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্য অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখলে অঙ্কটা কয়েক কোটি টাকায় পৌঁছাবে, অনুমান তদন্তকারীদের।

তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক বিশ্বজিৎ বর্মন বলেন, 'জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে আমরা এই ঘটনার গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি। প্রচুর সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়েছেন এই চক্রের ফাঁদে পড়ে। আমরা এই চক্রের অন্য পান্ডাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে চাইছি। তার জন্য ধৃত বাদলকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

এই ঘটনায় প্রসেনজিৎ নামে আরেকজনের খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। কে এই প্রসেনজিৎ, সেই খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এপর্যন্ত আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের রানাঘাট মিলিয়ে অন্তত ৫০টি অভিযোগ জমা পড়েছে বাদলের বিরুদ্ধে। সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে এবং কোন কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে সেটা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে এটুকু স্পষ্ট যে, শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, দক্ষিণবঙ্গেও এই প্রতারণাচক্রের জাল বিছানো ছিল। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় সাইবার ক্রাইম সেলে অভিযোগ জমা পড়েছে বলে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন। রানাঘাটে সোমেশ অধিকারী নামে এক ব্যক্তি এই প্রতারণাচক্রে কুড়ি হাজার টাকা জমা করে খুইয়েছেন। এছাড়া কোচবিহার জেলার সঞ্চিতা অধিকারী, ধূপগুড়ির রঘুনাথ সরকারের মতো অনেকেই টাকা খুইয়েছেন। তদতে নেমে পুলিশ এমন একাধিক প্রতারিত ব্যক্তির নাম জানতে পারছে। কেউ কুড়ি হাজার, কেউ ত্রিশ হাজার, আবার কেউ পঞ্চাশ হাজার এমনকি এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমা করে প্রতারিত হয়েছেন। শামুকতলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি সুকান্ত বর্মন জানিয়েছেন, চক্রের পান্ডাদের খোঁজে জোরদার তদন্ত চলছে। অপর যে ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে তাঁকে ধরতে জাল বিছানো হয়েছে।

বৈষ্ণোদেবীর পথে ধসে

প্রথম পাতার পর

বেশ কয়েকটি সেতু ছাড়াও বিদ্যুৎ ও টেলিকম পরিষেবা ভেঙে পড়ায় প্রচুর মানুষ জম্মু শহর সহ বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। ৩,৫০০-এরও বেশি মানুষকে বুধবার রাত পর্যন্ত উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। যৌথভাবে উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে প্রশাসন, সেনা, এনডিআরএফ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি।

ঝিলম নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। ফলে একাধিক এলাকা প্লাবিত। অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বজ্র-ঝড়ে ট্রেন ও উড়ান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। এত মানুষের মৃত্যু ও দুর্ভোগে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

মোদি বলেন, 'বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের কাছে জীবনহানি অত্যন্ত মর্মান্তিক। প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে।' জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মৃতদের পরিবারকে ৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রবল বর্ষণ, বন্যা ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত পঞ্জাবের মাধোপুরও। সেখানে সেনার তৎপরতায় এক বহুতল থেকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে ২২ জন সিআরপিএফ জওয়ান এবং তিন নাগরিককে উদ্ধারের কাজ শেষ হতেই প্রবল বর্ষণে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বহুতলটি! বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডেও দুর্যোগ এখনও শেষ হয়নি।

কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ

অপসারিত উপাচার্য

কল্লোল মজুমদার ও নয়নিকা নিয়োগী

মালদা ও কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : রাজভবনের কোপের মুখে এবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। দুর্নীতি ও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে তাঁকে অপসারণ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার রাতে রাজভবন থেকে অপসারণ সংক্রান্ত ই-মেল সরাসরি এসে পৌঁছেছে উপাচার্যের কাছে। জারি হয়েছে বিজ্ঞপ্তিও। ওই নির্দেশিকা পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস। বুধবার তিনি বলেন, 'অপসারণের ই-মেলটি উপাচার্য আমাকে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এখন থেকে তাঁর কাছে আর কোনও ফাইল না পাঠাতে।' রেজিস্ট্রারের দাবি, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তরে সব জানিয়েছি। তারা আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে।'

কিন্তু হঠাৎ করে কেন উপাচার্যকে অপসারণ করা হল? বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উপাচার্য তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ২৫ অগাস্ট করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আচার্য। কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হন উপাচার্য। এর পরেই রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, অপসারণের পিছনে রয়েছে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। গত ৯ বছর ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি। রেজিস্ট্রার বলেন, 'রাজ্যপালের দপ্তর থেকে

২৫ অগাস্ট সমাবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৯ বছরে যে বিপুল পরিমাণ ছাত্রছাত্রীর সার্টিফিকেট, মেডেল দেওয়া নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার রয়েছে যা করতে হয় পদ্ধতি মেনে। আমরা তা করছিলাম। আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাবর্তন করা সম্ভব নয়। সময় চেয়ে চিঠি আমরা নির্দিষ্ট তারিখের এক মাস আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে আমরা কোনও উত্তর পাইনি।'

শুধু সমাবর্তন নয়, দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে অনৈতিকভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠছিল অন্তর্বর্তী উপাচার্যের বিরুদ্ধে। কলকাতা হাইকোর্টে সেই আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে মামলাও।

যদিও রেজিস্ট্রারের বক্তব্য,

> **কোপের মুখে**
>
> - দুর্নীতি ও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে অপসারণ উপাচার্যের
> - গত ৯ বছর ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও সমাবর্তন হয়নি
> - ২৫ অগাস্ট সমাবর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আচার্য
> - কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হন উপাচার্য
> - এর পরেই রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর

''হঠাৎ করে তো কর্তব্যের গাফিলতি কিংবা দুর্নীতি বলা যায় না।

যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও দুর্নীতি হলে একটা 'এনকোয়ারি কমিটি' করে রাজ্য সরকার। সত্যতা প্রমাণ হলে তখন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।''

বুধবার উপাচার্যের অপসারণের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায়।

রাজ্যপালকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, 'রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে অন্ধকারে রেখে একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে চাইছেন। উপাচার্যের অপসারণ তারই ফসল। এর আগে উপাচার্যকে অপসারণ করে এই রাজ্যপালই বর্তমান উপাচার্যকে পদে বসিয়েছিলেন। আবার তিনিই এখন অপসারণ করছেন। আসলে উপাচার্যরা রাজ্যপালের কথা শুনছেন না। আমি মনে করি এই ঘটনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

যদিও বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ছাড়া আর সবকিছুই হয়। ভবন তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি। সঠিকভাবে তদন্ত করলে অনেকেরই কোমরে দড়ি পড়বে। রাজ্যপাল নিশ্চয়ই ভালো মনে করেছেন, তাই উপাচার্যকে অপসারণ করেছেন।'

এই ব্যাপারে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইসি সদস্য অধ্যাপক শক্তিপদ বলেন, 'এটা হওয়ারই ছিল। কারণ এই পদে তাঁর স্থায়ী নিয়োগ হয়নি। আমার ধারণা এটা উনি জানতেন। আর দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত।'

৮৭ বিলিয়নের বাণিজ্যে কোপ

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি রয়েছে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, কানাডা, মেক্সিকো, রাশিয়া, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ইত্যাদি।

বিশ্বের যেসব দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে, তাদের সঙ্গে আগে থেকেই ভারতের আর্থিক লেনদেন রয়েছে। একাধিক দেশের সঙ্গে আছে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিও। সেইসব চুক্তি ও পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়েই ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন রয়েছে, এমন কয়েকটি দেশের সঙ্গেও আলোচনা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক। তুরস্ক সেরকমই একটি দেশ।

যে দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে, মিলিতভাবে সেই দেশগুলি এখন ৫৯ হাজার কোটি ডলারের ভারতীয় পোশাক আমদানি করে। ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি দেশেও পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে সেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিকল্প হিসাবে ভারতের ৩৭ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানির সিংহভাগ বরাত ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও চিনের ঝুলিতে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিংয়ের আশ্বাস, 'আমাদের অর্থনীতি খুব শক্তিশালী। আমাদের শিল্প ক্ষেত্রও শক্তিশালী। আমরা কখনোই দেশকে সংকটে পড়তে দেব না।' দিনের শেষে আশার কথা শুনিয়েছেন আমেরিকার ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্টও। তিনি বলেন, 'ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং আমেরিকা বৃহত্তম অর্থনীতি। আমার আশা, দুই দেশ আবার একজোট হবে।'

যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোভাব আঁচ করে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না ভারত। তবে আমেরিকার রক্তচক্ষুতে রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে লাগাম টানা হবে না, তা ভারত বুঝিয়ে দিচ্ছে। ২০২২-'২৫-এর মধ্যে রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল আমদানি করে ১৭ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছে ভারত।

পাহাড়ে কলেজ, বরাদ্দ ৪০ কোটি

শিলিগুড়ি, ২৭ অগাস্ট : এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে অর্থবরাদ্দ হল পাহাড়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের। দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের (ডিএইচআইটিএম) জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ হল। ২০১২ সালে পাহাড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ওই বছরই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির শিলান্যাস করেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তৎকালীন চিফ এগজিকিউটিভ বিমল গুরুং। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, নতুন করে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের জেরে কলেজ তৈরির আর কোনও কাজ হয়নি।

বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দের কথা জানান। তিনি জানান, তাকদা ভ্যালিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ৪০ কোটি টাকা খরচ হবে। যার পুরোটাই ব্যয় করবে ন্যাশনাল হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএইচপিসি)। পর্যায়ক্রমে এই টাকা দেবে বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থাটি। অর্থবরাদ্দ হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে কলেজ তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে সাংসদের বক্তব্য।

পাহাড়ে যাতে প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ারং কলেজটি হয়, তার জন্য নানানভাবে সহযোগিতা করেন জিটিএ-র বর্তমান চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। যা উল্লেখ করে তাঁকে ধন্যবাদ জানান রাজু বিস্ট।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ বলেন, 'রাজনৈতিক কিছু কারণে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কাজ শুরু করা যায়নি। তবে প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নেওয়ায় এবং এনএইচপিসি সহযোগিতা করায়, এখন আর কাজ থেমে থাকবে না। দ্রুত কলেজ তৈরির কাজ শুরু হবে। পাহাড়ের পাশাপাশি তরাই ও ডুয়ার্সের যুবসমাজকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য আর অন্যত্র ছুটতে হবে না।'

রেট চার্ট

প্রথম পাতার পর

ওই পিসি আবার তৃণমূল কাউন্সিলার। ইডি তাঁকে বৃহস্পতিবার তলব করেছে। চাকরি না দিতে পেরে টাকা ফেরানোর খোঁজও মিলেছে। ইডি জানতে পেরেছে, একজন প্রার্থীকে ৭ লক্ষ টাকা ফেরত দিয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ। বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে হলে নিয়মমাফিক বিধানসভার অধ্যক্ষকে জানাতে হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ শাসকদলের একাধিক মন্ত্রী-বিধায়ককে গ্রেপ্তারের পরে তা না জানানোয় সিবিআই, ইডিকে বিধানসভায় তলব করেছিলেন অধ্যক্ষ। জীবনকৃষ্ণের গ্রেপ্তারির পর ইডি অবশ্য সরকারিভাবে বিধানসভার সচিবালয়কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বলেন, 'গতকাল ইডি'র চিঠি পেয়েছি। আইন অনুযায়ী তদন্তের স্বার্থে তারা পদক্ষেপ করতেই পারে।' বিধানসভার স্টেট ব্যাংকে জীবনকৃষ্ণের যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে, তদন্তের স্বার্থে সেটি ইডি সিল করতে চলেছে। সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় ওই অ্যাকাউন্টগুলি সিজ করে দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর সেই অ্যাকাউন্টে লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। গ্রেপ্তারের আগে পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্টটির লেনদেন খতিয়ে দেখতে চাইছে ইডি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি যে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন বলে হিসেব দিয়েছিলেন।

বন্ধ বাগানে বোনাসের দাবি মনোজের

নবনীতা মণ্ডল ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

নয়াদিল্লি ও বীরপাড়া, ২৭ অগাস্ট : আগ বাড়িয়ে চা বাগানের মালিকদের সংগঠনগুলিকে এবছর শ্রমিক কর্মচারীদের ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার 'পরামর্শ' দিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। শ্রম দপ্তরের ওই পদক্ষেপ নিয়ে চা বলয়ে ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমেছে তৃণমূল। আরেকধাপ এগিয়ে বুধবার আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা দাবি করলেন, উত্তরবঙ্গের বন্ধ ১৪টি চা বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদেরও ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে হবে। তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের বক্তব্য, সাংসদের ওই দাবি অবাস্তব। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, তৃণমূলের তিরে তৃণমূলকেই বিদ্ধ করতে মনোজের ওই দাবি। কারণ চা শ্রমিকরাই তরাই-ডুয়ার্সে ভোটের ফলের নির্ণায়ক।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি উত্তম সাহার বক্তব্য, 'তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে চা শ্রমিকদের স্বার্থে একের পর এক পদক্ষেপ করেছে। শ্রমমন্ত্রীর ২০ শতাংশ বোনাসের পরামর্শ এরই একটি ধাপ। বন্ধ বাগানগুলি খোলার চেষ্টা চলছে। তবে বন্ধ বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের পুজো বোনাস দেওয়ার দাবি অবাস্তব। মালিকপক্ষই নেই! বোনাস দেবে কে?'

আর বিটিডব্লিউইউয়ের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলার মন্তব্য, 'বন্ধ বাগানে বোনাস দিক রাজ্য সরকার। এতদিন বোনাসের হার নির্ধারিত হত মালিক, শ্রমিকপক্ষ এবং শ্রম দপ্তরের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে। এবছর একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রম দপ্তর। তাহলে বন্ধ বাগানে বোনাস দেওয়াও শ্রম দপ্তরের কর্তব্য।'

বন্ধ বাগানের শ্রমিক কর্মচারীরা প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে ফাওলই নামে বিশেষ ভাতা পান। তবে রুজির সংস্থানে ওই টাকার অঙ্ক খুবই কম, অভিযোগ বিজেপি সাংসদ তথা বিটিডব্লিউইউয়ের চেয়ারম্যান মনোজের। তাঁর দাবি, প্রতিটি বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের জন্য বছরে ১৮ হাজার টাকা করে গ্রোথ ইনকাম ধার্য করে তার ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৩৬০০ টাকা করে পুজো বোনাস দেওয়া হোক। মনোজ বলেছেন, 'বন্ধ বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া না হলে উত্তরবঙ্গজুড়ে আন্দোলন করব।'

উত্তরবঙ্গে বর্তমানে ১৪টি বন্ধ চা বাগানে সংকটে কমবেশি ১৫ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। বীরপাড়ার ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া চা বাগানটি ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে বন্ধ। ওই বাগানের এলবি লাইনের বাসিন্দা শ্রমিক উদয় লামা বুধবার বলেন, 'বন্ধ বাগানে বোনাস নিয়ে সাংসদের দাবি প্রশংসনীয়। আমরা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছি। চা গাছগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে চা পাতা মেলে খুবই কম। আর্থিক অনটনের

রাজনৈতিক চাল

কারণে পুজোয় সন্তানসন্ততিদের জামাকাপড়ও দিতে পারি না। আশা করছি মুখ্যমন্ত্রী এবছর আমাদেরও পুজো বোনাস দেবেন।' কালচিনির বন্ধ দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিক রিনা গুরুংয়ের বক্তব্য, 'পুজো বোনাস নিয়ে আন্দোলনের জেরেই বাগান বন্ধ হয়ে যায়। আমরা তো ফাওলইও পাই না। সরকার যখন ২০ শতাশ বোনাসের কথা বলছে। তাহলে আমাদেরও দেওয়া হোক। সেইসঙ্গে বাগানটাও খোলা হোক।'

পরিসংখ্যান বলছে, চা শ্রমিকরা যে দলে ঝুঁকেছেন, সেই দলের প্রার্থী বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটে জিতেছেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে চা বলয়ে হারানো শক্তি ফিরে পেতে মরিয়া বিজেপি।

এরই মধ্যে শ্রমমন্ত্রীর ২০ শতাংশ বোনাসের পরামর্শে খুশি শ্রমিকরা। তবে, এতে তৃণমূলের লাভের আশঙ্কা করছে বিজেপি। তাই বুধবার বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়ালেন মনোজ।

প্রশিক্ষণ

ফালাকাটা, ২৭ অগাস্ট : মঙ্গলবার মণ্ডল কেন্দ্রিক বুথের ই-বিস্তারকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ হয়েছে। বুধবার বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি বুথেই বুথ সশক্তিকরণ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। বহু বিজেপি কর্মী এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দলের মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত দাস জানান, এদিন সন্ধ্যায় ১৫টি বুথেই এই কর্মসূচি হয়। মণ্ডলের বুথ সশক্তিকরণ ইনচার্জ লক্ষ্মীকান্ত সরকারও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

শিকার স্কুল পড়ুয়া

প্রথম পাতার পর

কলাবাড়ি টিই হাইস্কুলের শিক্ষক ও উত্তর আংরাভাসার বাসিন্দা রাজু ছেত্রী বলেন, 'গ্রামে যত্রতত্র চিতাবাঘ ঘুরে বেড়ায়। এককথায় প্রাণ হাতে করে বাসিন্দারা বেঁচে রয়েছেন। শিশুর এমন মৃত্যুর ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।' খুটাবাড়ির বাসিন্দা ও মৃত শিশুটির পরিবারের এক প্রতিবেশী নুর মহম্মদ বলেন, 'এমন ঘটনা যে কখনও ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। গ্রামজুড়ে এখন শুধু শোক আর আতঙ্ক।'

ডুয়ার্সে চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই নিয়ে আংরাভাসা ও লাগোয়া এলাকায় গত এক বছরে মানুষের উপর আক্রমণ করল চিতাবাঘ। গত ১৮ জুলাই কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাশ লাইনে বাড়ির উঠোন থেকে আয়ুষ নাগার্চি নামে এক শিশুকে তুলে নিয়ে যায় একটি চিতাবাঘ। সেই শোকের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। গত বছরের ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় আংরাভাসা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরকাটা গ্রাম থেকে সুশীলা গোয়ালা নামে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে বাড়ির উঠোন থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল একটি চিতাবাঘ। পরে খেরকাটার জঙ্গল থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। গত বছরেরই ৫ জুলাই তোতাপাড়া চা বাগানে শাক তুলতে গিয়ে চিতাবাঘের হামলায় মারা যায় ৮ বছর বয়সি একটি শিশু। নাগরাকাটা ও লাগোয়া বানারহাট ব্লকে গত এক বছরে চিতাবাঘের হামলায় জখম হওয়ার সংখ্যাও বহু। বৃহত্তর ডুয়ার্স ধরলে ২০২৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার ঢেকলাপাড়া চা বাগানের নেপানিয়া ডিভিশনে চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় সানি ওরাওঁ নামে আরেক শিশুর। চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগানে উদ্ধার হয় মাঝবয়সি মহিলার খুবলে খাওয়া দেহ। এবছরের ১০ জানুয়ারি বীরপাড়া চা বাগান থেকে উদ্ধার হয় প্রতীক্ষা ওরাওঁ নামে এক ৯ বছর বয়সি শিশুকন্যার খুবলে খাওয়া দেহ। সব মিলিয়ে যত দিন যাচ্ছে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে।

ছাত্রীকে শাসন নিয়ে থানাপুলিশ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ অগাস্ট : স্কুল চলাকালীন এক ছাত্রীকে বকাঝকা করেছিলেন এক শিক্ষিকা। সেই ঘটনার জল গড়িয়েছে থানা পর্যন্ত। ছাত্রীর অভিভাবক আর সেই শিক্ষিকা, একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শুধু থানা নয়, অভিযোগ পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা কমিশনার ও চাইল্ড কেয়ার পর্যন্ত। আর এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে সুনীতি অ্যাকাডেমির।দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বকা দেওয়ার ঘটনাটি গত ২১ অগাস্ট ঘটেছে। ক্লাসের মধ্যেই দশম শ্রেণির সেই ছাত্রীকে বকা দেন এক শিক্ষিকা। ওই শিক্ষিকার বক্তব্য, ছাত্রীটি ক্লাসে তাঁর কথা শুনছিল না। উলটে মুখে মুখে তর্ক ও বেয়াদপি করছিল। আর ওই ছাত্রীর অভিভাবকের দাবি, ওই শিক্ষিকা তাঁর মেয়েকে বকাঝকা করার সঙ্গে শিক্ষিকাদের কমন রুমে নিয়ে গিয়ে মারধরও করেছেন। সেই ঘটনার পর ওই ছাত্রীর অভিভাবককে স্কুলে ডাকা হয়েছিল। ঘটনার পর থেকে ওই ছাত্রী আর স্কুলে আসছে না। শিক্ষিকার অভিযোগ, ঘটনার দিন রাত ১২টা নাগাদ ওই ছাত্রীর অভিভাবক ফোন করে তাঁকে নানারকমের হুমকি দেন এবং কটু কথা বলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে

> খবর পেয়েছি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।
>
> **অরবিন্দকুমার মিনা**
> জেলা শাসক, কোচবিহার

পরেরদিন ওই অভিভাবকের বিরুদ্ধে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই শিক্ষিকা। একথা জানার পর ওই অভিভাবকও শিক্ষিকার বিরুদ্ধে থানায় পালটা অভিযোগ দায়ের করেছেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে সুনীতি অ্যাকাডেমির টিচার ইনচার্জ মৌমিতা রায় কিছু বলতে চাননি। তবে সুনীতি অ্যাকাডেমির পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'খবর পেয়েছি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

সেই ছাত্রীর বাবা নিজেও পেশায় শিক্ষক। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে ক্লাসে বসে বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প করছিল এবং মুচকি হাসছিল। ক্লাসে হাসার অপরাধে ওই শিক্ষিকা তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ এবং বাবা-মায়ের নাম ধরেও উলটোপালটা বলেন। শিক্ষিকাদের কমনরুমে নিয়ে তাকে পিঠে মারেন।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'গোটা ঘটনায় মেয়ের কোনওকিছু হলে পুরোপুরি দায়ী থাকবেন ওই শিক্ষিকা।'

আর সেই শিক্ষিকার বক্তব্য, 'সেদিন ক্লাসে বসে ওই ছাত্রী সহ তিনজন ছাত্রী হাসাহাসি করছিল। আমি ওদের তা করতে বারণ করি।'

খুলছে তিস্তা সেতু

জলপাইগুড়ি, ২৭ অগাস্ট : আগামী ৩১ অগাস্ট থেকে গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের সেতু খুলে দেওয়া হচ্ছে। সেতু সংস্কারের পর তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের টেকনিকাল টিমের তরফে সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়েছে।

তারপরই সেতু ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি অনুষ্ঠান করে যানবাহন চলাচলের জন্য সেতু খুলে দেওয়া হবে বলে জেলা শাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন।

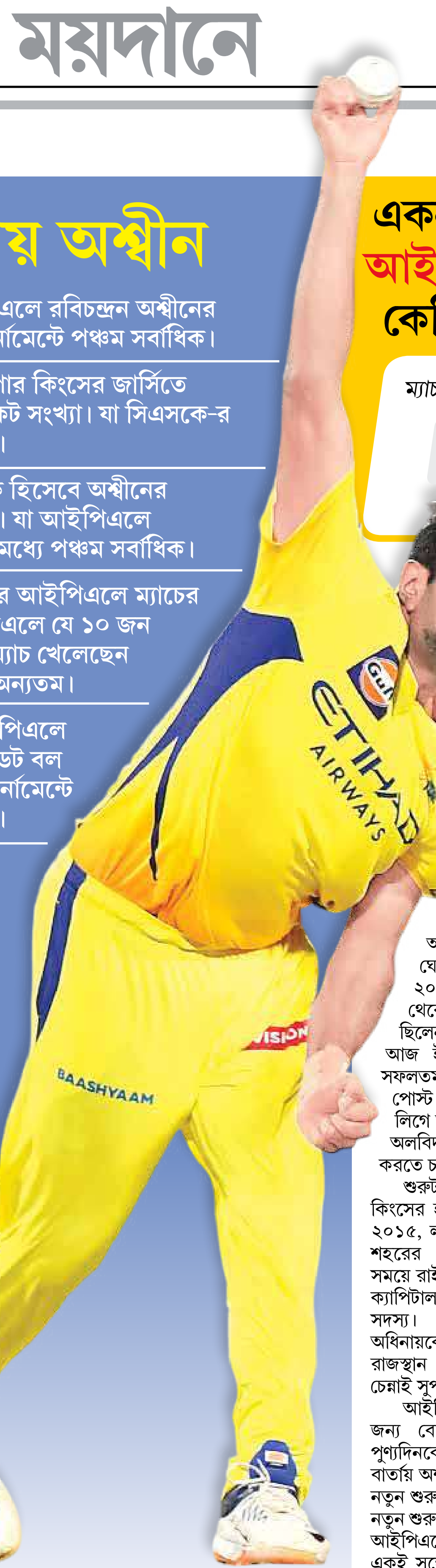

সংখ্যায় অশ্বীন

১৮৭ আইপিএলে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের উইকেট। যা টুর্নামেন্টে পঞ্চম সর্বাধিক।

৯৭ চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে অশ্বীনের উইকেট সংখ্যা। যা সিএসকে-র তৃতীয় সর্বাধিক।

২৫ অধিনায়ক হিসেবে অশ্বীনের উইকেট সংখ্যা। যা আইপিএলে অধিনায়কদের মধ্যে পঞ্চম সর্বাধিক।

২২১ অশ্বীনের আইপিএলে ম্যাচের সংখ্যা। আইপিএলে যে ১০ জন ২০০-র বেশি ম্যাচ খেলেছেন অশ্বীন তাদের অন্যতম।

১৬৬৩ আইপিএলে অশ্বীন ১৬৬৩ ডট বল করেছেন। যা টুর্নামেন্টে তৃতীয় সর্বাধিক।

৪৭১০ অশ্বীনের আইপিএলে বলের সংখ্যা। যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক।

একনজরে আইপিএল কেরিয়ার

দল
চেন্নাই সুপার কিংস : ২০০৮-২০১৫ ও ২০২৫
রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্ট : ২০১৬
কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব : ২০১৭ ও ২০১৮
দিল্লি ক্যাপিটালস : ২০২০ ও ২০২১
রাজস্থান রয়্যালস : ২০২২-২০২৪

প্রথম ম্যাচ : ১৮ এপ্রিল, ২০০৯
দল : চেন্নাই সুপার কিংস
প্রতিপক্ষ : মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
শেষ ম্যাচ : ২৩ মার্চ, ২০২৫
দল : চেন্নাই সুপার কিংস
প্রতিপক্ষ : মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

ম্যাচ : ২২১ । উইকেট : ১৮৭ । ম্যাচে ৪ উইকেট : ১ বার

সেরা বোলিং : ৩৪/৪ বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব (রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্টের জার্সিতে)

রান : ৮৩৩ । সর্বাধিক : ৫০

আইপিএল খেতাব
২০১০, ২০১১
(চেন্নাই সুপার কিংস)

আইপিএলকেও অলবিদা অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৭ অগাস্ট : ভারতীয় অবসরের মরশুম।

টেস্টের পর এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। ২০০৮ সালে উদ্বোধনী আইপিএল থেকে মেগা লিগের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। ১৮ বছরের দীর্ঘ সম্পর্কে আজ ইতি টেনে দিলেন ভারতের সফলতম অফস্পিনার। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে অশ্বীন জানিয়েছেন, মেগা লিগে তাঁর সময় শেষ। আইপিএলকে অলবিদা জানিয়ে নতুন ইনিংস শুরু করতে চান।

শুরুটা করেছিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের হলুদ জার্সিতে। ২০০৮ থেকে ২০১৫, লম্বা সময় খেলেছিলেন নিজের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে। পরবর্তী সময়ে রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্ট, দিল্লি ক্যাপিটালসের সাজঘরের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের অধিনায়কের গুরুদায়িত্বও সামলেছেন। রাজস্থান রয়্যালস হয়ে শেষটা সেই চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতেই।

আইপিএল সাফারিতে ইতি টানার জন্য বেছে নিলেন গণেশ চতুর্থীর পুণ্যদিনকে। এক্স হ্যান্ডেলে বিদায়ি বার্তায় অশ্বীন লিখেছেন, 'স্পেশাল দিন। নতুন শুরুর অপেক্ষা। প্রতিটি শেষ মানে, নতুন শুরুর হাতছানি। ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে আমার সময় আজ শেষ হল। একই সঙ্গে খুলে গেল বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা বিভিন্ন লিগের দরজাও। দীর্ঘ আইপিএলে সফরে পাশে থাকার জন্য সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞ আইপিএল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। চিরকাল মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে আইপিএলকে ঘিরে অসাধারণ সব মুহূর্ত, সম্পর্কের স্মৃতি।'

২০০৮ সালে চেন্নাই দলে যোগ দিলেও কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি প্রথম মরশুমে। ২০০৯-এ আইপিএল অভিষেক। মেগা লিগে উইকেটের খাতা খুলেছিলেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারার উইকেট নিয়ে। শেষ শিকার বছর ১৪-র বৈভব সূর্যবংশী। সাঙ্গাকারা থেকে সূর্যবংশী-মাঝের পর্বে অশ্বীনের স্পিনের জাদু রং ছড়িয়ে আইপিএলে। ২০১০ ও ২০১১, সিএসকে-র আইপিএল জয়ের অন্যতম কারিগরও ছিলেন।

বারবার জার্সি বদলেছেন। পাঁচটি বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন। কিন্তু বদলায়নি অশ্বীনের দাপট। শুধু স্পিন ম্যাজিক নয়, বিতর্কিত ঘটনায় বারবার খবরের শিরোনামে থেকেছেন। কখনও প্রতিপক্ষ ব্যাটারকে (জস বাটলার) 'মানকাড' রান আউটে বিতর্কের ঝড় বইয়ে দেওয়া তো, কখনও দলের স্বার্থে নিজেকে 'আউট' (আইপিএলে প্রথম রিটায়ার্ড আউট) করা। অশ্বীনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আইপিএল হারাল লিগের অন্যতম সেরা বর্ণময় চরিত্রকে।

মেগা লিগে সাফল্যের পরিসংখ্যানও চোখে পড়ার মতো। মোট ২২১টি ম্যাচ খেলে ১৮৭ উইকেট নিয়েছেন। সর্বাধিক উইকেট শিকারির নিরিখে যা পঞ্চম সেরা। মারকাটারি মেগা লিগের ব্যাটিং ধারণার মাঝেও বোলিং নিয়ন্ত্রণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন অশ্বীন। ওভার পিছু রান দিয়েছেন আটের কম (৭.২)। একটা প্রান্তে ব্যাটারদের আটকে রেখে সতীর্থদের জন্য মঞ্চ গড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সব ভালোর শেষ আছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অশ্বীনের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। গতবার ৯.৭৫ কোটি টাকায় নিলাম থেকে তাঁকে দলে ফেরায় সুপার কিংস। যদিও প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। নিয়মিত জায়গাও মিলছিল না। ১৪ ম্যাচের মধ্যে খেলেন ৯টিতে। ওভার পিছু দিয়েছেন ৯.১২ রান। অশ্বীনের আইপিএল কেরিয়ার গড়ের চেয়ে অনেকটাই বেশি। খবর ভাসছিল, এবার অশ্বীনকে রাখতে চেন্নাই আগ্রহী নয়। সঞ্জু স্যামসনকে নেওয়ার জন্য অশ্বীনকে ছেড়ে দিতে পারে। ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক টেস্ট উইকেট শিকারি যা হয়তো মানতে পারেননি।

মাথা উঁচু করে সরে দাঁড়ানোর ভাবনায় আইপিএলকেই বিদায়। যেমনটা করেছিলেন গত অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝে প্রিয় টেস্ট ফরম্যাটকে গুডবাই জানানোর সময়। অশ্বীনকে বসিয়ে নবাগত ওয়াশিংটন সুন্দরকে প্রাধান্য দেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। মুখে কিছু না বললেও ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা অফস্পিনারের আত্মাভিমানে যা আঘাত করেছিল। নিজেকে সরিয়ে নিতে দুইবার ভাবেননি। আইপিএল অবসরেও যেন তারই পুনরাবৃত্তি।

আইপিএল অবসরের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ সহ অন্যান্য বিদেশি টুর্নামেন্টের দরজা খুলে যাচ্ছে অশ্বীনের জন্য। বিগ ব্যাশ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত লিগও রয়েছে। নিজের রাজ্য তামিলনাড়ুর প্রিমিয়ার লিগ তো রয়েছেই। এদিন যার পরিষ্কার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। এখন দেখার পরবর্তী ইনিংসে অশ্বীন কোন পথে হাঁটেন।

এশিয়া কাপে পহলগাম ছায়া

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত কাউন্টডাউনও শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে এশিয়া কাপের আসরে নয়া বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের মধ্যে পহলগাম ছায়া।

গত ২৩ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিহানার ঘটনা ঘটেছিল। প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৬ জন। সেই ঘটনার পর ভারতীয় সেনার তরফে অপারেশন সিঁদুর করা হয়েছিল। আর তখনই ঠিক হয়েছিল, প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা বন্ধ রাখার কথা। মাঝের কয়েক মাসে ছবিটা কিছুটা হলেও বদলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়েই দুবাইয়ে এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদবরা। ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের মহারণ। পরস্পরের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত-পাকিস্তান। তার আগে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে একটি প্রোমো চালু করা হয়েছে। সেই প্রোমোতে ভারত অধিনায়ক সূর্যের পাশে পাকিস্তানের শাহিন শা আফ্রিদি রয়েছেন। আর রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগ।

বিতর্কে বীরু

সম্প্রচারকারী চ্যানেলের প্রোমো সামনে আসতেই শুরু হয়েছে সমাজ মাধ্যমে প্রবল বিতর্ক। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের একটা বড় অংশ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের ডাক দিয়েছেন। পহলগাম কাণ্ডের পরও কেন হবে দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেট ম্যাচ, সেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার শেহবাগ নিজেও পহলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তানকে বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। এখন তিনি কেন তাঁর অবস্থান বদল করলেন, সেই প্রশ্নে তুলোধোনা করা হয়েছে জাতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনিং ব্যাটারকে। পহলগাম কাণ্ড কখনও ভোলা যাবে না। অথচ, সেই ঘটনার পর কেন এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন শুভমান গিলরা, আর সেই ম্যাচের প্রোমো করবেন শেহবাগ, প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যদিও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে শেহবাগ বা বিসিসিআইয়ের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিতর্ক চলছেই প্রবলভাবে।

গণেশ চতুর্থীতে বাড়িতে পুজোয় সূর্যকুমার যাদব। সঙ্গে স্ত্রী দেবিশা।

নয়া ইনিংসে নতুন উচ্চতা, বার্তা অশ্বীনের স্ত্রীর

চেন্নাই, ২৭ অগাস্ট : স্বচ্ছ ক্রিকেট ভাবনা।

স্পিন বৈচিত্র্যে বর্তমান প্রজন্মে নিজেকে অন্যতম সেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। গুলে খেয়েছেন ক্রিকেট আইনকেও। আইনের মধ্যে থেকে কোনও কিছু করতে দুইবার ভাবতেন না। বোলিং প্রান্তে ব্যাটারদের অনৈতিক সুবিধা আটকাতে রানআউটের পথেও হেঁটেছেন। তাঁর ক্রিকেটীয় স্পিরিট নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও কখনও সমালোচনাকে পাত্তা দেননি রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

বাইশ গজে যে কোনও চ্যালেঞ্জ সামলাতে উদয় হয়েছেন নিত্যনতুন অস্ত্রের সম্ভার নিয়ে। মন্টি পানেসরের কাছে তিনি যথার্থ অর্থে

স্পিন 'বিজ্ঞানী' বলছেন পানেসর

স্পিনের বিজ্ঞানী। কারওর মতে অশ্বীনের অবসর আইপিএলের জন্য ক্ষতি। আগের মতো থাকবে না মেগা লিগ। অশ্বীনের স্ত্রী পৃথী নারায়ণ অবশ্য স্বামীর পরবর্তী ইনিংসের পথ চেয়ে। নতুনভাবে, নতুন রূপে, নতুন উচ্চতায় দেখতে চান প্রিয় মানুষটিকে।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের আইপিএল অবসর ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়ায় সেই আবেগ ধরা পড়ল পৃথী নারায়ণের আবেগতারিত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। যেখানে অশ্বীন-ঘরনী লিখেছেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি অশ্বীন। তোমাকে নতুন ভূমিকায় দেখার জন্য ছটফট করছি। মুখিয়ে আছি তোমাকে নতুন উচ্চতায় দেখার জন্য।'

সূত্রের খবর, ইংল্যান্ডের 'দ্য হান্ড্রেড' খেলার জন্য অশ্বীন নিজেও নাকি উৎসাহী। ইতিমধ্যে খোঁজখবরও নিয়েছেন। একাধিক দলও ভারতীয় অফস্পিনারকে নিয়ে আগ্রহী। সেক্ষেত্রে দুয়ে দুয়ে চার হলে, প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে 'দ্য হান্ড্রেডে' দেখা যাবে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে।

> আমি তোমাকে ভালোবাসি অশ্বীন। তোমাকে নতুন ভূমিকায় দেখার জন্য ছটফট করছি। মুখিয়ে আছি তোমাকে নতুন উচ্চতায় দেখার জন্য।
>
> **পৃথী নারায়ণ**
> (রবিচন্দ্রন অশ্বীনের স্ত্রী)

মন্টি পানেসরের কথায়, অশ্বীন হলেন যথার্থ অর্থে 'স্পিন বিজ্ঞানী'। ভারতীয় তারকার আইপিএল অবসর প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, 'টি২০ ফরম্যাটে প্রথম ছাপ রাখে আইপিএলে। সময়ের সঙ্গে নিজেকে পরিণত, উন্নত করেছে। পরবর্তী সময়ে সমস্ত ফরম্যাটে সাফল্য পেয়েছে। ক্রিকেটের দারুণ ছাত্র। নতুন নতুন বল নিয়ে ব্যাটারদের সামনে হাজির হয়েছে। যথার্থ অর্থেই স্পিন বিজ্ঞানী।'

চেন্নাই সুপার কিংস
চিপকের নিজস্ব ক্যারম বল তারকা। ইয়োলো জার্সিতে প্রথমবার রানআপ থেকে বিশ্ব ক্রিকেটে দাপট দেখানো-আমাদের গর্বিত করেছ, সবকিছু দিয়েছ। আমাদের (চেন্নাই সুপার কিংস) ক্রিকেটীয় পরম্পরার অন্যতম স্তম্ভ। চিপককে দুর্গে পরিণত করার অন্যতম কারিগর।

ইরফান পাঠান
সাবাস দুরন্ত কেরিয়ারের জন্য। ভবিষ্যতের জন্য অনেক শুভেচ্ছা।

মুনাফ প্যাটেল
আগামী ইনিংসের জন্য অল দ্য বেস্ট আন্না।

কলকাতা নাইট রাইডার্স
তোমার অনুপস্থিতি আইপিএল আর আগের মতো থাকবে না। অ্যাশ আন্না পরবর্তী ইনিংসের জন্য তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা।

আজ শুরু দলীপ, ফিরছেন সামি

এশিয়া কাপের আগেই ফিটনেস পরীক্ষা গিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও সুস্থ হচ্ছেন শুভমান গিল।

কিন্তু তারপরও তাঁর ফিটনেস নিয়ে রয়েছে আশঙ্কা। সেই আশঙ্কা কাটানোর জন্যই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে টেস্ট অধিনায়ক শুভমানকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওএ) যোগ দিতে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী রবি অথবা সোমবার বেঙ্গালুরুর সিওএ-তে হাজির হচ্ছেন শুভমান।

ইংল্যান্ড সফরে ব্যাট হাতে ৭৫৪ রানের পাশে টিম ইন্ডিয়াকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শুভমান। বিলেত থেকে দেশে ফেরার পর ছুটি কাটাচ্ছিলেন গিল। সেই সময়ই জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি। আচমকা হওয়া ভাইরাল জ্বরে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক এতটাই কাবু হয়ে পড়েছিলেন যে, আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফি থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাঁকে। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতেই শুরু হচ্ছে দলীপ ট্রফি। যেখানে শুভমানের অনুপস্থিতিতে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। রাতের দিকের খবর, দলের সহ অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক হতে চলেছেন। পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের ম্যাচ দিয়ে কাল শুরু হচ্ছে দলীপ। শুভমানের অনুপস্থিতিতে দলীপের মূল আকর্ষণ হিসেবে সামনে চলে এসেছেন মহম্মদ সামি। দীর্ঘসময় পর চোট সারিয়ে ফিট হয়ে, আগের তুলনায় ওজন কমিয়ে মাঠে ফিরছেন সামি। জানা গিয়েছে, সামির পারফরমেন্স ও ফিটনেসের দিকে বিসিসিআইয়ের পাশে জাতীয় নির্বাচকদেরও নজর থাকবে। পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও সামিকে নিয়ে আশাবাদী।

বৃহস্পতিবার মাঠে নেমে সামি কেমন পারফর্ম করেন, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শুভমানকে নিয়ে চলছে চর্চা। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। তার আগে ৪ সেপ্টেম্বর টিম ইন্ডিয়ার দুবাই পৌঁছানোর কথা। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে চার দিনের শিবির রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। তার আগে শুভমানকে নিয়ে চলছে প্রবল চর্চা। অক্ষর প্যাটেলের বদলে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডের সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন শুভমান। এশিয়া কাপের আসরে শুভমানের দিকেও বিশেষ নজর থাকবে ক্রিকেটমহলের। কিন্তু তার আগে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হল ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত গিল কি ফিট? এশিয়া কাপের আগে তিনি পুরো ফিট হয়ে যাবেন তো?

দলীপ ট্রফির জন্য ব্যাটিং অনুশীলনে চলেছেন মহম্মদ সামি। বেঙ্গালুরুতে।

আপাতত কোনও প্রশ্নেরই জবাব নেই। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের খবর, আগামী সোমবার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুভমানের ফিটনেস পরীক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পরীক্ষার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যাবে শুভমানের এশিয়া কাপ সম্ভাবনা। তবে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য আপাতত সুখবর হল, টেস্ট অধিনায়ক গিলের ডাক্তারি পরীক্ষার যাবতীয় রিপোর্ট ভালোই।

কেন তাঁর নাম 'লালা', আজও জানেন না সামি

বেঙ্গালুরু, ২৭ অগাস্ট : তিনি ফিরছেন। মাস খানেক পর ফের বল হাতে বাইশ গজের দিকে দৌড় শুরু করতে চলেছেন মহম্মদ সামি।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির আসরে পূর্বাঞ্চলের হয়ে মাঠে নামার আগে সামি অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। ভারতীয় দলে তাঁর ডাকনাম রহস্য নিয়ে ভাবনায় ডুবে তিনি।

'লালা'। ভারতীয় ক্রিকেটমহলে সবারই জানা, লালা সামির ডাকনাম। কিন্তু কেন তাঁর নাম লালা? কবে থেকে এই নামে তাঁকে ডাকা শুরু করেছিলেন সতীর্থরা? কে তাঁর নাম দিয়েছিলেন লালা? সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে একান্ত সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে আজ সেই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন সামি। তাঁর মনে হচ্ছে, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিই তাঁকে এমন নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? সেটা আজও রহস্য সামির কাছে। দলীপে কামব্যাকের আগে সামি আজ বলেছেন, 'কবে থেকে লালা নামটা আমার সঙ্গে জুড়ে গেল, আজও জানি না। কে, কীভাবে নামটা দিয়েছিল, সেটাও জানি না। মনে হয় বিরাটভাই নামটা দিয়ে থাকবে। একমাত্র ওর পক্ষেই এমনটা সম্ভব।' কোহলি তাঁকে লালা নাম দিয়েছিলেন কিনা, পরের প্রশ্ন। সামির কথায়, 'এখন সবাই আমায় লালা নামেই ডাকে। এমনকি নতুন যে সব ছেলেরা দলে এসেছে, তারাও আমায় লালা নামেই ডাকে। অথচ, আমি নিজেই জানি না ঠিক কবে থেকে, কীভাবে এই নামটা আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেল।'

> এখন সবাই আমায় লালা নামেই ডাকে। এমনকি নতুন যে সব ছেলেরা দলে এসেছে, তারাও আমায় লালা নামেই ডাকে। অথচ, আমি নিজেই জানি না ঠিক কবে থেকে, কীভাবে এই নামটা আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। -মহম্মদ সামি

নিজের ডাকনাম রহস্যের কারণ না জানলেও সামি আপাতত মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। ওজন কমিয়েছেন। আগের তুলনায় অনেক বেশি ফিট হয়েছেন। তাঁর ছিপছিপে চেহারা দেখে অনেকে অবাক হয়েছেন। সামি বলছেন, 'সময়ের দাবি মেনে নিজেকে আগের তুলনায় অনেক বেশি ফিট করেছি। খুব ফুরফুরে লাগছে নিজেকে। দলীপে মাঠে নামার জন্য আমি তৈরি। পূর্বাঞ্চলের হয়ে সেরাটা দিতে আমি তৈরি।'

কমনওয়েলথ গেমসের জন্য বিড করছে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য বিড করতে চলেছে ভারত। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের এই প্রস্তাব ইতিমধ্যে অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা।

গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করতে চায় ভারত। এখানে এর আগে ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। এমনকি এই আহমেদাবাদেই ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। তার আগে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে ভারত। সম্প্রতি কমনওয়েলথ স্পোর্টসের ডিরেক্টর অফ গেমস ড্যারেন হলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আহমেদাবাদ শহর পরিদর্শন করে গিয়েছে।

তবে ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য ভারতকে নাইজিরিয়া সহ আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। আগামী নভেম্বরে কমনওয়েলথ গেমসের সাধারণ সভার পর আয়োজক দেশের নাম ঘোষণা করা হবে। এর আগে ২০১০ সালে দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করেছিল ভারত।

বুচিবাবুতে জয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : প্রথম ইনিংসে লিড এল। সঙ্গে সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখাও শুরু হল বাংলা শিবিরে।

চেন্নাইয়ে আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে সরাসরি জয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলা। গতকালের ৫৭/৪ থেকে শুরু করে আজ সৌরভকুমার সিং (৭৯) ও অভিষেক পোড়েলের (৪৪) লড়াইয়ে ২৪১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয় বাংলার। ৩৮ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ুর সংগ্রহ ১৪৭/৩। ১০৯ রানে পিছিয়ে থাকা বাংলাকে বল হাতে জয়ের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন আমির গনি ও বিশাল ভাট্টি। গনি নিয়েছেন দুই উইকেট। ভাট্টি এক। বাংলা শিবিরের আশা অন্তত ১৭০-১৮০ রানের লক্ষ্য তাড়া করা যাবে আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনে।

স্কিন ক্যানসার, অস্ত্রোপচার ক্লার্কের

সিডনি, ২৭ অগাস্ট : স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে আবার অস্ত্রোপচার করাতে হল মাইকেল ক্লার্ককে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক নিজেই সমাজমাধ্যমে সে খবর দিয়েছেন। অস্ত্রোপচারের পর নিজের ছবি পোস্ট করে, একথা জানিয়েছেন। সমর্থকদের অবশ্য আশ্বস্ত করে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছেন। প্রয়োজনমাফিক চিকিৎসা চলছে।

ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ক্লার্ক লিখেছেন, স্কিন ক্যানসারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে অস্ট্রেলিয়ায়। এদিন অস্ত্রোপচার করে নাকের থেকে যা (স্কিন সেলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি) কেটে বাদ দিতে হয়েছে। সবাইকে পরামর্শও দিয়েছেন, নিয়মিত স্কিন টেস্ট করানোর। ক্লার্কের যুক্তি, যে কোনও রোগ হওয়ার আগে, তা

প্রতিরোধ শ্রেয়। এরজন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ দরকার। শুরুতে ক্যানসার ধরা পড়া গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতেই ধরা পড়া এবং তার চিকিৎসার চন্য চিকিৎসকদের কাছে কৃতজ্ঞ ক্লার্ক।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথমসারির এক দৈনিকের দাবি, ২০০৬ সালে প্রথমবার ক্যানসার ধরা পড়ে ক্লার্কের। সেবারও অস্ত্রোপচার করাতে হয়। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার স্কিন ক্যানসারের জন্য একই পথে হাঁটতে হয়েছে। ক্লার্ক বলেছেন, 'প্রত্যেকবার শরীরে বাসা বাঁধা ক্যানসারের অংশ বারবার কেটে বাদ দিতে হয়েছে। বেশিরভাগই আমার মুখে। কেরিয়ারের লম্বা সময় খোলা আকাশ, সূর্যের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। তারই কুফল এটা।'

ফিফার সতর্কবার্তা কল্যাণকে

অক্টোবরের মধ্যে সংবিধান কার্যকর না করলে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে সময়সীমা বেঁধে দিল ফিফা।

আগেই জানানো হয়েছিল, ফিফা ফের বহিষ্কারের হুমকি দিয়েছে এআইএফএফ-কে। এবার সরাসরি চিঠি এসে পৌঁছাল ফেডারেশনের সদর দপ্তরে। কল্যাণ চৌবেকে লেখা চিঠিতে পরিষ্কার সতর্ক করে লেখা হয়েছে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে পরিবর্তিত সংবিধান কার্যকর না করলে আবারও আন্তর্জাতিক আঙিনা থেকে এআইএফএফ-কে বহিষ্কার করা হবে। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ থেকে যেন বিরত রাখা হয় ফুটবলকে। এই চিঠিতে সই করেছেন ফিফার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এল্কহান মাহাদভ ও এএফসি সহ মহাসচিব ভাহিদ কারদানে। ২০১৭ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে রয়েছে ফেডারেশনের সংবিধান। ফিফার এই চিঠিতে লেখা হয়েছে 'ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে দীর্ঘ সময় ধরে চলা অভিযোগ-পালটা অভিযোগ এবং আইনি টানাপোড়েন চলছেই।' সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন নিয়ে দ্রুত সংবিধান কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফিফা ও এএফসি-র সবরকম নিয়ম মেনেই যেন জেনারেল বডি তৈরি করা হয়, একথাও লেখা হয়েছে চিঠিতে। আর এগুলো ঠিকমতো মানা না হলে যে এআইএফএফ-কে বহিষ্কার করা হবে, খুব কঠোর ভাষায় এই কথা জানানো হয়েছে। ২০২২ সালেও ঠিক একইভাবে ভারতীয় ফুটবল ফিফা-ব্যানের সামনে পড়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের জন্য। কারণ সেই সময় সুপ্রিম কোর্ট একটি কমিটি গড়ে দিয়েছিল ফেডারেশনের কাজ চালানোর জন্য। তবে ফিফা-ব্যানের পরই অবশ্য দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও কল্যাণের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়।

মজার কথা হল, এবার গ্রীষ্মাবকাশে যাওয়ার আগেই সুপ্রিম কোর্ট জানায়, তাদের সংবিধান তৈরি। জুলাইয়ে আদালতের কাজ শুরু হলেই যা ফেডারেশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু ফের জাতীয় ক্রীড়ানীতি নতুন করে সংসদে পাশ হওয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য এখনও সেই সংবিধান আদালতেই থেকে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২৮ অগাস্ট শুনানির পরই এই বিষয়ের উপর কিছুটা আলো পড়বে এবং এরই মধ্যে ফেডারেশন ও এফএসডিএল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ফুটবল শুরু করার বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার মধ্যেই এই চিঠি ফের দুশ্চিন্তার কালো মেঘ তৈরি করে দিল ভারতীয় ফুটবল আকাশে। কারণ কোনও কারণে অক্টোবরের মধ্যে নতুন কমিটি তৈরি না হলে ফের ব্যানের সম্মুখীন হয়ে এদেশের ফুটবলই থমকে যেতে পারে।

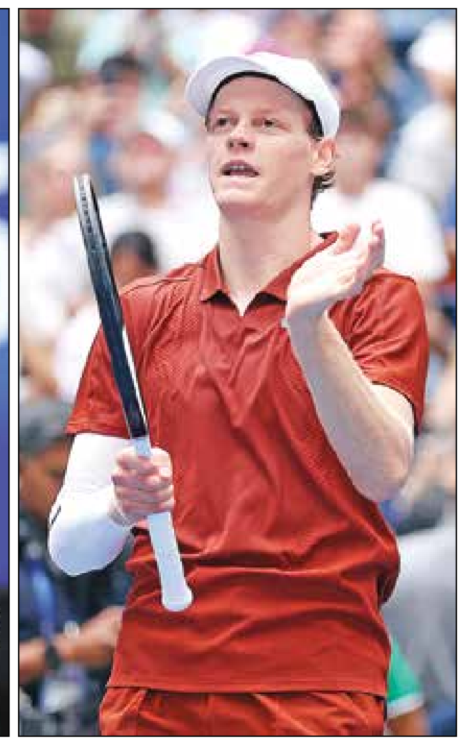

ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে কোকো গফ (বাঁয়ে) ও জানিক সিনার। ছবি : এএফপি

ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার জন আব্রাহামের হাতে প্রেসিডেন্টস কাপ তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি ভবন রাইসিনা হিলসে বুধবার।

দুসানবেতে পৌঁছেই মাঠে ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : দুসানবেতে অনুশীলন শুরু করে দিল ভারতীয় দল।

মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাতের দিকে তাজিকিস্তানের রাজধানীতে পৌঁছান খালিদ জামিল ও তাঁর ছেলেরা। যদিও গোটা দল একসঙ্গে যেতে পারেনি বেঙ্গালুরু থেকে। একদল ফুটবলার নয়াদিল্লি হয়ে এবং বাকিরা দুবাই হয়ে দুসানবে পৌঁছায়। তবে লম্বা সফরের ক্লান্তি কাটাতেই গোটা দলকে এদিন সারাটাদিন বিশ্রাম দেন খালিদ। যদিও সময় নষ্ট না করে বিকেলেই অনুশীলনে নেমে পড়ে ভারতীয় দল। ২৯ অগাস্ট ভারতের প্রথম ম্যাচ আয়োজক দল তাজিকিস্তানের বিপক্ষে। পরবর্তী দুই ম্যাচ ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে খেলবে খালিদের দল। এই কাফা নেশনস কাপে এবারই প্রথম অংশ নিচ্ছে ভারত। আর জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে এই টুর্নামেন্টই প্রথম পরীক্ষা খালিদ জামিলের। বলতে গেলে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে শক্তিশালী সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অক্টোবরে মাঠে নামার আগে ভারতীয় দলের সমস্যা ঠিক কোথায় সেইসবও এখান থেকেই বুঝে নিতে হবে সদ্য নিযুক্ত কোচকে। যদিও জাতীয় দলের জন্য এবার ফুটবলার ছাড়েনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ফলে গত কয়েক মরশুম প্রথম একাদশে খেলা ফুটবলারদের অনেকেই নেই দলে। নতুনদের দেখে নেওয়ার জন্য সুনীল ছেত্রীকে শিবিরেই ডাকেননি খালিদ।

এই ভাঙাচোরা দল নিয়ে নয়া কোচ যদি গোটা দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে পারেন, তাহলে সেটাই হবে তাঁর কৃতিত্ব। যা তিনি পারবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফের হেরে বিদায়ের পথে মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
ক্যালকাটা কাস্টমস-১ (রৌনক)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : কলকাতা ফুটবল লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জন্য সুপার সিক্সের দরজা কি বন্ধ হয়ে গেল? সরকারিভাবে এখনই সেই কথা বলা যায় না। তবে বুধবার ক্যালকাটা কাস্টমসের কাছে ১-০ গোলে হারের পর পরিস্থিতি যা তাতে কার্যত দৌড় থেকে ছিটকে গেল সবুজ-মেরুন।

হ্যাটট্রিক করার পরের ম্যাচেই খালি হাতে ফিরলেন শিবম মুন্ডা।

এদিন ম্যাচের সিংহভাগ সময় কাস্টমসেরই প্রাধান্য বেশি ছিল। তুলনায় মোহনবাগানকে বেশ অগোছাল দেখাল। তার মধ্যেও ১০ মিনিটে গোলমুখ প্রায় খুলে ফেলেছিলেন সবুজ-মেরুনের তুষার বিশ্বকর্মা। তাঁর শট কাস্টমস গোলরক্ষকের হাতে লেগেও গোলেই ঢুকছিল। অফসাইডে থাকা মহম্মদ বিলাল ওই বলে পা ছোঁয়ানোয় গোল বাতিল হয়ে যায়। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে কাস্টমস গোলরক্ষকের ভুলে আরও একবার বক্সে বল পান তুষার। তবে তিনি নিজে তা কাজে লাগাতে তো পারলেনই না। পাশে ফাঁকায় থাকা শিবম মুন্ডাকে পাস বাড়ালে তিনিও গোল করতে পারতেন। কিন্তু তাও করলেন না তুষার। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বিশেষ বদলাল না। বারবারই কাস্টমস রক্ষণের জালে আটকে পড়লেন শিবম মুন্ডা, পীযূষ ঠাকুরি, থুমসল টংসিনরা। উলটোদিকে বাগান রক্ষণে ক্রমাগত চাপ বজায় রেখে গেল কাস্টমস। ১৪ মিনিটে রবি হাঁসদার ভলি কোনওমতে রুখে দেন মোহনবাগান গোলরক্ষক দীপ্রভাত ঘোষ। গোটা ম্যাচে একাধিক নিশ্চিত গোল বাঁচান তিনি। ২৭ মিনিটে রিকি ঘরামির শট কর্নারের বিনিময়ে বিপন্মুক্ত করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ৭০ মিনিট নাগাদ বক্সের মধ্যে থেকে ঝন্টু প্রসাদের শট রুখে দেন সেই দীপ্রভাত। তবে শেষরক্ষা হল না। শেষ বাঁশি বাজার মিনিটখানেক আগে বক্সের একেবারে প্রান্ত থেকে রৌনক পালের বাঁ পায়ের শট গোলে ঢুকে যায়। দীপ্রভাত কিছুটা এগিয়ে যাওয়ায় বলের নাগাল পাননি।

এই হারের ফলে সবুজ-মেরুনের সুপার সিক্সের রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। ৯ ম্যাচ খেলে মোহনবাগানের ঝুলিতে ১৪ পয়েন্ট। মাঝে মেসারার্স ম্যাচে দল না নামানোয় একটা ম্যাচ কম খেলে রয়েছে তারা। যদিও ওই ম্যাচের ভাগ্য আইএফএ লিগ সাব-কমিটির হাতে ঝুলে। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে গ্রুপের শেষ ম্যাচ জিতলেও সর্বোচ্চ ১৭ পয়েন্টে পৌঁছোবে মোহনবাগান। সেখানে এদিনের জয়ের সুবাদে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে পৌঁছে গেল কাস্টমস।

মোহনবাগান : দীপ্রভাত, পীযূষ, বিলাল, আদিত্য মণ্ডল (রোহন), মার্শাল, নিশার, মিংমা (পবিত্র), আদিত্য অধিকারী (রোহিত), টংসিন (বিভান), তুষার (সাহিল) ও শিবম।

খাদের কিনারা থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে গফ

নিউ ইয়র্ক, ২৭ অগাস্ট : একপেশে জয়। চ্যাম্পিয়নের মতোই ইউএস ওপেন অভিযান শুরু করলেন জানিক সিনার।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন সিনারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলেন না চেক প্রজাতন্ত্রের ভিট কপরিভা। সিনার ম্যাচ জিতলেন ৬-১, ৬-১, ৬-২ গেমে। মঙ্গলবার কয়েক মুহূর্তের জন্য ম্যাচটির সম্প্রচারে ব্যাঘাত ঘটে। আসলে এনএফএল তারকা ট্রাভিস কেলসের সঙ্গে বাগদান পর্ব সেরেছেন বিখ্যাত পপ গায়িকা টেলর সুইফট। এদিন সেই খবর সামনে আসতেই বিশ্বজুড়ে আলোড়ন পড়ে যায়। দুই ধারাভাষ্যকার কয়েক মিনিটের জন্য ম্যাচ থেকে চোখ সরিয়ে নজর দিয়েছিলেন ওই খবরে।

ইউএস ওপেন প্রথম রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতলেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। দুই ঘণ্টার লড়াইয়ে আলেজান্দ্রো টাবিলোকে ৬-২, ৭-৬, ৬-৪ গেমে হারালেন পুরুষ সিঙ্গলসের তৃতীয় বাছাই ভেরেভ। মহিলা সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ জিতলেন কোকো গফ। আজলা টোমলানোভিচকে ৬-৪, ৬-৭ (২/৭), ৭-৫ গেমে হারালেন তিনি। এদিন শুরু থেকেই সার্ভিসে বারবার ভুল করছিলেন গফ। এমনকি দ্বিতীয় সেটে একটা সময় ৪-২ গেমে এগিয়ে গিয়েও টোমলানোভিচের কাছে সেট হাতছাড়া করেন। শেষপর্যন্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই ম্যাচ জিতলেন গফ। তিনি স্বীকারও করে নিয়েছেন, ম্যাচটা স্ট্রেট সেটে জিততে পারতেন। বলেছেন, 'নিজেই ম্যাচটা কঠিন করে ফেলেছিলাম। পারফরমেন্সে একেবারেই খুশি নই।' অন্যদিকে সহজ জয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেলেন নাওমি ওসাকা। বেলজিয়ামের গ্রিট মিনেনকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ইগা সোয়াতেকের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি কলম্বিয়ার এমিলিয়ানা আরাঙ্গো। সোয়াতেক ম্যাচ জেতেন ৬-১, ৬-২ গেমে।

সহজ জয় সিনার, সোয়াতেকের

রুপো অনীশের

তাসখন্দ, ২৭ অগাস্ট : এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া ভারতীয় শুটার অনীশ ভানওয়ালার। বুধবার পুরুষদের ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে রুপো জিতেছেন অনীশ। ফাইনালে তিনি ৩৫ স্কোর করেন। মাত্র এক পয়েন্টের জন্য সোনা জিততে ব্যর্থ ভারতীয় শুটার। সোনা জিতেছেন চিনের সু লিয়ানবোফন। মঙ্গলবার অলিম্পিয়ান শুটার সিফট কাউর সামারা মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে সোনা জিতেছিলেন। এখনও পর্যন্ত সিনিয়ার ও জুনিয়ার মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সংগ্রহ মোট ৭২টি পদক। এর মধ্যে ৩৯টি সোনা রয়েছে।

আজ ফের ৯০ পার করতে মরিয়া নীরজ

জুরিখ, ২৭ অগাস্ট : দোহায় ৯০ মিটার পার করেছিলেন। বৃহস্পতিবার আরও একবার সেই লক্ষ্য নিয়ে নামছেন নীরজ চোপড়া।

সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নামছেন নীরজ। মেগা ইভেন্টের আগে বেশ শান্ত, একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী পানিপতের জ্যাভলিন থ্রোয়ার। ফাইনালে ৭ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তালিকায় রয়েছে বিশ্বসেরা জুলিয়ান ওয়েবারের নাম। তাঁকেই সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছেন নীরজ। সরাসরিই বললেন, লড়াইটা সহজ হবে না। ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, 'শেষ দুই বছরের পারফরমেন্স বিচার করলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ জুলিয়ান ওয়েবার। উনি সত্যিই ভালো খেলছেন। দোহাতে ৯১ মিটার, ব্রাসেলসে ৮৯ মিটার থ্রো করেছিলেন। তবে জুলিয়ান আমার ভালো বন্ধুও। ওঁকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেতে ভালোই লাগে।'

ওয়েবার ছাড়াও প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডারসন পিটার্স ও অলিম্পিকে সোনাজয়ী জুলিয়াস ইয়েগো, কেশর্ন ওয়ালকটের মতো অ্যাথলিটদের কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে নীরজকে। তবে খেতাবের পাশাপাশি আরও একটা লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নামছেন তিনি। দোহায় ৯০.২৩ মিটার থ্রো করেছিলেন নীরজ। এবার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্য। তবে তাঁর পাখির চোখ অক্টোবরে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জয়।

ডায়মন্ড লিগে আজ
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট
স্থান : জুরিখ
সম্প্রচার : টুর্নামেন্টের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ

ত্রিপুরার পথে বিজয় শংকর

চেন্নাই, ২৭ অগাস্ট : হনুমা বিহারীর পর এবার বিজয় শংকর। আসন্ন ঘরোয়া মরশুমে নিজের রাজ্য তামিলনাড়ু ছেড়ে ত্রিপুরায় যোগ দিতে চলেছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর নিজের রাজ্য তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে মতের অমিল হওয়ার পাশে তামিলনাড়ুর হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছিলেন না তিনি। তাই তামিলনাড়ু থেকে এনওসি নিয়ে ত্রিপুরায় যোগ দিতে চলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, জাতীয় দলের হয়ে মোট ৯টি টি২০ ও ১২টি ওডিআই খেলেছেন তিনি।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলের। ছবি : অভিজিৎ ঘোষ

ভলিবলে সেরা প্রমোদিনী স্কুল

সোনাপুর, ২৭ অগাস্ট : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুল। ফালাকাটার রেমন্ডস মডেল হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা ২০-১৪, ১৫-২০, ১৭-১৫ পয়েন্টে নয় মাইল বাদাইটারি হাই মাদ্রাসাকে হারিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন আরজেএল হাইস্কুল

কোচবিহার, ২৭ অগাস্ট : প্রবীণ ক্রীড়া সংস্থার ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পুন্ডিবাড়ি আরজেএল হাইস্কুল। বুধবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে জিতেছে পশ্চিম ঘুঘুমারি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। এমজেএন স্টেডিয়ামে গোল করে পরিমল সরকার ও অর্ঘ্য রায়। ফাইনালের সেরা পুন্ডিবাড়ির নিতাই সরকার।

TENDER NOTICE

Notice inviting E-tender by the undersigned for different works vide **e-NIT NO.- WB/APD/KCN/RGP-ET/07/2025-26. Dated - 19.08.2025,** Details are available at the notice board of Rajabhatkhawa G.P. office and at www.wbtenders.gov.in website. And also read corrigendum carefully.

Sd/- Pradhan
Rajabhatkhawa Gram Panchayat

ভারতের ৫ গোল

থিম্পু, ২৭ অগাস্ট : অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানের বিরুদ্ধে ৫-০ গোলে জয় ভারতের মেয়েদের। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যায় 'ব্লু টাইগ্রেস'। দুইটি গোল করেন অনুষ্কা কুমারী। একটি গোল শ্বেতা রানির। দ্বিতীয়ার্ধে বাকি দুইটি গোল করলেন জুলান নংমাইথেম ও নিরা চানু। এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচের ৪টিতে জিতে গ্রুপে শীর্ষস্থান মজবুত করলেন ভারতের মেয়েরা।

কমনওয়েলথ গেমসের জন্য বিড করছে ভারত
-খবর এগারোর পাতায়

অবনমন এড়াতে জিততে হবে আজ মহমেডানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : বিনিয়োগকারীর কোনও দেখা নেই। কলকাতা লিগে দলের পারফরমেন্সও ভালো নয়। সব মিলিয়ে সমস্যায় জর্জরিত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগে এরিয়ানের বিরুদ্ধে নামছে সাদা-কালো শিবির। এই মুহূর্তে ১০ ম্যাচে পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় একাদশ স্থানে রয়েছে মেহরাজের দল। অবনমন পর্ব এড়াতে গেলে এই ম্যাচ জিততে হবে। প্রতিপক্ষ এরিয়ানের অবস্থাও খারাপ। তারা ১০ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে মহমেডানের ঠিক ওপরে রয়েছে। কাজেই তাদের কাছেও জেতা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

এখনও পর্যন্ত লিগে দশটি ম্যাচের সাতটিতেই হেরেছে মহমেডান। দলের ক্রমাগত হারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুরও। আপাতত এরিয়ানকে হারিয়ে অবনমন পর্ব এড়ানোই লক্ষ্য তাঁর। দলে উপেন টুডু ছাড়া কোনও খেলোয়াড়ের চোট নেই। ফলে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে মহমেডান।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা বিনয় রাজ ইয়ঞ্জন - কে 02.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 77C 45617 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি যখন আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য সঠিক সুযোগ খুঁজছিলাম, তখন ডিয়ার লটারি আমার জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে এবং এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এই বিশাল জয় আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের কাছে সত্যিই সাহায্যকারী এবং আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন কল্যাণ রায়। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

বিবিএস ব্রাদার্সকে হারাল মংরা

মাদারিহাট, ২৭ অগাস্ট : হান্টাপাড়া মচু খেস মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবলে বুধবার মংরা এফসি ৩-০ গোলে বিবিএস ব্রাদার্স একাদশকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা কল্যাণ রায়। মংরার অন্য গোলটি সুজিত মুর্মুর। শুক্রবার খেলবে আসানসোল এফসি ও দার্জিলিংয়ের আরএফএ।

মাল জোনের দলে আদর্শর ৩

মালবাজার, ২৭ অগাস্ট : মৌলানি হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত জোনাল স্কুল খো খো প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছিল মাল আদর্শ বিদ্যাভবন। তাদের তিন খেলোয়াড় অভিরূপ সেন, তন্ময় কান্তি বর্মন, শিব ওরাওঁ অনূর্ধ্ব-১৪ মাল জোনের দলে সুযোগ পেয়েছে। তারা বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি রথেরহাট স্কুলে জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় মাল জোনের হয়ে মাঠে নামবে।

অমিতের সোনা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : সল্টলেকে রাজ্য স্কুল গেমসে ক্যারাটে বুধবার শুরু হয়েছে। প্রথম দিন আলিপুরদুয়ার জেলার অমিত সাহা অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ৪৫ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছে।

জ্যোতিকার হ্যাটট্রিক

শালকুমারহাট, ২৭ অগাস্ট : স্পেশাল মডার্ন পিরিয়ড ক্লাবের

উত্তরের খেলা

মহিলা ফুটবলে হাসিমারার বার্নাবাড়ি এফসি ৭-০ গোলে চূর্ণ করেছে ভুটানকে। বুধবার প্রধানপাড়ার বোলেবম কমিটির মাঠে বার্নাবাড়ির জ্যোতিকা খেড়িয়া হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল সিওয়নি মুন্ডার। তাদের অন্য গোলস্কোরার অনু ওরাওঁ ও সরস্বতী বড়াইক। শুক্রবার খেলবে মালবাজার এফসি ও শীতলকুচি উইমেন এফসি।

আলিপুরদুয়ার উশু দল রওনা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : রাজ্য স্কুল গেমসে উশু কলকাতার সল্টলেকে শুক্রবার শুরু হবে। প্রতিযোগিতার জন্য ২৫ জনের আলিপুরদুয়ার জেলা দল বুধবার রওনা হল।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন হেমন্ত চোরে । ছবি : রহিদুল ইসলাম

সেমিতে গ্রিন, মাগুরমারি-১

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৭ অগাস্ট : জেলা পুলিশের পুলিশ-পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে বুধবার মাল থানায় সেমিফাইনালে উঠল গ্রিন ওদলাবাড়ি। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলের ব্যবধানে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দলকে হারিয়েছে। ওদলাবাড়ি বিধানপল্লি মাঠে গোল করেন বিবেক ওরাওঁ। ময়নাগুড়ি হঠাৎ কলোনির মাঠে সেমিফাইনালে উঠল খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। বুধবার তারা ১-০ গোলে ময়নাগুড়ি টাউন এনজেপি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন মহম্মদ সায়েদ আলি। মেটেলি থানায় কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘ মাঠে মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত 'ডি' দল ২-০ গোলে মাটিয়ালিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত 'সি' দলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা হেমন্ত চোরে। ধূপগুড়ি থানায় সেমিফাইনালে উঠল মাগুরমারি-১ নম্বর অঞ্চল দল। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে জিতেছে বারোঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। বিদ্যাশ্রম মাঠে গোল করেন কৌশিক রায়, মহম্মদ রোহিত ও জয়েত রায়।